বীর সপ্তক

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫
সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর	৪৯
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	১১৫
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	১২৫
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	১৩৩

সড়ক পরিবহন
ও মহাসড়ক বিভাগ

ভূমিকা

দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নে সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নেটওয়ার্কের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ বিভাগের সময়োপযোগী উদ্যোগ, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এবং তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও গণপরিবহন ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মানুষ নির্বিঘ্নে গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারছেন এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে। এতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপর জনগণের আস্থা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রূপকল্প - ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও গণপরিবহন ব্যবস্থার অধিকতর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ অব্যাহত আছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহ হচ্ছেঃ

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

ভিশন

প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অনুকূল টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মিশন

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ
- জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক সমূহের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ
- অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নতুন মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- আধুনিক ও ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ
- নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ
- আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ
- আন্তর্জাতিক রুটে বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিতে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/গাইডলাইন অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে সেবা প্রার্থীদের হয়রানি ও দুর্ভোগ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী নথি নিষ্পত্তি করছেন

প্রশাসনিক সংস্কার

কাজের প্রকৃতি ও ধরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইতোমধ্যে নতুন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো নতুন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি শাখা/অধিশাখার কার্যক্রম পুনঃবন্টন করে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলো যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সরকারি সম্পত্তি ও সম্পদ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণী বিন্যাস, যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই ও বিনষ্ট করায় অফিস ব্যবস্থাপনা ও কর্মপরিবেশ উন্নত হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মোট ৪২ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ সিম্পোজিয়াম/স্টাডি ট্যুর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ২৪,৪১৮ জন। এ বিভাগে নব নিয়োগকৃত ৮ জন ৩য় শ্রেণী ও ১১ জন ৪র্থ শ্রেণী মোট ১৯ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়ামে মোট ১৯,৩৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন। এ বিভাগের উদ্যোগে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডার আয়োজন করে সরকারী উদ্ভাবনী চর্চা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে। মাইক্রোসফট এক্সেল এর উপর ৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সংরক্ষণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ তদারকির লক্ষ্যে গঠিত ২৪টি মনিটরিং টিমের নন-টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের প্রাথমিক প্রকৌশল জ্ঞান সম্পর্কে ১২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সড়ক মনিটরিং

জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক গঠিত ২৪টি মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে টিমসমূহ গঠিত। মাননীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান পর্যন্ত সকলে নিয়মিত মহাসড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং করায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এতে জনসাধারণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছেন। মনিটরিং টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৌখিক ও লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ

আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে ৫টি আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত। উদ্যোগগুলো হলো:

- Asian Highway Network
- South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Corridors
- Bangladesh China India Myanmar Economic Corridor (BCIM-EC)
- South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Corridors
- Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Corridors

২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ প্রতিবেদনে South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Corridors সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Corridors

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপালের মধ্যে cross-border সংযোগ স্থাপন এবং বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রসারের লক্ষ্যে South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC) ১৯৯৭ সালে গঠিত হয়। SASEC প্রকল্পভিত্তিক একটি উদ্যোগ যা অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। SAARC -এর ০৪টি সদস্য দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল ১৯৯৬ সনে এ অঞ্চলের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য South Asia Growth Quadrangle গঠন করে। ১৯৯৭ সনে মালে (মালদ্বীপ)-তে অনুষ্ঠিত SAARC শীর্ষ সম্মেলনে এ উদ্যোগ অনুমোদন লাভের পরপরই এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে Asian Development Bank (ADB)-এর সহযোগিতা কামনা করা হয়। গত ০৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত SASEC Trade Facilitation and Transport Working Group এর সভায় শ্রীলংকা ও মালদ্বীপকে SASEC এর সদস্যদেশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এতে SASEC এর সদস্যদেশের সংখ্যা ৬টিতে উন্নীত হয়। SASEC এর নিম্নলিখিত ৩টি করিডোরের সাথে বাংলাদেশের সংযোগ রয়েছেঃ

SASEC Corridor 9: কাঠমান্ডু(নেপাল) - কাঁকরভিটা(নেপাল) - ফুলবাড়ী(ভারত) - বাংলাবান্ধা(বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ অংশের রুটঃ

রুট-১: বাংলাবান্ধা-পঞ্চগড়-বেলডাঙ্গা-রংপুর-বগুড়া-গোবিন্দগঞ্জ-হাটিকমরুল-বনপাড়া-দাশুরিয়া-পাকশী-কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ যশোর-খুলনা-মংলা (৬৫৯ কিলোমিটার)

রুট-২: বাংলাবান্ধা-পঞ্চগড়-বেলডাঙ্গা-রংপুর-বগুড়া-গোবিন্দগঞ্জ-হাটিকমরুল-এলেঙ্গা-কালিয়াকৈর-জয়দেবপুর -ঢাকা-কাঁচপুর-ময়নামতি-ফেনী-চট্টগ্রাম (৭৩৬ কিলোমিটার)

SASEC Corridor 4: থিম্পু(ভুটান) - ফুয়েনসোলিং(ভুটান) - জয়গাঁও(ভারত) - চেংরাবান্ধা(ভারত) - বুড়িমারি(বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ অংশের রুটঃ

রুট-১: বুড়িমারি-তিস্তা-রংপুর-বগুড়া-গোবিন্দগঞ্জ-হাটিকমরুল-বনপাড়া-দাশুরিয়া-পাকশী-কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা (৬০১ কিলোমিটার)

রুট-২: বুড়িমারি-তিস্তা- রংপুর-বগুড়া-গোবিন্দগঞ্জ-হাটিকমরুল-এলেঙ্গা-কালিয়াকৈর-জয়দেবপুর-ঢাকা-কাঁচপুর-ময়নামতি-ফেনী-চট্টগ্রাম (৬৭৮ কিলোমিটার)

SASEC Corridor 5A: কোলকাতা(ভারত) - পেট্রাপোল(ভারত) - বেনাপোল (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ অংশের রুটঃ

রুট-১: বেনাপোল-যশোর-খুলনা-মংলা (৮১ কিলোমিটার)

রুট-২: বেনাপোল-যশোর-মাগুরা-রাজবাড়ী-পাটুরিয়া-ঢাকা-চট্টগ্রাম (৪৯১ কিলোমিটার)

বাংলাদেশ অংশের বর্তমান অবস্থা

SASEC Corridor 9

- বাংলাবান্ধা-পঞ্চগড় (এন-৫) অংশের উন্নয়ন কাজ RNIMP-II প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত হয়েছে (৫৫ কিলোমিটার)
- পঞ্চগড়-রংপুর (এন-৫) অংশের উন্নয়নের জন্য এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি (১৪৩ কিলোমিটার)
- রংপুর-হাটিকমরুল (এন-৪) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সাবরিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (১৫৭ কিলোমিটার)
- হাটিকমরুল-এলেঙ্গা (এন-৪) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (৪০ কিলোমিটার)
- এলেঙ্গা-টাঙ্গাইল-চন্দ্রা-জয়দেবপুর (এন-৭) অংশটি সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ২ লেন থেকে ৪-লেনে (ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ) উন্নীতকরণের কাজ আগামী ফেব্রুয়ারী ২০১৫-তে শুরু হবে বলে আশা করা যায় (৭০ কিলোমিটার)
- জয়দেবপুর-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) (এন-১০৫) মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি পিপিপি এর আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে (৪৮ কিলোমিটার)
- মদনপুর-দাউদকান্দি (এন-১) অংশটি ইতোমধ্যেই ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে (১৮ কিলোমিটার)
- দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম (এন-১) অংশ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কাজ চলছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যায় (১৯৪ কিলোমিটার)
- চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম বন্দর (এন-১১১) অংশটির প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে (১৩ কিলোমিটার)
- হাটিকমরুল-বনপাড়া (এন-৫০৭) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (৫১ কিলোমিটার)
- বনপাড়া-দাশুরিয়া-পাকশী-কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ (এন-৬ ও এন-৭০৪) অংশটির উন্নয়ন প্রয়োজন। এ অংশটি বর্তমানে কোন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত নেই। তবে ২০১৩ সালে UN-ESCAP কর্তৃক একটি প্রাক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে (১০৫ কিলোমিটার)
- ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা (এন-৭) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (১০৭ কিলোমিটার)
- খুলনা-মংলা (এন-৭) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (৪৩ কিলোমিটার)

SASEC Corridor 4:

- বুড়িমারি-লালমনিরহাট-রংপুর (এন-৫০৯ ও এন-৫০৬) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (১৩৮ কিলোমিটার)
- তিস্তা ব্রীজ (এন-৫০৬) তিস্তা নদীর উপর সেতু নির্মিত হয়েছে (০.৯৮ কিলোমিটার)

SASEC Corridor 5A:

- বেনাপোল-যশোর (এন-৭০৬) অংশটিকে ৪-লেনে উন্নীত করা প্রয়োজন। এ অংশটি বর্তমানে কোন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয় (৩৮ কিলোমিটার)
- খুলনা-মংলা (এন-৭) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (৪৩ কিলোমিটার)
- যশোর-মাগুরা (এন-৭০২) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (৪৩ কিলোমিটার)
- মাগুরা-দৌলতদিয়া (এন-৭) অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে (৭৮ কিলোমিটার)
- দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া (এন-৭/এন-৫) একটি missing link। পদ্মা নদীতে ফেরী সার্ভিস রয়েছে
- পাটুরিয়া-মানিকগঞ্জ-নবীনগর (এন-৫) অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করা প্রয়োজন। কিন্তু এ অংশটি বর্তমানে কোন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয় (৫৭ কিলোমিটার)
- নবীনগর-সাভার-গাবতলী (এন-৫) অংশটিকে ইতোমধ্যে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে (২২ কিলোমিটার)
- গাবতলী-যাত্রাবাড়ী অংশটি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর অন্তর্ভুক্ত এবং ৪ লেনে উন্নীত হয়েছে (১৯ কিলোমিটার)
- যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর (এন-১) অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ট্রাফিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৮-লেনে উন্নীতকরন কাজ চলছে (১০ কিলোমিটার)
- কাঁচপুর-দাউদকান্দি (এন-১) অংশটি ইতোমধ্যে ৪ লেনে উন্নীত করা হয়েছে (২৬ কিলোমিটার)
- দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম (এন-১) অংশটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত (১৯২ কিলোমিটার)

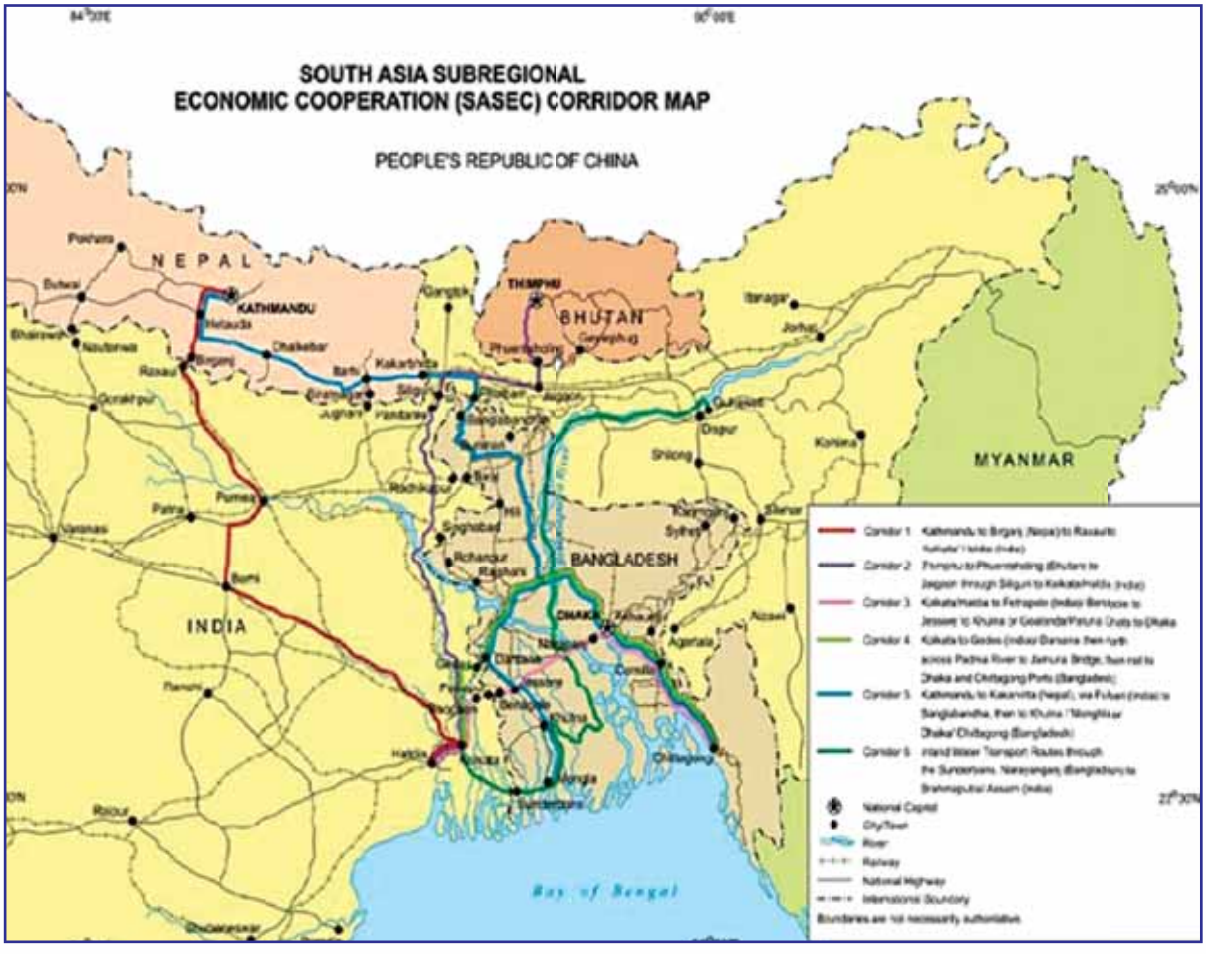

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা

আইন

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩

জুলাই ২০১৩ মাসে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়কসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, সংস্কার ইত্যাদির জন্য একটি সড়ক তহবিল গঠন। তহবিলে অর্থ সংগ্রহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরিচালনার নিমিত্ত একটি বোর্ড গঠন।

মেট্রোরেল আইন, ২০১৪

জনসাধারণকে স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত ও উন্নত গণপরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত মেট্রোরেল আইন, ২০১৪ এর খসড়া এপ্রিল ২০১৪ মাসে মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। নীতিগতভাবে অনুমোদিত আইনটি ভেটিং এর জন্য মে ২০১৪ মাসে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৪

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৪ এর খসড়া প্রণয়ন করে উক্ত খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত চাওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কতিপয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত পাওয়া গিয়েছে।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৪

১৯৩৯ সালের মোটর ভেহিক্যালস এ্যাক্ট এবং ১৯৮৩ সালের মোটর ভেহিক্যালস অর্ডিন্যান্স এর পরিবর্তে আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৪ এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। খসড়া আইনটির উপর স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মতামতের নিরিখে খসড়াটি অধিকতর পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে আইনটির খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য ৪টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটিসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়াটিকে আরও যৌক্তিক করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'কে আহবায়ক করে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি খসড়া আইনটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।

নীতিমালা

জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩

সেপ্টেম্বর ২০১৩ মাসে জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩ মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। নীতিমালাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পরিবহন সমন্বয়ে বহুমাধ্যমভিত্তিক সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। নীতিমালাটি ৭ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

টোল নীতিমালা, ২০১৪

মার্চ ২০১৪ মাসে টোল নীতিমালা, ২০১৪ মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। নীতিমালাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাসড়ক অবকাঠামোর উপর টোল আরোপের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহাসড়ক, সেতু, উড়াল সেতু, ফেরী, টানেল ইত্যাদি অবকাঠামো পুণঃনির্মাণ, সংরক্ষণ, সংস্কার, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। পাশাপাশি টোল আদায়ের বিদ্যমান পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী এবং সমন্বিত টোল হার নির্ধারণের মাধ্যমে সরকারের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ বৃদ্ধি করা। এ নীতিমালা শীঘ্রই কার্যকর করা হবে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৪

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মূল্যবান ভূমি ও স্থাপনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৪ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মতামত চাওয়া হয়েছে।

The Motor Vehicle Regulation

মোটরযান ফি পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে The Motor Vehicle Regulation, 1940 ও The Motor Vehicle Regulation, 1984 সংশোধনপূর্বক প্রজ্ঞাপন গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

মহসড়কে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন করা হয় (পরিশিষ্ট-অ)। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পুনর্গঠিত এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ (সাত) জন। পুনর্গঠিত কমিটির প্রথম সভা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

সড়ক পরিহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে ১৪৯টি প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নে ১৩৪টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১৫টি) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট ৩৬৪৫.৬৯ কোটি টাকা (জিওবি ৩১০৬.২৭ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৫৩৯.৪২ কোটি) বরাদ্দ পাওয়া যায়। জুন ২০১৪ পর্যন্ত জিওবি খাতে ৩১০৬.২৬ কোটি টাকা (১০০%) অর্থ ছাড় করা হয়, এবং এ সময়ে মোট ৩৬২৫.৯৫ কোটি টাকা (জিওবি ৩১০৩.৭২ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৫২২.২৩ কোটি টাকা) ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৪৬% (জিওবি ৯৯.৯২% ও প্রকল্প সাহায্য ৯৬.৮১%)। এ সময়ে আরএডিপি বাস্তবায়নের জাতীয় গড় অগ্রগতি ছিল ৯৬%। উলেখ্য যে, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৭টি প্রকল্প নতুনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মর্তব্য যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে আরএডিপি'র বাস্তবায়ন হার ছিল ৯৯.৫৯%।

বাংলাদেশে প্রথম

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বাংলাদেশে প্রথম নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করেছেঃ

- SMART Card নির্ভর একই e-Ticket ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডবিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারী বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম মে ২০১৪ মাস থেকে শুরু হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীতে বিআরটিসি'র ১৫টি বাসে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ সকল বাসে Wi-Fi Internet সুবিধা রয়েছে। এতে যাত্রী সাধারণ বাসে বসেই ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

সামাজিক, মানবিক ও শিক্ষামূলক কর্মকান্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন। এতে সড়ক পরিবারের ভিত্তি দৃঢ় ও কাজে নতুন স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছে।

(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ নয়ারহাট পরিদর্শন বাংলোতে গত বছরের ধারাবাহিকতায় পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। একইভাবে একই দিনে যমুনা রিসোর্ট এলাকায় অপর একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ আনন্দঘন পরিবেশে বনভোজন উপভোগ করেন। এতে আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে।

বার্ষিক বনভোজন-২০১৪-এ অংশগ্রহণকারী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৪-এ অংশগ্রহণকারী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মহিলা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের স্পাউসগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৪-এ অংশগ্রহণকারী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্পাউসগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৪-এ শিশুদের বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন-২০১৪-এ শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৪-এ অংশগ্রহণকারীগণ পুতুল নাচ উপভোগ করেন

যমুনা রিসোর্ট এলাকায় আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন-২০১৪-এ শিশুদের দৌড় প্রতিযোগিতা

যমুনা রিসোর্ট এলাকায় আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন-২০১৪-এ মহিলাদের পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা

(খ) কর্মরত সহকর্মীগণের গুরুতর অসুস্থতায় সুষ্ঠু চিকিৎসার নিমিত্ত এ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তাগণ সম্মিলিতভাবে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। বিবেচনাধীন অর্থবছরে এ রকম ৩টি ঘটনায় সহকর্মীগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

(গ) শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে জ্ঞান অর্জন ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করা হয়। গত ২৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্ব-পরিবারে ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লা পরিদর্শন করেন এবং লাইট এ্যান্ড সাউন্ড লেজার শো উপভোগ করেন। একইভাবে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঝিলে পরিযায়ী পাখি অবলোকনের আয়োজন করা হয়।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারবর্গ কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারবর্গ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঝিলে পরিযায়ী পাখি অবলোকন করেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও তাঁদের পরিবারবর্গ ঐতিহাসিক লালবাগ কেল্লায় লাইট এ্যান্ড সাউন্ড শো উপভোগ করেন

(ঘ) সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তন ও অবসরে এ বিভাগ থেকে সম্বর্ধনা প্রদানের রীতি চালু রাখা হয়েছে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনাব সাজ্জাদুল হাসান, যুগ্ম-সচিব এর বিদায় সম্বর্ধনা

সড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

সড়ক বিভাগে ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে যাঁরা কর্মরত ছিলেন/আছেন তাঁদের তালিকা পরিশিষ্ট-আ তে দেয়া হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

বৃহৎ প্রকল্পের অর্থায়ন

১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার ঊর্ধ্বের প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৭টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সকল প্রকল্পে এডিপি'র সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। এতে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শতাধিক ছোট ও মাঝারী প্রকল্প প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা যায় না। এ প্রেক্ষাপটে মেগা প্রকল্পগুলোকে MTBF এর বাহিরে রেখে আলাদাভাবে বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।

জনবল

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর রাজস্ব খাতে মোট শূন্য পদের সংখ্যা ৬৬৫৩টি। তম্মধ্যে বর্তমানে ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী হিসেবে ৬৬৩৮ জন কর্মরত আছেন। ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণপূর্বক শূন্য পদে পদায়নের বিষয়টি ২০১৩ সালের প্রথম প্রান্তিক থেকেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। জনস্বার্থে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মরত ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের শূন্য পদের বিপরীতে রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

ডিটিসিএ'র সীমাবদ্ধতা

ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন কাজে একাধিক সংস্থা নিয়োজিত থাকায় সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের প্রকট অভাব বিদ্যমান। ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষকে সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর আগ্রহ ও সদিচ্ছার অভাবে পরিস্থিতির এখনও তেমন উন্নতি হয়নি। ঢাকা মহানগরীর সমন্বিত উন্নয়নে এ পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

পরামর্শকের জবাবদিহিতা

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। ফলে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পরামর্শকের যথাযথ জবাবদিহিতা থাকেনা, বিভিন্ন অজুহাতে প্রায়শঃই মূল পরামর্শক কর্মে যোগদান করেন না এবং বারংবার পরামর্শক প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় ও কাজের গুণগত মান প্রত্যাশিত মাত্রায় বজায় রাখা সম্ভব হয় না। Consultant প্রতিষ্ঠানের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত Performance Security Clause চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থার কার্যক্রমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা অধিকতর বৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে জনসাধারণ ও স্টেকহোল্ডারগণ ঘরে বসেই এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত ও সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১. ইন্টার‍্যাক্টিভ ওয়েবসাইট

১.১ অঙ্গীকার

- জনগণের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- জানুয়ারি ২০১২ মাস হতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নতুন আঙ্গিকে একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। এতে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে।
- বিভিন্ন বিষয়ে জনমত জরিপের জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইটে জনগণের মতামত সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত সকল মহাসড়ক ও সেতুর সচিত্র তথ্য, মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর সচিত্র পরিদর্শন কার্যক্রম, কর্মকর্তাগণের মহাসড়ক মনিটরিং এর সচিত্র পরিদর্শন প্রতিবেদন ইত্যাদি ওয়েবসাইটে নিয়মিত পোস্ট করা হয়।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, যানবাহনের ভাড়ার তালিকা, মহাসড়ক নেটওয়ার্কের GIS Map ইত্যাদি ওয়েবসাইটে নিয়মিত পোস্ট করা হয়।
- Road Master Plan, সকল বার্ষিক প্রতিবেদন, Strategic Transport Plan (STP) ইত্যাদির মৌলিক ডকুমেন্ট ওয়েবসাইটে পোস্ট করা আছে।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের তথ্যাদি এবং ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প, মেগা প্রকল্প, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প ইত্যাদির তথ্যাদি নিয়মিত বিরতিতে হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস ইত্যাদি ওয়েবসাইটে পোস্ট করা আছে।

১.৩ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশিষ্ট প্রধান প্রধান কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ ও স্টেকহোল্ডারগণ ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও মতামত দিতে পারছেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট

২. অনলাইন মনিটরিং অব রোড নেটওয়ার্ক

২.১ অঙ্গীকার

- উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে জনসাধারণের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করা।

২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের নিবিড় তদারকির জন্য ২৪টি মনিটরিং টিম কাজ করছে। প্রত্যেক টিমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী রয়েছেন।
- মনিটরিং টিমসমূহ স্ব স্ব আওতাধীন এলাকার মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে ছবিসহ প্রতিবেদন দাখিল করছেন।
- টিমের সকল প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) এ প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলোকন করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ছবিসহ কর্মকান্ডের অগ্রগতি ওয়েবসাইটে আপলোড করেন। টিম তৎপ্রেক্ষিতে কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে পুনরায় মাঠ পর্যায়কে অবহিত করেন।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও নির্ধারিত User Name ও Password দিয়ে লগইন করে তার আওতাধীন ক্ষতিগ্রস্ত মহাসড়ক ও সেতুর ছবিসহ প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করতে পারেন। এ বিষয়ে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার তথ্যাদিও ছবিসহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে পারেন।
- কেন্দ্রীয়ভাবে উভয় কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

২.৩ অর্জন

- অনলাইনে মনিটরিং প্রকৃতপক্ষেই সম্ভব হচ্ছে।
- অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থায় সময় ও অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় হচ্ছে।

৩. অনলাইন গ্রিভেন্সেস রিড্রেস সিস্টেম

৩.১ অঙ্গীকার

- জনসাধারণের অভিমত কর্মকান্ডকে সমৃদ্ধ করে।

৩.২ গৃহীত কার্যক্রম

- এ বিভাগের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুক পেইজে গিয়ে যে কেউ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার কর্মকান্ড এবং মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে মতামত বা পরামর্শ ছবিসহ প্রদান করতে পারেন। প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখে পুনরায় প্রকৃত তথ্য মতামত প্রদানকারীকে অনলাইনেই প্রতি উত্তরে জানিয়ে দেয়া হয়।
- মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত ফেসবুক একাউন্ট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে খতিয়ে দেখা হয় এবং প্রকৃত অবস্থা বা গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হয়।

৩.৩ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকান্ডে জনসাধারণের মতামত প্রতিফলিত হচ্ছে।

৪. ডিজিটাল লাইব্রেরি

৪.১ অঙ্গীকার

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসের অনলাইন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৪.২ গৃহীত কার্যক্রম

- যে কোন স্থান থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত ৯টি ব্লকে বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষিত আছে:

  (১) এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস ইত্যাদি

  (২) এ বিভাগের সকল প্রকাশনা

  (৩) মেগা প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

  (৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনার সচিত্র তথ্যাদি

  (৫) মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট সকল ম্যাপ

  (৬) ফটোগ্যালারি

  (৭) প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিমালাসমূহ

  (৮) প্রয়োজনীয় ওয়েব লিংকসমূহ এবং

  (৯) প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারসমূহ।

৪.৩ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ, জনসাধারণ ও স্টেকহোল্ডারগণ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসের সফটকপি ও হার্ডকপি তাৎক্ষণিকভাবে ওয়েবসাইটের ডিজিটাল লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন।

৫. অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

৫.১ অঙ্গীকার

- যথাযথভাবে ভূমির মালিকানার রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে সরকারী সম্পত্তি সুরক্ষা করা।

৫.২ গৃহীত কার্যক্রম

- দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার বিশেষ করে, সওজ অধিদপ্তরের মূল্যবান ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণের আধুনিক কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভূমিগ্রাসীরা আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে কক্সবাজার ও কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমির তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে অনলাইনে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে।
- বিআরটিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সহসাই ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু হবে।

৫.৩ অর্জন

- এ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সকল ভূমির রেকর্ড হালনাগাদ করে সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তাগণ সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভূমি সুরক্ষা করতে শুরু করেছেন এবং ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্য অনলাইনে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- এতে জবরদখলকৃত ও বেহাত হয়ে যাওয়া ভূমি উদ্ধারের পথ সুগম হবে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেজ

৬. অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা

৬.১ অঙ্গীকার

- মামলা পরিচালনার কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ।

৬.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে মামলা পরিচালনার কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি মামলার তথ্য এন্ট্রি দেয়া হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- এতে মামলার যে কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অনলাইনে দেখে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন।

৬.৩ অর্জন

- মামলায় জড়িত সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে।

মামলা ব্যবস্থাপনা ডাটাবেজ

৭. অনলাইন যানবাহন ব্যবস্থাপনা

৭.১ অঙ্গীকার

- বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরের ব্যবস্থাপনা উন্নত করে আয় বৃদ্ধি করা।

৭.২ গৃহীত কার্যক্রম

- বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরের প্রত্যেকটি যানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত উপাত্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ১৪৮৩টি বাসের উপাত্ত এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট বাস ও ট্রাকের এন্ট্রি প্রদান কার্যক্রম চলছে।
- এ সফটওয়্যারে ডিপোভিত্তিক যানবাহনগুলোর গতিবিধি ও বর্তমান অবস্থা হালনাগাদ করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- এ সফটওয়্যারে বাস ও ট্রাকের দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এন্ট্রি করার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

৭.৩ অর্জন

- তাৎক্ষণিকভাবে বিআরটিসি'র যে কোন বাস ও ট্রাকের অবস্থা ও অবস্থান জানা যাবে।

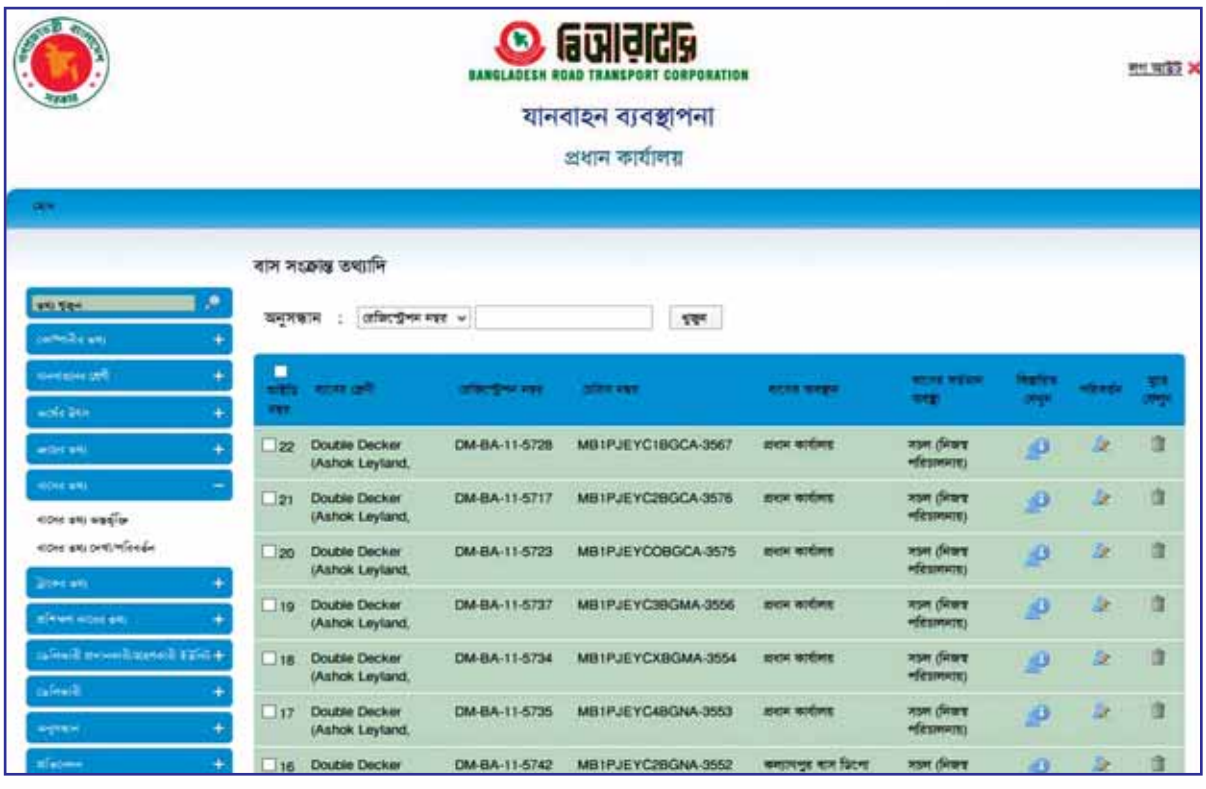

যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

৮. গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ মার্কিং

৮.১ অঙ্গীকার

- সরকারের সফলতা অনলাইনে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।

৮.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থে চিহ্নিত করে ছবিসহ প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের ৬২টি সেতু ও ফ্লাইওভারের অবস্থান মার্ক করে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।

- নিয়মিত নতুন নির্মিত ও পুনঃনির্মিত স্থাপনার অবস্থান মার্ক করে ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে।
- গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ ব্রাউজ করে এ সকল স্থাপনার উন্নয়ন পরবর্তী কার্যক্রমের ছবি সারা বিশ্ব দেখতে পারছে।

৮.৩ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার অবস্থান ও ছবি বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে দেখা সম্ভব হচ্ছে।

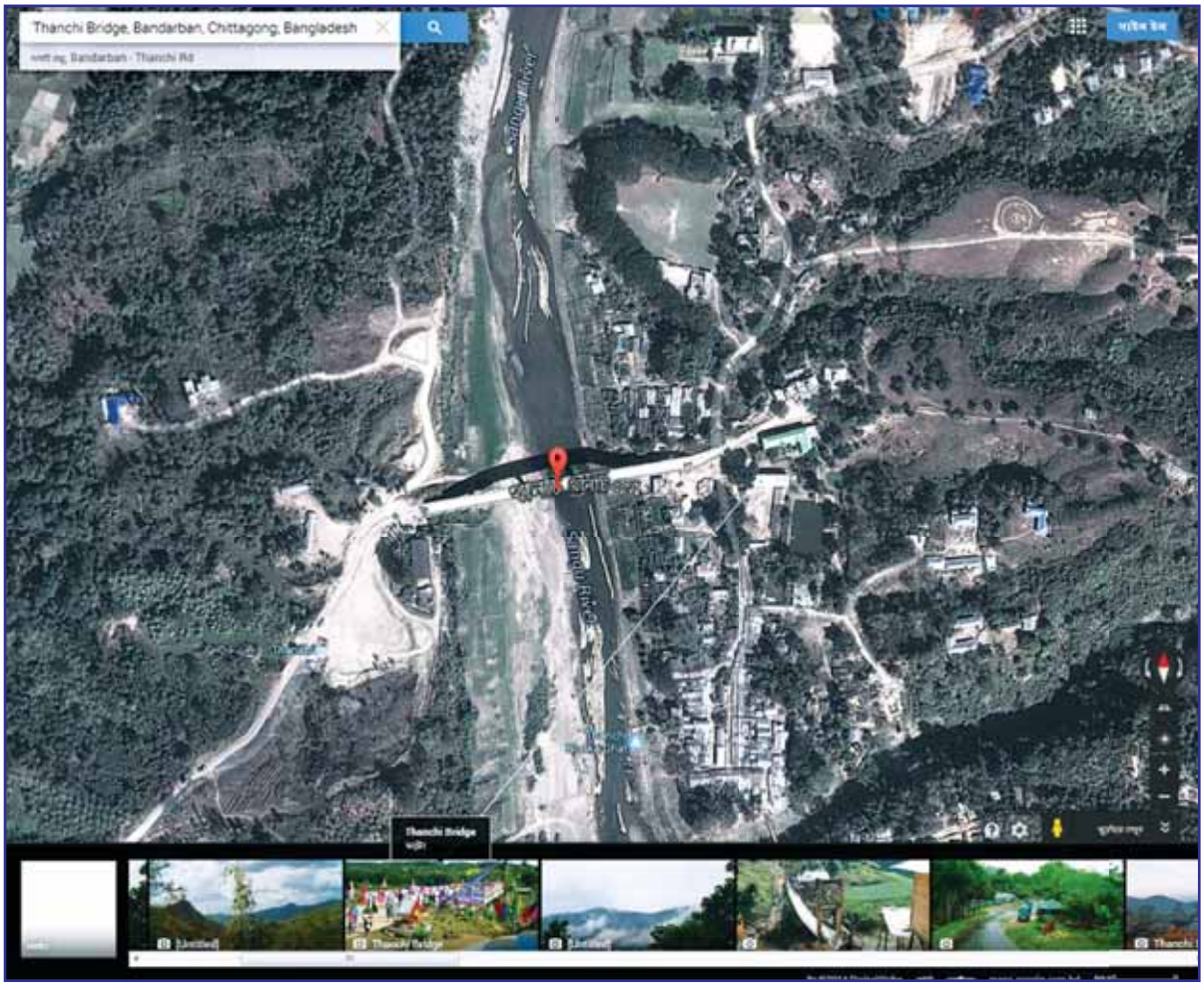

গুগল আর্থে থানচি সেতু

৯. ডেভেলপমেন্ট অব মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টারএ্যাক্টিভিটি

৯.১ অঙ্গীকার

- সব ধরণের গণপরিবহন সেবার তথ্যাদি ও টিকেট অনলাইনে প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি।

৯.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ওয়েব পোর্টাল প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় 'ডেভেলপমেন্ট অফ মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টার‍্যাক্টিভিটি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।
- ইতোমধ্যে খসড়া ওয়েব পোর্টাল (www.etransport.gov.bd) প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবহন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পোর্টালটির Trial and Error Checking কার্যক্রম চলছে। ওয়ার্কশপে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে পোর্টালটি চূড়ান্ত করে শীঘ্রই চালু করা হবে।

- এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একই ওয়েবপোর্টাল ব্যবহার করে সড়কপথ, আকাশপথ, নৌ-পথ এবং রেলপথে যাতায়াতকারী যানবাহনের রুট, ভাড়ার তালিকা, সময়সূচী, গন্তব্যস্থানের দুরত্ব, টিকেট বুকিং, টিকেট ক্রয় ইত্যাদি সেবা পাওয়া যাবে।

৯.৩ অর্জন

- একই ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে সকল ধরণের গণপরিবহনের তথ্যাদি ও টিকেট অনলাইনে পাওয়া যাবে।

ই-ফাইলিং

১০.১ অঙ্গীকার

- পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস স্থাপন।

১০.২ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রথম মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম (NESS) এর মাধ্যমে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সহসাই শুরু করতে যাচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

১০.৩ অর্জন

- সেবা প্রদান ও সিদ্ধান্ত প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুততর করা যাবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১. মোটরযানের রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট

১.১ অঙ্গীকার

- আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নাম্বারপ্লেট ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রচলিত হাতে লেখা নাম্বারপ্লেটের সকল অসুবিধা দূর করে সড়ক পরিবহন সেক্টরে সার্বিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রবর্তন করা হয়েছে।
- গ্রাহকদের হয়রানি লাঘবে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত হওয়ার পরপরই সংযোজনের সুনির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে গাড়ীর মালিককে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।
- এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হতে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭,২৬,৩৯২ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৩,৭৪,৪২৪ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩,৫৯,৮৫৩টি নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত ও ২,৭০,৬৮৩টি গাড়ীতে সংযোজন করা হয়েছে।

১.৩ অর্জন

- এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে।
- একই নাম্বারপ্লেট একাধিক গাড়িতে ব্যবহার ও ভূয়া নাম্বারপ্লেট ব্যবহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে।
- গাড়ী চুরি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, উদ্ধার প্রক্রিয়া এবং অপরাধে জড়িত গাড়ী সনাক্তকরণ সহজ হয়েছে।

২. মোটরযানের রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ

২.১ অঙ্গীকার

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যানবাহন ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়ন।

২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ সংযোজনের মাধ্যমে গাড়ীর অবস্থান ও গতিবিধি মনিটরিং করা যাচ্ছে।
- এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হতে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭,২৬,৩৯২ টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৩,৭৪,৪২৪ টি মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩,৫৯,৮৫৩টি আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত ও ২,৭০,৬৮৩টি গাড়ীতে সংযোজন করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

২.৩ অর্জন

- কন্ট্রোল স্টেশন থেকে আরএফআইডি ট্যাগ যুক্ত গাড়ির অবস্থান জানা যাচ্ছে।
- মোটরযানের রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে।
- মোটরযানের শ্রেণিভিত্তিক টোল আদায় করা যাবে
- গাড়ি চুরি প্রতিরোধ সহজ হচ্ছে।
- স্বয়ংক্রিয় এক্সেল লোড কন্ট্রোল পদ্ধতি ব্যবহারে সহায়ক হবে।

৩. মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

৩.১ অঙ্গীকার

- মালিকানাসহ মোটরযানের সকল তথ্য সম্বলিত সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন।

৩.২ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানের প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক) এর অসুবিধাসমূহ দুর করে মেশিন রিডেবল ও সহজে বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ শুরু হয়েছে।
- জুন ২০১৪ মাস হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের কার্যক্রম চলছে।

৩.৩ অর্জন

- এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সকল মোটরযানের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

৪. স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

৪.১ অঙ্গীকার

- অদক্ষ, অবৈধ ও লাইসেন্সবিহীন চালক দ্বারা মোটরযান চালানো বন্ধ করে সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাস।

৪.২ গৃহীত কার্যক্রম

- গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ হতে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সে লাইসেন্সধারীর বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি বায়োমেট্রিক্স (চার আঙুলের ছাপ, ডিজিটাল ছবি ও স্বাক্ষর) সংরক্ষিত থাকে।
- স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তনের পর ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৬,৯৬,৭২৭টি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ২,৫২,৪৩০টি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- পেশাদার ও অপেশাদার মোটরযান চালককে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৪.৩ অর্জন

- অদক্ষ, অবৈধ ও লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভিং এর প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়

৫.১ অঙ্গীকার

- মোটরযানের কর ও ফি আদায় পদ্ধতি সহজীকরণ এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৫.২ গৃহীত কার্যক্রম

- ডাক বিভাগের মাধ্যমে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায়ের বিড়ম্বনা ও দুর্নীতি রোধে ১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- বর্তমানে ৬টি ব্যাংক (ব্রাক, ইউসিবিএল, ইবিএল, সিটি, ট্রাস্ট ও এনআরবি ব্যাংক) এর ১৪৫টি শাখা/বুথের মাধ্যমে সারা দেশে অনলাইন পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে।
- এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ৩০ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩,০৪৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৯৫১.২৪ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।
- মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি পরিশোধ পদ্ধতি আরো সহজ করার নিমিত্ত গত ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ থেকে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে।
- পরিশোধিত ট্যাক্স ও ফি ওয়েবসাইটে (www.brta.cnsbd.com) যাচাই করা যায়।

৫.৩ অর্জন

- মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- জনগণের বিড়ম্বনা প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে।
- রাজস্ব আদায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. বিআরটিএ'র কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার

৬.১ অঙ্গীকার

- সড়কযান, সড়কযানের মালিক, গাড়ীচালক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি একত্রে নিরাপদে সংরক্ষণ।

৬.২ গৃহীত কার্যক্রম

- Korean International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৬.৩ অর্জন

- কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হলে এ ডাটাসেন্টার ব্যবহার করে সহজে সড়কযান, সড়কযানের মালিক, গাড়ীচালক ইত্যাদি সংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদান সহজ ও নিরাপদ হবে।

৭. ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

৭.১ অঙ্গীকার

- গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান।

৭.২ গৃহীত কার্যক্রম

- গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে অকার্যকর ৫টি (ঢাকার মিরপুরে ১টি, ঢাকার ইকুরিয়ায় ১টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- KOICA এর সহযোগিতায় ঢাকার মিরপুরে ১টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক টিপিপি গত ১২ জুন ২০১৩ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। মার্চ ২০১৫ মাসের মধ্যে উক্ত ভিআইসি চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- ঢাকাস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতার আলোকে অপর ৪টি ভিআইসি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭.৩ অর্জন

- ভিআইসিগুলো প্রতিস্থাপনের পর মোটরযান ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফিরে আসবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

১. ই-টিকেটিং সিস্টেম

১.১ অঙ্গীকার

- দুর্নীতি ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ এবং টিকেট বিক্রয়ের রেকর্ড সংরক্ষণে ই-টিকেটিং সিস্টেম প্রবর্তন।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- গত জুলাই ২০০৯ মাস থেকে বিআরটিসি বাস সার্ভিসের ৩টি রুটে ১৬ টি বাসে ১৮টি টিকিট কাউন্টারে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়।
- সিস্টেমের সফলতা ও উপকারিতা উপলব্ধি করে কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৩টি রুটের ৯৮টি বাসে ৫৮টি টিকিট কাউন্টারের মাধ্যমে ই-টিকেটিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ই-টিকেটিং সিস্টেমের আওতায় রুটের সংখ্যা আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.৩ অর্জন

- অর্থ আত্মসাতের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. স্মার্ট পাস (S-PASS) কার্ড

২.১ অঙ্গীকার

- যাত্রীসাধারণের বারংবার টিকেট সংগ্রহের ঝামেলা নিরসন।

২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রতিবার ভ্রমণের সময় যাত্রীসাধারণের টিকেট সংগ্রহ করতে হয়। এ ঝামেলা লাঘবে ও সময় সাশ্রয়ের নিমিত্ত এপ্রিল ২০১২ মাস থেকে ঢাকা মহানগরীর মিরপুর-মতিঝিল এবং আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে ১১৬টি সিটি বাসে ICT Reader device সহ Smart PASS (S-PASS) ফেয়ার কার্ড চালু করা হয়।
- প্রথমবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এসপাস (S-PASS) কার্ডটি সংগ্রহ করতে হয়, যাতে প্রাথমিক ব্যালেন্স থাকে। ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে ২টি রুটের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৭টি S-PASS Ticket Shop থেকে কার্ডটি রিচার্জ করে নেয়া যায়।

- এই কার্ড ব্যবহার করে ভ্রমণের ক্ষেত্রে একজন যাত্রীকে বাসে ওঠার সময় বাসে রক্ষিত ICT Reader device-এ কার্ড স্পর্শ করে বাসে উঠতে হয়। নির্দিষ্ট গন্তব্যে ভ্রমণের পর বাস থেকে নামার সময় পুনরায় কার্ডটি ICT Reader device এ স্পর্শ করাতে হয়। এতে ভ্রমণের ভাড়া যাত্রীর কার্ডে রিচার্জকৃত অর্থ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে রাখা হয়।
- ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে এসপাস (S-PASS) স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার শুরুর পর ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৩০,৩০৩ জন যাত্রী এসপাস (S-PASS) স্মার্ট কার্ড ক্রয় করে বিআরটিসি'র বাসে যাত্রী সেবা গ্রহণ করছেন।

২.৩ অর্জন

- কার্ডধারী যাত্রীকে প্রতিবার ভ্রমণের সময় টিকেট সংগ্রহ করতে হয় না।

S-PASS ফেয়ার কার্ড

৩. ডিজিটাল বিআরটিসি বাস

৩.১ অঙ্গীকার

- ভ্রমণকালীন সময়ে বাসে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান।

৩.২ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় ডিজিটাল বাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল এবং বালুঘাট-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র ১৫টি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হতে Wi-Fi Internet সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রতিটি বাসে কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রী ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ সার্ভিস আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩ অর্জন

- যাতায়াত সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে পারছেন।

Wi-Fi Internet সুবিধা সম্বলিত ডিজিটাল বাস

৪. ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম

৪.১ অঙ্গীকার

- লাইভ ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে যাত্রীসাধারণকে কাঙ্খিত বাসের অবস্থান জানানো।

৪.২ গৃহীত কার্যক্রম

- ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল এবং বালুঘাট-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র ১৫টি ডিজিটাল বাসে ভেহিকেল ট্র্যাকিং সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে। এতে বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ডিপো থেকে বাসের গতিবিধি অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে। যাত্রী সাধারণ ঘরে বসেই অনলাইনে নির্দিষ্ট স্টপেজে গাড়ীটি কখন পৌঁছবে সেই ধারণা পাচ্ছেন।
- পর্যায়ক্রমে সব বাসেই এ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

৪.৩ অর্জন

- একজন যাত্রী ও পরিচালনা কর্তৃপক্ষ খুব সহজেই বাসের অবস্থান জানতে পারছেন।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

১. ই-ক্লিয়ারিং হাউস

১.১ অঙ্গীকার

- একই কার্ডে সকল ধরণের গণপরিবহনে যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সকল ধরণের গণপরিবহনে একই ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিটিসিএ'তে মে, ২০১৪ মাস হতে ঢাকা মহানগর এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ই-কার্ড চালু ও Clearing House প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- Clearing House প্রতিষ্ঠার ফলে একই ই-কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন গণপরিবহণে যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারী বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে।

- ব্যবহার অনুযায়ী আয় বিভিন্ন গণপরিবহন পরিচালনাকারীদের মধ্যে ২৪ ঘন্টার ভিতর অনলাইনে বিতরণ হয়ে যাবে।
- ভবিষ্যতে এ কার্ড বহুমাত্রিক আর্থিক লেনদেনেও ব্যবহার করা যাবে।
- এ ই-কার্ডের নাম 'ঢাকা পাস' করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩ অর্জন

- যাতায়াত ও জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

১. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

১.১ অঙ্গীকার

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা।

১.২ গৃহীত কার্যক্রম

- Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য একটি তথ্য ভান্ডার। এ তথ্যভান্ডারে ১২ ধরণের মডিউল আছে। মডিউলগুলো হলো:

  (ক) সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS)
  (খ) অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ
  (গ) পারসোনাল ডাটাবেইজ
  (ঘ) রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMMS)
  (ঙ) ব্রিজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (BMMS)
  (চ) প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম
  (ছ) টেন্ডার ডাটাবেইজ
  (জ) সিডিউল অব রেটস
  (ঝ) কন্ট্রাক্টর ডাটাবেইজ
  (ঞ) ট্রেনিং ডাটাবেইজ
  (ট) ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ
  (ঠ) নেটওয়ার্ক সার্টিফিকেশন ডাটাবেইজ

- মডিউলগুলোর মধ্যে প্রধান মডিউল হলো Central Management System (CMS)। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে উন্নয়ন খাতের আর্থিক কর্মকান্ড মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এ সফটওয়্যারের এমন একটি সেফটিনেট রয়েছে যার মাধ্যমে বরাদ্দের অতিরিক্ত পেমেন্ট প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- File Transfer Protocol (FTP) সার্ভারের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস সংযুক্ত। FTP সার্ভার ব্যবহার করে তথ্য ও বৃহৎ আকারের ফাইল দ্রুত আন্তঃঅফিস আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

১.৩ অর্জন

- অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে।

২. ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP)

২.১ অঙ্গীকার

- সরকারী ক্রয়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমের অন্যতম ক্রয়কারী বা Procuring Entity হচ্ছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন অনলাইনে করা হচ্ছে।

- ২ জুন ২০১১ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ই-জিপির মাধ্যমে সর্বমোট ১৮৪৬ টি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করেছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ই-জিপি'র আওতায় ১৬৭৪টি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

২.৩ অর্জন

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল ক্রয়কার্য প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

৩.১ অঙ্গীকার

- অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজনের মালামাল বহনকারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ততা ও দুর্ঘটনা হ্রাস।

৩.২ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১২ গত ১ জুলাই ২০১২ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে।
- মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ ০৫টি স্থানে স্থায়ী এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন এবং ১১টি স্থানে পোর্টেবল ওয়ে স্কেল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
- Axle Load Control Station দিয়ে কোন গাড়ী অতিক্রম করার সময় ডিজিটাল ডিসপ্লেতে পণ্যসহ গাড়ীর ওজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হয়। গাড়ীর চালক ডিজিটাল ডিসপ্লেতে এবং Axle Load Control মেশিন পরিচালনাকারী মেশিনে তা দেখতে পায়। একই সাথে মেশিন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারিখ, সময় ও ওজন সম্বলিত একটি বিবরণী বের হয়ে আসে। মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১২ অনুযায়ী ওভার লোডেড মোটরযানসমূহকে ফেরত পাঠানো হয়। তবে অতিরিক্ত মালামাল নামিয়ে দিয়ে অনুমোদিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে এনে পুনরায় একই পদ্ধতিতে যানটি গন্তব্যে যেতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, Axle Load Control Station অতিক্রমকারী যানবাহনের ভিডিও চিত্রও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিন মাসের জন্য স্টেশনের আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকে।
- নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার নিমিত্ত এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করার জন্য ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.৩ অর্জন

- অতিরিক্ত ভারবাহী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ফলে মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ততা হ্রাস পাচ্ছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে।

৪. হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (HDM)

৪.১ অঙ্গীকার

- মহাসড়ক এর মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২ গৃহীত কার্যক্রম

- Management Information System (MIS) এর রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMMS) মডিউলের ডাটা বেইজের সাহায্যে Highway Development and Management Model (HDM-4) পদ্ধতিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ২১,৫৭১ কিলোমিটার জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক এর মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে তদনুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- HDM সার্ভে ভেহিক্যাল এর মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়।
- সেপ্টেম্বর ২০১৩ মাসে সম্পাদিত Highway Development and Management (HDM) সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৭৬.১০ শতাংশ, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৬৫.৪৪ শতাংশ ও জেলা মহাসড়ক ৪২.২৫ শতাংশ Fair to Good Condition এ রয়েছে।

৪.৩ অর্জন

- মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

৫. ডিজিটাল টোল প্লাজা

৫.১ অঙ্গীকার

- টোল সংগ্রহ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৫.২ গৃহীত কার্যক্রম

- বড় সেতুগুলোর টোল আদায় পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টোল আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- যানবাহন যখন Digital Toll Plaza অতিক্রম করে তখন সিসিটিভি টোল প্লাজা অতিক্রমকারী যানবাহনের ছবি ধারণ করে এবং ৩ মাসের জন্য সংরক্ষণ করে। একইসাথে টোল প্লাজার অপারেটর পূর্বে বিন্যাসকৃত যানবাহনের শ্রেণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাটনে চাপ দেয়। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল পরিশোধের ডিমান্ড রিসিপ্ট (Receipt) যানচালক পেয়ে থাকেন। তৎপ্রেক্ষিতে যানচালক টোল পরিশোধ করলে সবুজ বাতি জ্বলে উঠে এবং টোল বার উপরে উঠে যায়। তখন যানবাহন Digital Toll Plaza অতিক্রম করতে পারে। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সর্বোচ্চ ৩০ সেকেন্ড সময় লাগে। বাটন টিপে কোন ধরণের কারসাজি করা হয়েছে কিনা তা পরবর্তীতে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত ডাটাবেজ এবং সিসিটিভিতে ধারণকৃত ভিডিও পরীক্ষা করে যাচাই করা হয়।
- বর্তমানে ১১ টি সেতু এবং ৩ টি টোল মহাসড়কে ডিজিটাল পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি'র মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে Digital Toll Plaza তে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ (RFID Tag), টাচ এন্ড গো সিস্টেম ইত্যাদি সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মেঘনা গোমতী সেতু টোল প্লাজা

৫.৩ অর্জন

- টোল আদায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) ম্যাপিং

৬.১ অঙ্গীকার

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ভৌগলিক অবস্থান চিহ্নিতকরণ।

৬.২ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয়, আঞ্চলিক এবং জেলা মহাসড়কসমূহ জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) এর মাধ্যমে ম্যাপিং করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- প্রণীত এ ম্যাপ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬.৩ অর্জন

- মহাসড়কের অবস্থান সনাক্তকরণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়েছে।

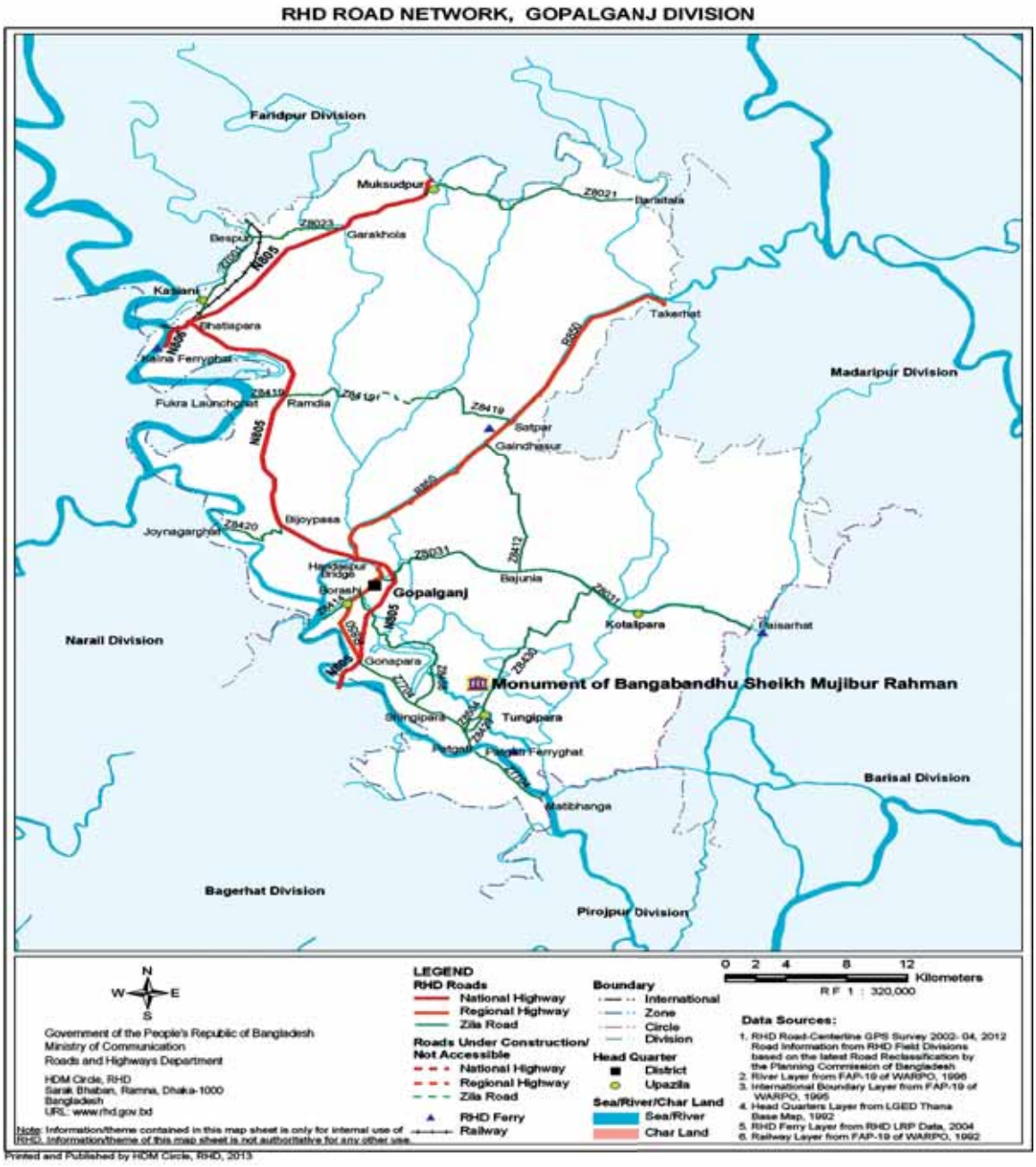

গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগের GIS ম্যাপ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং উত্তম চর্চা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

০১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ নিবিড় তদারকির জন্য ২৪টি মনিটরিং টিম কাজ করছে। মনিটরিং টিমসমূহ দায়িত্বপ্রাপ্ত স্ব স্ব এলাকার মহাসড়ক নেটওয়ার্কের কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করে নির্ধারিত ছকে সচিত্র প্রতিবেদন দাখিল করছে। টিমের সকল প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলোকন করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ছবিসহ কর্মকান্ডের অগ্রগতি আপলোড করেন। টিম তৎপ্রেক্ষিতে কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে পুনরায় মাঠ পর্যায়কে অবহিত করে। এতে অনলাইন মনিটরিং এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মহাসড়কের অবস্থা বর্তমানে পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় উন্নততর। বর্তমানে জনসাধারণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে মহাসড়ক ব্যবহার করে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন করতে পারছেন।

০২। কার্যবিধিমালা-১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এবং সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস ইত্যাদি অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথি ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তির চর্চাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে জনগণের হয়রানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে ও জনমনে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

০৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রতিমাসের নির্ধারিত দিনে মাসিক সভা, সমন্বয় সভা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। ফলে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাযথভাবে পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করা যায়। একইসাথে নতুন আলোচ্যসূচীর উপর গভীরভাবে আলোচনা করে বাস্তবায়নযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

০৪। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহের Performance Inspection করা হয়ে থাকে। এতে বিদ্যমান ত্রুটি ও অসুবিধাসমূহ দুরীভূত হয় ও কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

০৫। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণী বিন্যাস, যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই ও বিনষ্ট করায় অফিস ব্যবস্থাপনা ও কর্মপরিবেশ উন্নত হয়েছে।

০৬। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে বিষয় ভিত্তিক ১০টি Thematic Group রয়েছে। কোন নতুন বা জটিল বিষয়ে এ বিভাগের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট Thematic Group এ পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। Thematic Group গভীরভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে। প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নথি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এতে Thematic Group এর সদস্যদের বিশেষায়িত জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। Thematic Group এর সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

০৭। বিদেশ প্রশিক্ষণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের ডি-ব্রিফিং বাধ্যতামূলক। এ ডি-ব্রিফিং সেশনে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন এবং ডি-ব্রিফিংটি ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত হয়। এতে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ ইংরেজীতে সাবলিলভাবে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করছেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে সকলেই অবহিত হতে পারছেন এবং কর্মক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

০৮। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১৮টি ত্রি-পক্ষীয় অডিট টীম গঠন করা হয়েছে। টীম নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে ন্যুনতম একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা করে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করে যাচ্ছে। এতে দীর্ঘদিনের পেন্ডিং থাকা পেনশন কেসসমূহ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

০৯। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেনশন কেস নিষ্পত্তির অগ্রগতি প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় মনিটরিং করা হচ্ছে। এতে দ্রুততার সাথে পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

১০। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে Need Based প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য প্রতি মাসে প্রশিক্ষণ ও পুনঃ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী অফিস ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী হয়ে উঠছেন।

১১। নবযোগদানকারী কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের on-the-job training এর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়নও করা হয়। এতে নবনিযুক্ত কর্মচারীগণ চাকরি জীবনের শুরুতেই নিজ পেশা এবং দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছেন।

১২। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও নির্দিষ্ট সময়ে পদোন্নতি প্রদানের চর্চা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে চালু আছে। এতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পহা বৃদ্ধি পেয়েছে। অদক্ষ, অযোগ্য ও বিধিবহির্ভূত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থায় ব্যবহৃত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস ইত্যাদি প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। সকল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস ও এগুলোর সংশোধনী এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

১৪। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে সেবা জনগণের হাতের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫। সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তন এবং অবসর গ্রহণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদানের রীতি চালু করা হয়েছে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৬। আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে প্রতিবছর বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

১৭। দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহার করা হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্র, প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট এর সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে হার্ডকপি প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টেলিফোন করে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। সাথে সাথে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকেও ই-মেইলে গুরুত্বপূর্ণ পত্র, প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট ইত্যাদির সফট কপি প্রেরণে উৎসাহিত করা হয়। Local Area Network (LAN) এর Share Folder - এর মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ একে অপরের সাথে শেয়ার করে থাকেন।

১৮। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের একটি সনাতন সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। যেকোন স্থান থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটেও একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী আছে।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

১। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমের অন্যতম ক্রয়কারী বা Procuring Entity হচ্ছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন অনলাইনে করা হচ্ছে। এতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে যে বিশৃঙ্খলা ছিল তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত ও ঝামেলামুক্ত হয়।

৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ে ও ঢাকায় কর্মরত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে আলোচনা করে বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। এতে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। এতে সেবা জনগণের হাতের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। গ্রাহক সেবা প্রদানের জন্য বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ে হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্পডেস্কের সহায়তা নিয়ে সেবা প্রার্থীগণ প্রকৃত তথ্য জানতে পারেন। এতে দালালদের দৌরাত্ম বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

১। ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি) এর অধিক্ষেত্র, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বৃদ্ধি করে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) গঠন করা হয়েছে। এতে ডিটিসিএ'র সমন্বয় সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ডিটিসিএ এলাকায় পরিবহন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকতর সমন্বয় সাধন সম্ভব হচ্ছে।

২। গাড়ি চালকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিটিসিএ বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে দক্ষ গাড়িচালক সৃষ্টির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে দক্ষ গাড়িচালকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

১। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। নিবিড় মনিটরিং, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অপ্রয়োজনীয় খরচ হ্রাস, রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিআরটিসি'কে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪/ ০১ ফাল্গুন ১৪২০

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪-[illegible] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **'নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'** নিম্নরূপভাবে গঠন করেছে ঃ

(১) কমিটির গঠন ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য

(২) সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪. মহা-পুলিশ পরিদর্শক
৫. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
৬. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৯. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০. সচিব, সড়ক বিভাগ
১১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
১২. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি
১৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

সচিবের দপ্তর
অতিরিক্ত সচিব
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
একান্ত সচিব
ডাইরী নম্বর ঃ
তারিখ ঃ 17.02.14
স্বাক্ষর

(৩) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(i) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও এপুলির পার্শ্ব হতে হাট বাজার ও বাণিজ্যিক স্থাপনা অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ii) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রেজিস্ট্রেশনবিহীন অবৈধভাবে চলাচলরত নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক বা অনুরূপ যানবাহন চলাচল বন্ধকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(iii) প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন বিষয়।

(৪) সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ নূরুল করিম)
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোনঃ ৯৫১১০৩৬

উপপরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা [বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায়
প্রজ্ঞাপনটি অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশ করে ২০০ (দুইশত)
কপি জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হল]

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৬১১.০০৬.০১৯.১৪.৪৩

তারিখ ০১ ফাল্গুন, ১৪২০ / ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থ ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সিনিয়র সচিব/ মহা-পুলিশ পরিদর্শক/ সচিব/ সদস্য..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ পরিকল্পনা কমিশন/পুলিশ সদর দপ্তর।

৩। জনাব ----------

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য ।

৫। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব,.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ। মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।

৬। উপসচিব, আইসিটি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। (প্রজ্ঞাপনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)

৭। মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর একান্ত সচিব । মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

১৩/০২/২০১৪
(মোঃ জয়নাল আবেদীন)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫১১০৮১

২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
১.	জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক (১৬১০)	সচিব	১৬.১১.২০১১
২.	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (১৮৭৬)	অতিরিক্ত সচিব	০৬.০৫.২০১০
৩.	জনাব মোঃ মঈনুদ্দিন (২৩৫০)	অতিরিক্ত সচিব	১৩.১১.২০১১
৪.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির (২০৮৯)	যুগ্মসচিব	১৮.০৩.২০১৪
৫.	জনাব সফিকুল ইসলাম (৪৬৩০)	যুগ্মসচিব	০২.০৮.২০০৯
৬.	জনাব সাজ্জাদুল হাসান (৪৭১৩)	যুগ্মসচিব	২৪.০৪.২০১২
৭.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ (৪৭৯৫)	যুগ্মসচিব	১৩.১১.২০১২
৮.	জনাব এ কে এম বদরুল মজিদ (৪৮১১)	যুগ্মসচিব	০৩.০২.২০০৯
৯.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	যুগ্মসচিব	০৪.০৫.২০১১
১০.	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (৪৬৭৮)	যুগ্মসচিব (মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব)	১৫.০১.২০১২
১১.	জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমিন (৪৭৩৬)	যুগ্মসচিব	০৩.০৪.২০০৭
১২.	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (৪৭৮৩)	যুগ্মসচিব	০৫.০৮.২০১২
১৩.	আলম আরা বেগম (৪৮৯৩)	যুগ্মসচিব	২৮.০৪.২০১৩
১৪.	খন্দকার ফাতেমা বেগম (৪৯০৫)	যুগ্মসচিব	০২.০৬.২০০৮
১৫.	বেগম যাহিদা খানম (৪৯৫২)	যুগ্মসচিব	২৬.০৯.২০১২
১৬.	বেগম রওশন আরা বেগম (৫০০২)	যুগ্মসচিব	০৪.০২.২০০৯
১৭.	জনাব মোঃ আবদুর রৌফ খান (৫২৪৮)	যুগ্মসচিব	২৮.০২.২০১২
১৮.	মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম (০০৭৯)	যুগ্মপ্রধান	২৭.০৫.২০০৮
১৯.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম (০১০৭)	যুগ্মপ্রধান	০৭.০১.২০১৪

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
২০.	জনাব মোঃ সামছুল করিম ভূঁইয়া (০১৩১)	যুগ্মপ্রধান	০৪.০৫.২০১৪
২১.	জনাব চন্দন কুমার দে (৫৪৯২)	উপসচিব	২৮.১২.২০১০
২২.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৪২৩৩)	উপসচিব	১৭.০২.২০০৯
২৩.	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার (৫৫১২)	উপসচিব	২৯.০১.২০১৪
২৪.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান (৫৫৯৮)	উপসচিব	২০.০৬.২০০৬
২৫.	জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (৫৭৯০)	উপসচিব	০৫.০৮.২০১২
২৬.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান (৫৯৭০)	উপসচিব	১৯.০৯.২০১৩
২৭.	জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (৬০৭৬)	উপসচিব	১৯.০৯.২০১৩
২৮.	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল (৭৬২২)	উপসচিব	০৫.০৫.২০১৪
২৯.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (০১৮৩)	উপপ্রধান	০৬.০৫.২০১৩
৩০.	জনাব মোঃ ইসহাক (০৬০০২)	উপপ্রধান	১২.০৪.২০১২
৩১.	জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল মোল্লা (০০৪০৫)	উপপ্রধান	১৫.০৪.২০১৪
৩২.	জনাব মো. আবু নাছের	সিনিয়র তথ্য অফিসার	০৯.০৮.২০১০
৩৩.	বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদা (৬৩৪০)	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৯.০৩.২০১১
৩৪.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আবেদীন (৬৬২৯)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৯.০১.২০১৪
৩৫.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম (৬৭১৯)	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৩.০২.২০১১
৩৬.	বেগম জিন্নাত রেহানা (৬৮১৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব	৩০.০১.২০১২
৩৭.	জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী (৬৮৭১)	সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	২৬.০৯.২০১৩
৩৮.	জনাব মুহাম্মদ ইউছুফ (১৫২৫৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১.১২.২০১১
৩৯.	জনাব শাহ আলম মুকুল (১৫২৭৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৩.০৯.২০১২
৪০.	জনাব মোঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী (১৫৪৯৩)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৮.১১.২০১২

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
৪১.	জনাব এস, এম, সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০.১০.২০১১
৪২.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬.০১.২০১২
৪৩.	বেগম আলিফ রুদাবা (০৩১০)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২৮.০৫.২০১৩
৪৪.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (০৩২১)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০২.১২.২০০৯
৪৫.	জনাব কাজী আব্দুলাহ আল মামুন	প্রোগ্রামার	২৯.০৯.২০১১
৪৬.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬.১০.২০১১
৪৭.	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান (৬০২১৬৫)	সহকারী প্রধান	১৪.১২.২০০৮
৪৮.	বেগম মাহফুজা আক্তার (৬০২২৭৯)	সহকারী প্রধান	০২.০৬.২০১৪
৪৯.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সহকারী সচিব	০৯.০৪.২০১৩
৫০.	জনাব মোহা. লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সহকারী সচিব	১৫.০৪.২০১৩
৫১.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১২.২০১০
৫২.	নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.০৬.২০১১
৫৩.	সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১.১১.২০১২
৫৪.	জনাব মোহাম্মদ আবু ছাবের	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০৯.০৬.২০১১

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর তার আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের বিপুল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে। এতে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নততর হচ্ছে। ফলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন সহজতর হয়েছে। মহাসড়ক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে ঘরমুখো মানুষ স্বাচ্ছন্দে ও প্রায় যানজটমুক্ত অবস্থায় গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারছেন। সওজ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট প্রায় ২১,৫৭১ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,৩২৩ কিলোমিটার এবং জেলা মহাসড়ক ১৩,৬৭৮ কিলোমিটার। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭ টি সেতু এবং ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে। অধিকন্তু ৪৯টি ফেরী ঘাটে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৩৫টি ফেরী যানবাহন পারাপার করছে। সওজ অধিদপ্তর ১০টি জোন, ২১টি সার্কেল এবং ৬৫টি বিভাগের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক জিওবি অর্থায়নে ১৩৩টি, বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট ১২টি মোট ১৪৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি খাতে ২,৯৯১.৩৮ কোটি টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ৪৭৩.৬৬ কোটি টাকা মোট ৩,৪৬৫.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এ অর্থবছরে মোট ৩,৪৫৪.০৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৯.৬৮%, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৯৯.৬২%। খাতওয়ারী বিভাজনে দেখা যায়, জিওবি বরাদ্দের ২,৯৮৮.৯০ কোটি টাকা (৯৯.৯২%) এবং বৈদেশিক সহায়তার ৪৬৫.১৬ কোটি টাকা (৯৮.২১%) ব্যয় হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ১৪৫টি। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কাজ সম্পন্ন হয়েছেঃ

- ২২০.৭৪ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ৬৬৪.৫৩ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং
- ২৭২.৩১ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ
- ১৭৩.০৬ কিলোমিটার সড়ক মজবুতিকরণ
- ৮,৩৯৯.৫১ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ
- ১,১৬০.৪২ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২৪টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এ অর্থবছরে ১৯টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ক. মহাসড়ক প্রকল্প

১. বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়ক উন্নয়ন
২. আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়ক উন্নয়ন
৩. কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন মহাসড়ক উন্নয়ন (কিশোরগঞ্জ চামড়াঘাট অংশ)
৪. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল জোন)
৫. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী জোন)
৬. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

৭. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা জোন)

৮. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

৯. গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন (গোপালগঞ্জ বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়কসহ)

১০. মোকামতলা (বগুড়া-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক)-সোনাতলা-হরিখালী-হাটশেরপুর-সারিয়াকান্দি মহাসড়ক উন্নয়ন

১১. মাদারীপুর-আগৈলঝড়া মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

১২. পাঁচ্চর-শিবচর-মাদারীপুর মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

১৩. মাগুরা জেলাধীন মাগুড়া-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর ৭২০) পুনর্বাসন

১৪. নজিপুর-ধামুরহাট-জয়পুরহাট মহাসড়ক উন্নয়ন

১৫. নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১৬. মাগুরা-মোহাম্মদপুর-কালিশঙ্কর-নোহাটা-লোহাগড়া মহাসড়ক উন্নয়ন (মাগুরা অংশ)

১৭. শেখপাড়া-শৈলকুপা-লাঙ্গলবন্দ মহাসড়ক উন্নয়ন

১৮. পাবনা-পাকশী রুপপুর মোড় পর্যন্ত) ইপিজেড সংযোগ মহাসড়ক উন্নয়ন

১৯. মানিকদী-সিগনাল গেট -আইএসএসবি মহাসড়ক নির্মাণ

খ. সেতু প্রকল্প

১. বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে দপদপিয়া সেতু নির্মাণ

২. ত্রিশাল-নান্দাইল-তাড়াইল মহাসড়কে ১৩তম কিলোমিটারে এ ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর বালিপাড়া সেতু নির্মাণ

৩. চট্রগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কালীন্দিরানী মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে শীলক নদীর উপর রাজারহাট সেতু নির্মাণ

৪. বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কে ৫টি সেতু নির্মাণ

গ. ড্রপড্ প্রকল্প

১. গাবতলী-সোয়ারীঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন

নতুন প্রকল্প

ক. মহাসড়ক

১. কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন

২. পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

৩. শহীদ মনসুর আলী (পিপুলবাড়ীয়া-সোনামুখী-ধুনট) মহাসড়ক উন্নয়ন

৪. দোহার-কাটাখালী-নিকড়া-গালিবপুর-টিকরপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

৫. বৃহত্তম ময়মনসিংহ জেলার ২টি মহাসড়ক নির্মাণ

৬. মানিকদি বাজার-সিগন্যালগেট-আইএসএসবি মহাসড়ক উন্নয়ন

৭. ভৈরব-মেন্দিপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

৮. লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন

৯. নওগাঁ-বদলগাছী-পত্নীতলা মহাসড়ক উন্নয়ন এবং মহাদেবপুর ও বদলগাছী ব্রীজ নির্মাণ

১০. নগড়ঘাটা (দিঘলিয়া)-আড়ুয়া-গাজীরটেক-তেরখাদা মহাসড়ক পূনর্বাসন ও রক্ষাপ্রদ কাজ

১১. দৌলতগঞ্জ (লাকসাম)-নাঙ্গলকোট-কোদালিয়া-ঢালূয়া-চিওড়া বাজার মহাসড়ক উন্নয়ন

খ. সেতু

১. মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণ
২. পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ
৩. রাজাপুর-কাঠালিয়- -আমুয়া -পাথরঘাটা মহাসড়কে আমুয়া সেতু নির্মাণ
৪. বকশীগঞ্জ-দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ

গ. ফ্লাইওভার/ওভারপাস

১. কুমিল্লা শহরের শাসনগাছায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ
২. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মৌড়াইলে রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ
৩. ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ

ঘ. টিএ প্রকল্প

১. Institutional Strengthening of Roads and Highways Department

উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পভুক্ত মহাসড়কটি বরিশাল জেলার গৌরনদী হতে শুরু হয়ে আগৈলঝাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা সদর দিয়ে গোপালগঞ্জ জেলা শহরে মিলিত হয়েছে। মহাসড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৮.০৮ কিলোমিটার। তন্মধ্যে বরিশাল জেলাধীন অংশের দৈর্ঘ্য ১৭.৮০ কিলোমিটার ও গোপালগঞ্জ জেলাধীন অংশের দৈর্ঘ্য ৩০.২৮ কিলোমিটার। ১৩৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় ২৫.৪৩ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ, ৪৭.১৮ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, মজবুতীকরণ ও ডিবিএস কাজ, ৯টি সেতু যার মোট দৈর্ঘ্য ৪৬৬.৫৯ মিটার, ১২টি আরসিসি বক্স কালভার্ট, ২টি আন্ডারপাস এবং ৬টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে বরিশাল জেলার সাথে গোপালগঞ্জ জেলার সড়ক পথের দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। মহাসড়কটি বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জেলার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে।

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন (কিশোরগঞ্জ-চামড়াঘাট অংশ) মহাসড়ক উন্নয়ন

প্রকল্পভুক্ত কিশোরগঞ্জ-চামড়াঘাট মহাসড়কটি একটি জনগুরুত্বপূর্ণ জেলা মহাসড়ক। সড়কাংশটি উন্নয়নের ফলে হাওড় বেষ্টিত ইটনা ও মিঠামইন উপজেলার সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। মোট ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের জন্য ৬.৮০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ, ৭.১৮ কিলোমিটার বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতীকরণ, ১৮.৫৭ কিলোমিটার সার্ফেসিং (ওভারলে), ১৯.১২ কিলোমিটার হার্ড সোল্ডার, ৬৩.৩৯ মিটার আরসিসি সেতু এবং ২০.৫ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। করিমগঞ্জ উপজেলাধীন চামড়াঘাট একটি প্রসিদ্ধ নৌ-বন্দর হওয়ায় এ মহাসড়ক উন্নয়নের ফলে পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত সহজতর হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট -মিঠামইন (কিশোরগঞ্জ-চামড়াঘাট অংশ) মহাসড়ক

আরিচা - ঘিওর - দৌলতপুর - টাংগাইল মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১২৬.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের ৭৯তম কিলোমিটারস্থ বরঙ্গাইল থেকে টাংগাইল পুরাতন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ৫৩.২৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ আঞ্চলিক মহাসড়কটি ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪৩১.৪৫ মিটার (১০টি) কনক্রিট সেতু নির্মাণ, ৯৪.৫০ মিটার (১১টি) কালভার্ট নির্মাণ, ৩২.৫০ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পুনর্নির্মাণ, ৮.৯০ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল নতুন, ৫২.৫০ কিলোমিটার সার্ফেসিং এর কাজ এবং ৫২.৫০ কিলোমিটার হার্ড সোল্ডার এর কাজ করা হয়েছে। মহাসড়কটির উন্নয়ন হওয়ায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ও দৌলতপুর, টাংগাইল জেলার নাগরপুর ও দেলদুয়ার এবং সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার জনসাধারনের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে। উপরন্তু এ আঞ্চলিক মহাসড়কটি ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক এবং ঢাকা-রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ককে সংযুক্ত করেছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে এ আঞ্চলিক মহাসড়কটি বিকল্প সড়ক হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে।

আরিচা-ঘিওর দৌলতপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জেলা মহাসড়কসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে জোনভিত্তিক ৮টি মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। তম্মধ্যে ঢাকা জোন মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৪.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৩৯.২৬ কিলোমিটার, কুমিল্লা জোন মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮০.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২৩.৫২ কিলোমিটার, বরিশাল জোন মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮৮.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৫৭.৮০ কিলোমিটার, রাজশাহী জোন মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৬৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১২.৩৪ কিলোমিটার এবং খুলনা জোন মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৫৮.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৯৮.১৫ কিলোমিটার মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অবশিষ্ট ৩টি প্রকল্প গত অর্থবছরে সমাপ্ত করা হয়েছিল।

বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কে ৫টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প

বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কে ৫টি পুরাতন ও সরু বেইলী সেতু থাকায় যান চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে তদস্থলে ২১.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪৩.২৫ মিটার দীর্ঘ ৫টি কনক্রিট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুগুলো নির্মাণের ফলে এ মহাসড়কে যাতায়াত নির্বিঘ্ন হয়েছে।

বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কে ৫টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গরুমারা সেতু

বালিপাড়া সেতু নির্মাণ

ত্রিশাল-নান্দাইল-তাড়াইল মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটারে বালিপাড়া নামক স্থানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৪৭৭ মিটার দীর্ঘ বালিপাড়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটির নির্মাণ ব্যয় ৩৬.৮০ কোটি টাকা। জুন ২০০৯ মাসে সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং জুন ২০১৪ মাসে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। সেতুটির দু'পার্শ্বে মোট ১.৬০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়। সেতুটি ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইল উপজেলাকে ত্রিশাল উপজেলা ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সাথে সড়ক পথে সরাসরি যুক্ত করেছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলাগুলোর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধণ হয়েছে। এছাড়া উক্ত এলাকার প্রচুর কৃষিপণ্য, যেমন-ধান, পাট, সবজি এবং নির্মাণ সামগ্রী যেমন-ইট, বালি খুব সহজেই দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক পথে পরিবহন সম্ভব হয়েছে।

বালিপাড়া সেতু

অনুন্নয়ন (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খাত

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মহাসড়ক, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১,২৩৯.৬৪ কোটি টাকা। উল্লিখিত অর্থ নিম্নোক্ত উপখাতে বণ্টন করা হয়েছেঃ

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি সড়ক)	৬০৯.৭৪
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি সেতু)	১০০.০০
৪৯৩৬	জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স মহাসড়ক ও সেতু	৪০৬.৯০
৪৯৩৬	রুটিন মেইনটেন্যান্স	৫৩.০০
মোট		**১২৩৯.৬৪**

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এ খাতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের চেয়ে ১০৪.০৩ কোটি টাকা বেশী বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সারাদেশে নিম্নোক্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছেঃ

- ২০৭.১৯ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনর্বাসন (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ৩৩০.৯০ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট
- ৮১৭.৭২ কিলোমিটার ওভারলে
- ৪৬৮.৩৩ কিলোমিটার ডিবিএসটি
- ১৪৫৬.৯৩ কিলোমিটার সীলকোট
- ১৯টি সেতু (৪৫২.০০ মিটার) ও ১৩৯টি কালভার্ট (৬৭০ মিটার) পুনঃনির্মাণ

সওজ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করায় জনসাধারণের যাতায়াত পূর্বের চেয়ে নির্বিঘ্ন হয়েছে।

ঝুলগাও-ঝিনাইগাতি-সন্ধ্যাকুরা মহাসড়কের চলমান ওভারলে এর কাজ

বগুড়া-রংপুর জাতীয় মহাসড়কের চলমান ডিবিএসটি কাজ

ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-পটুয়াখালী মহাসড়কের ৯৬তম কিলোমিটারে রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় নির্মিত কামালদি সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নোক্ত স্থাপনাসমূহ উদ্বোধন করেনঃ

ক্রম	স্থাপনার নাম	নদী/স্থানের নাম	মহাসড়কের নাম	দৈর্ঘ্য	উদ্বোধনের তারিখ
১.	ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু	করতোয়া নদী	সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ)- পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটার	৩০৩.৩২ মিটার	৩১ জুলাই ২০১৩
২.	চৌফলদন্ডী সেতু	চৌফলদন্ডী চ্যানেল	খুরু স্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও সড়কের ৯ম কিলোমিটার	৩৪৭.৪৬ মিটার	০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৩.	পাবনা শহর মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান নির্মাণ	পাবনা	পাবনা শহর হতে গাছপাড়া পর্যন্ত	৭.৫২৯ কিলোমিটার	০২ অক্টোবর ২০১৩
৪.	এলাসিন সেতু	ধলেশ্বরী নদী	আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ৩৮তম কিলোমিটার	৫১৫ মিটার	১০ অক্টোবর ২০১৩
৫.	সানন্দবাড়ী সেতু	জিঞ্জিরাম নদী	বকশীগঞ্জ-সানন্দবাড়ী-চররাজিবপুর মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটার	২৯৮.৮৮ মিটার	১০ অক্টোবর ২০১৩
৬.	নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	মানিকগঞ্জ গাজীপুর	নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক	১৬ কিলোমিটার	৩১ অক্টোবর ২০১৩
৭.	চন্দনী সেতু	হড়াই নদী	রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ১৮তম কিলোমিটার	৩৬.৬০ মিটার	০২ নভেম্বর ২০১৩
৮.	খানখানাপুর সেতু	খানখানাপুর খাল	দৌলতপুর হতে মংলা (দিগরাজ) পর্যন্ত সংযোগকারী মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটার	৩৬.৬০ মিটার	০২ নভেম্বর ২০১৩
৯.	পাহাড়পুর সেতু	তুলসীগঙ্গা নদী	নওগাঁ-বদলগাছী-পত্নীতলা-সাপাহার -পোরশা-রহনপুর মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটার	৩১.৮৪ মিটার	০৫ নভেম্বর ২০১৩
১০.	সাবইহাট হতে চৌমাসিয়া মহাসড়ক উন্নয়ন	নওগাঁ	রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া মহাসড়ক	৩৫.৭৩ কিলোমিটার	০৫ নভেম্বর ২০১৩
১১.	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া পয়সার হাট-কোটালীপাড়া-গাপালগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন	গোপালগঞ্জ বরিশাল	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক	৪৭.৮৩ কিলোমিটার	১২ নভেম্বর ২০১৩
১২.	২য় পয়সারহাট সেতু	পয়সারহাট খাল	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের ১৮তম কিলোমিটার	১১১.৩২ মিটার	১২ নভেম্বর ২০১৩
১৩.	মীর সাখাওয়াত আলী দারু সেতু	বলেশ্বর নদী	নাজিরপুর-কচুয়া মহাসড়কের ৭ম কিলোমিটার	১১১.৯০ মিটার	২১ নভেম্বর ২০১৩
১৪.	ঝমঝমিয়া সেতু	ঝমঝমিয়া নদী	কুমিল্লা-লালমাই -চাঁদপুর-বেগমগঞ্জ মহাসড়কের ৫৭তম কিলোমিটার	৪৮ মিটার	২১ নভেম্বর ২০১৩
১৫.	ফরিদগঞ্জ সেতু	ডাকাতিয়া নদী	কুমিল্লা-লালমাই -চাঁদপুর-বেগমগঞ্জ মহাসড়কের ৮১তম কিলোমিটার	১০২ মিটার	২১ নভেম্বর ২০১৩
১৬.	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়ক উন্নয়ন	সাতক্ষীরা	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়ক	৪.৫০ কিলোমিটার	২০ জানুয়ারি ২০১৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের বিবরণ

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু

সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে কাঁচদহঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতুর নির্মাণ কাজ জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছে। সেতুর নির্মাণ ব্যয় ২২.৬৩ কোটি টাকা। সেতুটি নির্মাণের ফলে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা এবং দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর এবং দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলা ও হিলি স্থলবন্দরের মধ্যেও যাতায়াত সহজতর হয়েছে। সেতুটি এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক উন্নয়নে অপরিমেয় অবদান রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু উদ্বোধন করেন

চৌফলদন্ডী সেতু

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভূক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার খুরু স্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে চৌফলদন্ডী চ্যানেলের উপর ১৭.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪৭.৪৬ মিটার দীর্ঘ মূল সেতু এবং ৩৪০ মিটার দীর্ঘ এ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাথে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সড়ক সংযোগ সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ চৌফলদন্ডী সেতুর উদ্বোধন করেন

পাবনা শহরস্থ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান নির্মাণ

২০.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাবনা শহরের বাস টার্মিনাল হতে গাছপাড়া পর্যন্ত ৭.৫২৯ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও ৩.৫০ কিলোমিটার মিডিয়ান নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে সড়কটি ক্ষেত্রবিশেষে ১২.৫০ থেকে ১৫.০০ মিটার পর্যন্ত প্রশস্তকরণ এবং মিডিয়ান, গোলচত্বর ও ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে যানজট হ্রাস পেয়েছে এবং নিরাপদ যানবাহন চলাচল নিশ্চিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ পাবনা শহরস্থ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান উদ্বোধন করেন।

এলাসিন সেতু

আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ৩৮তম কিলোমিটারে এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ এলাসিন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর ও ঘিওর উপজেলার মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের সাথে সংক্ষিপ্ত ও বিকল্প সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এতে টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজে রাজধানী ঢাকায় বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ এলাসিন সেতু উদ্বোধন করেন।

টাঙ্গাইল-এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর সেতু

সানন্দবাড়ী সেতু

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বকশীগঞ্জ-সানন্দবাড়ী-চররাজিবপুর মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে জিঞ্জিরাম নদীর উপর সানন্দবাড়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ২৯৮.৮৮ মিটার ও প্রস্থ ৭.৬ মিটার। সেতুটির এপ্রোচের দৈর্ঘ্য ৬২৫ মিটার। সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৪.৭১ কোটি টাকা। সেতুটি নির্মাণের ফলে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলা এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলা থেকে ঢাকায় যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজতর হয়েছে।

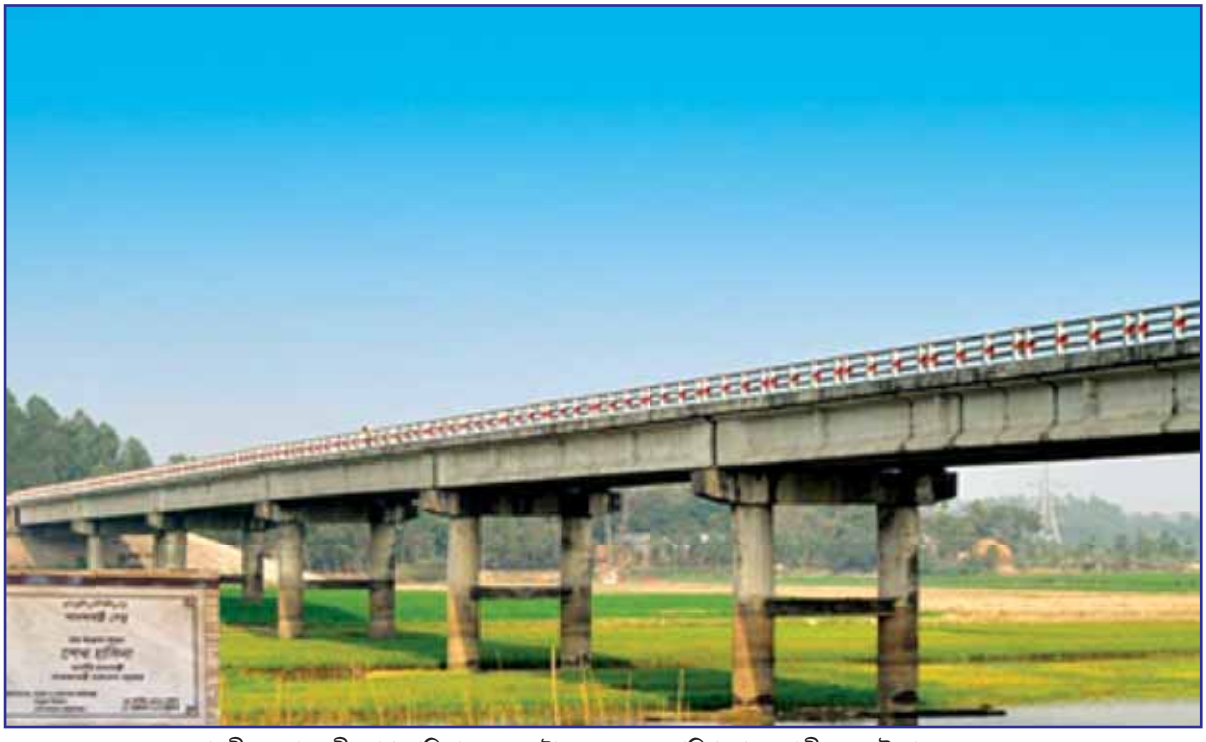

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ সানন্দবাড়ী সেতু উদ্বোধন করেন।

নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের নবীনগর পয়েন্ট হতে ডিইপিজেড হয়ে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুর জেলার চন্দ্রা পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ১৩০.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২-লেন হতে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। রাজধানী হতে উত্তরাঞ্চল ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাগামী যানবাহনের সংখ্যার তুলনায় মহাসড়কটি অপ্রশস্ত থাকায় যানজট নিরসনে মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত ও নবীনগর ইন্টারসেকশনটি ১০-লেন বিশিষ্ট করা হয়েছে। এতে রাজধানী ঢাকা হতে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে উত্তরাঞ্চল ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাগামী যানবাহনের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। এছাড়া ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখের যানজটও কমেছে।

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক। মহাসড়কটি প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল। এ প্রেক্ষাপটে ২১৭.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটি ৩.৬৬ মিটার হতে ৭.৯০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে। মহাসড়কটি ভাঙ্গা (ফরিদপুর)-ভাটিয়াপাড়া-গোপালগঞ্জ-মোল্লারহাট মহাসড়ক এবং ভাঙ্গা (ফরিদপুর)-রাজৈর-গৌরনদী-বরিশাল মহাসড়ককে সংযুক্ত করেছে। মহাসড়কটি উন্নয়নের ফলে মাদারীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মহাসড়কটি উদ্বোধন করেন।

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক

২য় পয়সারহাট সেতু

গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের ১৮তম কিলোমিটারে পয়সারহাট খালের উপর ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১১.৩২ মিটার দীর্ঘ ২য় পয়সারহাট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে গোপালগঞ্জের সাথে বরিশাল, খুলনা ও মংলা বন্দরের সংক্ষিপ্ত সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এতে এ অঞ্চলের সাথে সারা দেশের সরাসরি ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের উৎপাদিত কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী সারা দেশে বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ ২য় পয়সারহাট সেতু উদ্বোধন করেন

মীর সাখাওয়াত আলী দারু সেতু

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বলেশ্বর নদীর উপর ১১১.৯০ মিটার দীর্ঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত মীর সাখাওয়াত আলী দারু সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে বাগেরহাটের সাথে কচুয়া উপজেলা ও পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং দুরত্ব কমে এসেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৩ নভেম্বর ২০১৩ মীর সাখাওয়াত আলী দারু সেতু উদ্বোধন করেন।

ঝমঝমিয়া ও ফরিদগঞ্জ সেতু

ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর-বেগমগঞ্জ মহাসড়কের ৫৭তম কিলোমিটারে ঝমঝমিয়া সেতু ও ৮১তম কিলোমিটারে ফরিদগঞ্জ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতু দু'টি শুভ উদ্বোধন করেন। ঝমঝমিয়া সেতুর দৈর্ঘ্য ৪৮ মিটার ও ফরিদগঞ্জ সেতুর দৈর্ঘ্য ১০২ মিটার। সেতু দু'টি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে মোট ২৪.৯৪ কোটি টাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঝমঝমিয়া সেতু উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফরিদগঞ্জ সেতু উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনাসমূহ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নোক্ত স্থাপনাসমূহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেনঃ

ক্রম	স্থাপনার নাম	মহাসড়কের নাম	দৈর্ঘ্য	উদ্বোধনের তারিখ
১.	বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ	বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে ধুমালীপাড়া, ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে বটতলী, ৮ম কিলোমিটারে কামালের বাতি ও ৯ম কিলোমিটারে দশআনী	মোট ৪৫৬.৮৬ মিটার	১০ অক্টোবর ২০১৩
২.	শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন	শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ মহাসড়ক	২৬.৫২ কিলোমিটার	১০ অক্টোবর ২০১৩
৩.	সীমান্ত মহাসড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়া কামালপুর অংশ) নির্মাণ	সীমান্ত মহাসড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর অংশ)	৫০ কিলোমিটার	১০ অক্টোবর ২০১৩
৪.	৪-লেন বিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ১০ম, ২৫তম ও ৩৭ তম কিলোমিটার	কাঁচপুর- ৩৯৬.৫ মিটার মেঘনা- ৯৩০.০ মিটার গোমতি- ১৪১০.০ মিটার	৩১ অক্টোবর ২০১৩
৫.	Bus Rapid Transit (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)	গাজীপুর- এয়ারপোর্ট মহাসড়কাংশ	২০ কিলোমিটার	৩১ অক্টোবর ২০১৩
৬.	ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কাংশ	৭০ কিলোমিটার	৩১ অক্টোবর ২০১৩
৭.	সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ	সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী মহাসড়ক	৫২.১৫ কিলোমিটার	১৩ নভেম্বর ২০১৩
৮.	মানিকখালী সেতু নির্মাণসহ আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়কাংশ	সেতুর দৈর্ঘ্য-৩০৪ মিটার মহাসড়ক- ১১.৩৫৫ কিলোমিটার	২০ জানুয়ারি ২০১৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত উলেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের বিবরণ

বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও- দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার সাথে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সংযোগ স্থাপনকারী বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে ধুমালীপাড়া, ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে বটতলী, ৮ম কিলোমিটারে কামালের বাতি ও ৯ম কিলোমিটারে দশআনী নামক স্থানে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে ৫২.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি সেতু নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মিতব্য সেতু চারটির মোট দৈর্ঘ্য হবে ৪৫৬.৮৬ মিটার ও প্রত্যেকটির প্রশস্ততা হবে ৭.৬০ মিটার। উভয় প্রান্তের এপ্রোচ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য হবে ২১০০ মিটার। এ সকল স্থানে নদী ও খাল থাকায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছে। সেতু ৪টি নির্মিত হলে বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এতে দুই উপজেলার মধ্যে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ২১.০০ কিলোমিটার দূরত্ব হ্রাস পাবে।

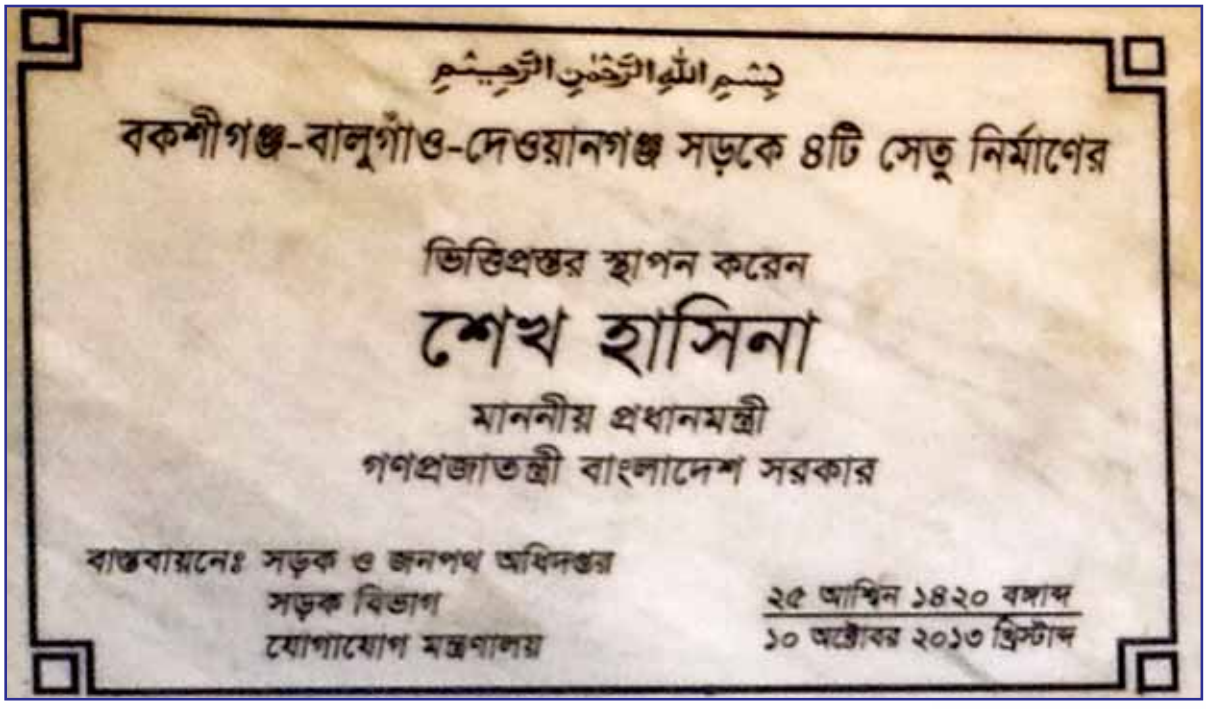

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও- দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন।

শেরপুর - শ্রীবর্দী- বকশীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন

জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে ৩৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণ ও ৭টি নতুন সেতু/কালভার্ট পুনঃনির্মাণ করা হবে। এ মহাসড়কের উন্নয়নের ফলে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দরের সাথে শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার যোগাযোগ সহজ ও নির্বিঘ্ন হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন ।

সীমান্ত মহাসড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর অংশ) নির্মাণ

জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে ১০৭.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জ হতে জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ২১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়কের শেরপুর ও জামালপুর জেলার ৫০ কিলোমিটার অংশ নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হবে। মহাসড়কটির বিভিন্ন স্থানে ব্রীজ/কালভার্ট না থাকায় এবং কিছু অংশ কাঁচা হওয়ায় সারা বছর মহাসড়কটি যান চলাচল উপযোগী থাকে না। সীমান্ত সংলগ্ন জনপদের সার্বিক উন্নয়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি নির্মিত হলে নাকুগাঁও ও ধানুয়াকামালপুর স্থল বন্দর হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়লা, পাথর, বালি, কাঠ ইত্যাদি পণ্য পরিবহন সহজতর হবে এবং গজনী অবকাশ কেন্দ্র, মধুটিলা ইকোপার্ক, লাউচাপড়া ইত্যাদি পর্যটন কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত সুগম হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ সীমান্ত (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর) মহাসড়ক নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ।

২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু

দেশের অন্যতম ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক করিডোর ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক চাহিদা বিবেচনা করে এ মহাসড়কে বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতুর পাশে ৮,৪৮৬.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪-লেন বিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের স্থায়ী পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে নির্মিতব্য ২য় কাঁচপুর সেতুর দৈর্ঘ্য ৩৯৬.৫ মিটার, ২৫তম কিলোমিটারে ২য় মেঘনা সেতুর দৈর্ঘ্য ৯৩০.০ মিটার ও ৩৭তম কিলোমিটারে ২য় গোমতি সেতুর দৈর্ঘ্য ১৪১০.০ মিটার। উল্লেখ্য, বিদ্যমান কাঁচপুর সেতু দিয়ে বর্তমানে দৈনিক গড়ে উভয়দিকে প্রায় ৩০,০০০ এবং মেঘনা ও গোমতি সেতুর প্রত্যেকটি দিয়ে প্রায় ২৫,০০০ যানবাহন চলাচল করছে, যা সেতুসমূহের ধারণক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে। সে প্রেক্ষিতে নতুন এ ৩টি সেতু নির্মিত হলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় পণ্য পরিবহন তথা বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হবে।

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর- এয়ারপোর্ট)

ঢাকা নগরীর সাথে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জনগণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন, দ্রুত ও আরামপ্রদ করার বিষয়টি বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্দিষ্ট লেনে শুধুমাত্র বাস চলাচলের জন্য গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৮ লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু এবং বিমানবন্দর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মাল্টিমোডাল হাব নির্মাণ করা হবে।

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

৩,০৬৬.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহাসড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের পাশাপাশি মূল মহাসড়কের পাশে স্বল্প গতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও ২৭টি ব্রীজ, ৬০টি কালভার্ট, ১২টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণসহ কোনাবাড়ী,চন্দ্রা,কালিয়াকৈর,সোহাগপুর ও টাঙ্গাইল এলাকায় ৫টি ফ্লাইওভার এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হবে। এ মহাসড়কটি সার্ক হাইওয়ে করিডোর-৪, এশিয়ান হাইওয়ে-২ এবং এশিয়ান হাইওয়ে-৪১ এর অংশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক উদ্বোধন করেন এবং ৪-লেন বিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্প এবং জয়দেবপুর -চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী মহাসড়ক-কে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ

উপকূলীয় ৩টি উপজেলা কচুয়া, শরণখোলা ও মোড়েলগঞ্জ এবং সুন্দরবনকে জেলা শহর বাগেরহাট এর সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে ১২৩.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২.১৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী জেলা মহাসড়ক-কে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ ও কচুয়া উপজেলাবাসীর বাগেরহাট জেলাসহ সমগ্র দেশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী মহাসড়ক-কে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মানিকখালী সেতুসহ আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১০৮.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১.৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন এবং ৩০৪.৫১ মিটার দীর্ঘ মানিকখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ মহাসড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার সাথে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়কে মানিকখালী সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ :

ক্রম	স্থাপনার নাম	উদ্বোধনের তারিখ	জেলা
১.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঘোরকঘাটা সেতু, শুকনারহাট সেতু ও বাঁশবাড়ীয়া সেতু	২৬ জুলাই ২০১৩	চট্টগ্রাম
২.	শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে বথুয়াবাড়ী সেতু	৩০ জুলাই ২০১৩	বগুড়া
৩.	ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভেলানগর নামক স্থানে একটি ফুটওভার ব্রীজ ও জঙ্গাশিবপুর-রায়পুরা মহাসড়কের বারইচা খামারচর সেতু এবং তুলাতলী সেতু	০৭ আগস্ট ২০১৩	নরসিংদী
৪.	ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের উথলী ইন্টারসেকশন	১৯ আগস্ট ২০১৩	মানিকগঞ্জ
৫.	হাটহাজারী-খাগড়াছড়ি-ফটিকছড়ি মহাসড়কের ২৬তম কিলোমিটারে পাজুরঘাটা সেতু এবং ৩০তম কিলোমিটারে ডলু সেতু	৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩	চট্টগ্রাম
৬.	নেত্রকোনা-ঠাকুরাকোনা-মোহনগঞ্জ মহাসড়কের ঠাকুরাকোনা সেতু	১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩	নেত্রকোনা
৭.	ধর্মপাশা-মধ্যনগর মহাসড়কের সুনুই সেতু	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩	সুনামগঞ্জ
৮.	দিনারেরপুল-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী মহাসড়কের ২৩তম কিলোমিটারে কভাই-লক্ষীপাশা ফেরী ঘাট	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	বরিশাল
৯.	দিনারেরপুল-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটারে নলুয়া-বাহেরচর ফেরী ঘাট	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩	পটুয়াখালী
১০.	সন্ধ্যাকুড়া-হাতিপাগাড়-ধানুয়াকামালপুর মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেলাখালী নদীর উপর ১৬৫ মিটার দীর্ঘ বরুঙ্গা সেতু	০৬ অক্টোবর ২০১৩	শেরপুর
১১.	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার বনগাঁও-নালিতাবাড়ি মহাসড়কের সন্নাসীভিটা সেতু	০৬ অক্টোবর ২০১৩	শেরপুর
১২.	ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের নয়ারহাট ইন্টারসেকশন	১১ অক্টোবর ২০১৩	ঢাকা
১৩.	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের পদুয়া বাজার সেতু, মোস্তফাপুর সেতু, রাজাপুরা সেতু, সুয়াগাজী সেতু ও লালবাগ সেতু	১২ অক্টোবর ২০১৩	কুমিলা
১৪.	ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের শাহপাড়া সেতু, কচি মিয়া সেতু, ইছামতি সেতু ও লালপুল সেতু	২২ অক্টোবর ২০১৩	চট্টগ্রাম
১৫.	সিলেট-জৈন্তাপুর-তামাবিল মহাসড়কের দত্তের খাল সেতু, কাটলী সেতু ও নাটেশ্বর সেতু	২৭ নভেম্বর ২০১৩	সিলেট
১৬.	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের সুতিয়া সেতু	৩১ জানুয়ারি ২০১৪	ময়মনসিংহ
১৭.	জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর জাতীয় মহাসড়কের ৭০তম কিলোমিটারে এলেঙ্গা বাসষ্ট্যান্ডে ফুটওভার ব্রীজ	০২ ফেব্রুয়ারী ২০১৪	টাঙ্গাইল
১৮.	মাইজ্জার্টেক-বোয়ালখালি-কানুনগোপাড়া-উদোরবন্যা মহাসড়কের ২য় কিলোমিটারে বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু) সেতু	০৮ মার্চ ২০১৪	চট্টগ্রাম
১৯.	চট্টগ্রাম-অক্সিজেনমোড়-হাটহাজারী মহাসড়কের প্রশস্তকরণ কাজ	০৯ মার্চ ২০১৪	চট্টগ্রাম
২০.	বাঘাইহাট-মাসালং-সাজেক মহাসড়ক, দীঘিনালা- বাঘাইহাট মহাসড়ক, দীঘিনালা-ছোট মেরুং-লংগদু মহাসড়ক ও হাটহাজারী-রাঙ্গামাটি মহাসড়ক	১২ এপ্রিল ২০১৪	চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি
২১.	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ভালুকা সেতু ও ক্ষীরু সেতু	১০ মে ২০১৪	ময়মনসিংহ
২২.	শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) মহাসড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে ডেবনা সেতু	১৪ মে ২০১৪	হবিগঞ্জ
২৩.	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের ৪২তম কিলোমিটারে কাকুরা সেতু	১৪ মে ২০১৪	হবিগঞ্জ
২৪.	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের ৪৪তম কিলোমিটারে কামারগাঁও সেতু	১৪ মে ২০১৪	হবিগঞ্জ
২৫.	চিম্বুক-থানচি জেলা মহাসড়ক	২৩ মে ২০১৪	বান্দরবান
২৬.	ভোলা-চরফ্যাশন মহাসড়কের লাঙলখালী সেতু	০১ জুন ২০১৪	ভোলা
২৭.	পোড়াবাড়ী-কামারখন্দ-নলকা মহাসড়কের গাড়াবাড়ী সেতু	১৪ জুন ২০১৪	সিরাজগঞ্জ

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

বথুয়াবাড়ী সেতু

শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে বথুয়াবাড়ী নামক স্থানে সেতুটি অবস্থিত। বিদ্যমান সাব-স্ট্রাকচারের উপরে স্থাপিত জরাজীর্ণ বেইলী ব্রীজ অপসারণ করে তদস্থলে কনক্রীট সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৪৮.১৪ মিটার এবং নির্মাণ ব্যয় ৩.৯২ কোটি টাকা।

মাননীয় মন্ত্রী ৩০ জুলাই ২০১৩ তারিখ বথুয়াবাড়ী সেতু উদ্বোধন করেন।

বথুয়াবাড়ী সেতু

জয়দেবপুর - ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন সেতু

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতুসমূহ নিম্নোক্ত বিবরণী অনুযায়ী উদ্বোধন করেনঃ

ক্রমি	স্থাপনার নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	সেতুর অবস্থান (কিলোমিটার)	উদ্বোধনের তারিখ
১	সুতিয়া সেতু	৩০	৬৭তম	৩১ জানুয়ারি ২০১৪
২	ভালুকা সেতু	১৬২	৪৮তম	১০ মে ২০১৪
৩	খিরু সেতু	১২৬	৬১তম	১০ মে ২০১৪

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক সুতিয়া সেতুর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ভালুকা সেতুর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক খিরু সেতুর শুভ উদ্বোধন

বুরুঙ্গা সেতু

সন্ধ্যাকুড়া-হাতিপাগাড়-ধানুয়া কামালপুর সীমান্ত মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেলাখালী নদীর উপর ১৬৫ মিটার দীর্ঘ বুরুঙ্গা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এই সেতু নির্মাণের ফলে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি সদস্যদের চলাচল এবং কয়লা, পাথর ও অন্যান্য পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল সহজতর হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী ০৬ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ সীমান্ত (সন্ধ্যাকুড়া-হাতিপাগাড়-ধানুয়া কামালপুর) মহাসড়কের চেলাখালী নদীর উপর বুরুঙ্গা সেতু উদ্বোধন করেন।

সন্নাসীভিটা

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার বনগাঁও-নালিতাবাড়ি মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটারে সন্নাসীভিটা নামক স্থানে রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ৩৭.২৯ মিটার দীর্ঘ সন্নাসীভিটা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ঐ স্থানে একটি সরু ও জরাজীর্ণ সেতু ছিল। সন্নাসীভিটা সেতু নির্মাণের ফলে শেরপুর জেলা শহরের সাথে নালিতাবাড়ির যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী ০৬ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ সন্ন্যাসীভিটা সেতু উদ্বোধন করেন।

সন্ন্যাসীভিটা সেতু

বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু) সেতু

হযরত শাহ আমানত (রঃ) সেতু হতে মাইজ্জার্টেক-বোয়ালখালি-কানুনগোপাড়া-উদোরবন্যা মহাসড়কের ২য় কিলোমিটারে শিকলবাহা নদীর উপর ৫৪০ মিটার দীর্ঘ বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু) সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৭ সালে বেইলী সেতুটির একটি পিয়ার বার্জের আঘাতে বিধ্বস্থ হলে দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর সড়ক যোগাযোগ বন্ধ ছিল। এতে করে নদীর উভয় পাড়ের জনসাধারণকে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। বিশেষ করে, নদীর একপ্রান্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান হওয়ায় অপর পাড়ের অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নৌকায় করে খরস্রোতা নদী পার হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে হত, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। বর্তমান সরকার নদীর উভয় পাড়ের জনসাধারণের ভোগান্তি লাঘব করার জন্য সেতুটির ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনঃনির্মাণ করে বন্ধ সড়ক যোগাযোগ পুনরায় চালু করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। সেতুটি নির্মাণের ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণের দূর্ভোগের পরিসমাপ্তি হয়েছে, তেমনি বন্ধ সড়ক যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও সাধিত হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ০৮ মার্চ ২০১৪ তারিখ বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু) সেতু উদ্বোধন করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু) সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও উদ্বোধনকৃত সেতুসমূহের বিবরণঃ

ক্রম	স্থাপনার নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	সেতুর অবস্থান (চেইনেজ)	উদ্বোধনের তারিখ
১.	শুকলার হাট সেতু	২৫	২০৬+২৮২	২৬ জুলাই ২০১৩
২.	ঘোড়ামারা সেতু	১৮	২১৬+৮১০	২৬ জুলাই ২০১৩
৩.	বাঁশবাড়ীয়া সেতু	২৫	২১০+১৭৪	২৬ জুলাই ২০১৩
৪.	পদুয়া বাজার সেতু	৩৬	৯১+২৯৬	১২ অক্টোবর ২০১৩
৫.	মোস্তফাপুর সেতু	২৫	৯৩+৭৯৬	১২ অক্টোবর ২০১৩
৬.	লালবাগ সেতু	২৫	১০৩+৬৩৬	১২ অক্টোবর ২০১৩
৭.	রাজাপুরা সেতু	২৫	৯৭+৪৪৬	১২ অক্টোবর ২০১৩
৮.	সুয়া গাজী সেতু	২৫	১০১+১৩২	১২ অক্টোবর ২০১৩
৯.	শাহপাড়া সেতু	২৫	৭১+৩১২	২২ অক্টোবর ২০১৩
১০.	কচিমিয়া সেতু	২৫	১৮০+৮৬০	২২ অক্টোবর ২০১৩
১১.	ইছামতি সেতু	২৫	২২৩+২৭৫	২২ অক্টোবর ২০১৩
১২.	লালপল সেতু	৪১	২২৪+৬৮৫	২২ অক্টোবর ২০১৩
১৩.	চট্টগ্রাম রেল ওভারপাস	৫৪	২২৯+৮০০	২১ নভেম্বর ২০১৩
১৪.	বড় আউলিয়া সেতু	২৫	২১৯+০৬০	২৫ মে ২০১৪
১৫.	ধামায়ের খাল সেতু	৩৭	২২৬+৩৩১	২৫ মে ২০১৪

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক পদুয়া বাজার সেতুর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক রাজাপুরা সেতুর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক সুয়াগাজী সেতুর শুভ উদ্বোধন

ঠাকুরাকোনা সেতু

নেত্রকোনা-ঠাকুরাকোনা- ধর্মপাশা মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে ধানাইখলা নদীর উপর ঠাকুরাকোনা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ১১১.২৩ মিটার এবং নির্মাণ ব্যয় ৩.১৭ কোটি টাকা। সেতুটি নির্মাণের ফলে নেত্রকোনা জেলার সাথে কলমাকান্দা ও মোহনগঞ্জ উপজেলার সড়ক যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ ঠাকুরাকোনা সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

সুনুই সেতু

ধর্মপাশা- মধ্যনগর মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে ৬.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮৫.৯৫ মিটার দীর্ঘ সুনুই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলা সদরের সাথে মধ্যনগরের সড়ক যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ সুনুই সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর প্রদত্ত স্থাপনাসমূহ

হাটহাজারী -ফটিকছড়ি -মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কে ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় ১৪টি সেতু

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কে গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ ভিত্তিপ্রস্তর প্রদত্ত ১৪টি সেতুর বিবরণ:

ক্রম	এলআরপি	সেতুর নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)	সেতুর অবস্থান
১.	০৪৪এ	মানিকছড়ি সেতু	৪৫	মানিকছড়ি উপজেলা
২.	০৫৯এ	গুইমারা সেতু	৮৪	গুইমারা, মাটিরাংগা উপজেলা
৩.	০৬৫বি	তৈমাতাই সেতু	৪৫	বাইল্যাছড়ি, মাটিরাংগা উপজেলা
৪.	০৬৬এ	বাইল্যাছড়ি সেতু	৪৫	বাইল্যাছড়ি, মাটিরাংগা উপজেলা
৫.	-	সাপমারা সেতু	৪৫	বাইল্যাছড়ি, মাটিরাংগা উপজেলা
৬.	০৮৫বি	শিলাছড়া সেতু	৫৭	আলুটিলা, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা
৭.	০৮৮ই	চেঙ্গী সেতু	১১১	খাগড়াছড়ি সদর
৮.	০৩৫ই	গাড়ীটানা সেতু	২৬	গাড়ীটানা , মানিকছড়ি উপজেলা
৯.	০৩৮বি	লেমুয়াছড়া সেতু	২৮	লেমুয়াছড়া, মানিকছড়ি উপজেলা
১০.	০৪২এ	মহামুনি সেতু	৩২	মহামুনি, মানিকছড়ি উপজেলা
১১.	০৪৭সি	গচ্ছাবিল ১ সেতু	২০	গচ্ছাবিল, মানিকছড়ি উপজেলা
১২.	০৪৮বি	গচ্ছাবিল ২ সেতু	২৬	গচ্ছাবিল, মানিকছড়ি উপজেলা
১৩.	০৫৬এ	কালাপানি সেতু	২৩	কালাপানি
১৪.	০৭৬এ	ব্যাংমারা সেতু	২৯	ব্যাংমারা, মাটিরাংগা উপজেলা

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ব্যাঙমারা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক গচ্ছাবিল-১ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক গুইমারা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক কালাপানি সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক গাড়ীটানা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক মানিকছড়ি সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক চেংগী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক লেমুয়া ছড়া সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কে ইবিবিআইপি প্রকল্পের আওতায় ১২টি সেতু

ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় নির্মিতব্য কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত ১২ টি সেতুর বিবরণঃ

ক্রম	এলআরপি	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	সেতুর অবস্থান
১.	৩৯৩এ	রাবেতা সেতু	৬০	রারেতা, রামু
২.	৩৯৪ই	মরিচ্যা সেতু	৬০	মরিচ্যা বাজার, উখিয়া
৩.	৩৯৬বি	ধুরুমখালী সেতু	৬৯	ধুরুমখালী, উখিয়া
৪.	৪০১এ	হিজোলি সেতু	৫১	হিজলী, উখিয়া
৫.	৪৩৪বি	মৌলভীবাজার সেতু	৪০	মৌলভী বাজার, টেকনাফ উপজেলা
৬.	৩৮৪ বি	পানেরছড়া সেতু	২৫.৭৪	পানেরছড়া, রামু
৭.	৩৯২এ	খুনিয়া পালং সেতু	২৮.৭৮	খুনিয়া পালং, রামু
৮.	৩৯৪এ	ধেচুয়া পালং সেতু	১৯.৬৪	ধেচুয়া পালং,রামু
৯.	৩৯৮বি	কাটা খালী সেতু	১৬.৫৯	কাটাখালী, উখিয়া
১০.	৪০০বি	রত্না পালং সেতু	২৫.৭৪	রত্না পালং, উখিয়া
১১.	৪০৩বি	রাজা পালং সেতু	১৩.৭৫	রাজা পালং, উখিয়া
১২.	৪০৪বি	উখিয়া মৌলভীপাড়া সেতু	২৫.৭৪	মৌলভীপাড়া, উখিয়া

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ধুরুমখালী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক পানেরছড়া সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক হিজোলী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের ইবিবিআইপি প্রকল্পের অধীন উক্ত ১২ টি সেতুর নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। উক্ত সেতুসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে কক্সবাজার ও টেকনাফ এর মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে ।

সহসাই সমাপ্ত হবে এমন উলেখযোগ্য প্রকল্প

টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া (মাঝবাড়ী) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

৬৪.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে টুঙ্গিপাড়া-কোটালিপাড়া (মাঝবাড়ী) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২.৮৪ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ, ১৮.৮০ কি.মি. মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও বিটুমিনাস সার্ফেসিং, ৪টি সেতু (৯৯.৭৯ মিটার) এবং ১০টি আরসিসি বক্স কালভার্ট (৫১.০০ মিটার) নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। মহাসড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলার মধ্যে সরাসরি উন্নততর সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং বরিশালসহ দক্ষিণবঙ্গের জনসাধারণ এই মহাসড়ক ব্যবহারের মাধ্যমে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের সমাধিতে সহজে যাতায়াত করতে পারবেন।

অগ্রগতি

- ৩.৯৩ কিলোমিটার নতুন ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন
- ৬.৩৯ কিলোমিটার পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন
- ৫.৭২ কিলোমিটার মজবুতকরণ সম্পন্ন
- ৫.৭২ কিলোমিটার প্রশস্তকরণ সম্পন্ন
- ৮.৮০ কিলোমিটার সার্ফেসিং সম্পন্ন
- ৪টি আরসিসি সেতু (মোট ৯৯.৭৯ মিটার) সম্পন্ন
- ১০টি আরসিসি বক্স কালভার্ট (মোট ৫১.০০ মিটার) নির্মাণ সম্পন্ন

৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু)

ঢাকার সাথে মাদারীপুর ও শরীয়তপুর হয়ে চাঁদপুরের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপন এবং যাত্রী সাধারণের দ্রুত যাতায়াতের জন্য বৈদেশিক সহায়তায় মাদারীপুর (মোস্তফাপুর) - শরীয়তপুর- চাঁদপুর মহাসড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ২৯৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ ৭ম বাংলাদেশ - চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু) সহ আরও ৩টি সেতু (১২৭.০০ মিটার দীর্ঘ টেকেরহাট সেতু, ৩৭.০০ মিটার দীর্ঘ টুমচর সেতু ও ১৫২.০০ মিটার দীর্ঘ আঙ্গারিয়া সেতু) নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

অগ্রগতি

- ৭ম বাংলাদেশ - চীন মৈত্রী সেতুর (আচমত আলী খান সেতু) সাবস্ট্রাকচারের কাজ সমাপ্ত, সুপারস্ট্রাকচারের ৫০% কাজ হয়েছে ও এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান।
- টেকেরহাট সেতু, টুমচর সেতু ও আঙ্গারিয়া সেতুর সাবস্ট্রাকচারের কাজ সমাপ্ত এবং সুপারস্ট্রাকচারের কাজ চলমান।
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৭০%।

নির্মাণাধীন ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু)

ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি)

দেশের পূর্বাঞ্চলীয় ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম সড়ক জোনের জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের সরু ও ক্ষতিগ্রস্থ ১১৮টি সেতু (দৈর্ঘ্য ৪৭৬২ মিটার) ও ৩২.৬০ কিলোমিটার এপ্রোচ সড়ক পুনঃনির্মাণের জন্য ১১৮৭.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) গ্রহণ করা হয়। তম্মধ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ৩০ মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের ৬৩টি সেতু এবং জিওবি অর্থায়নে ৩০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের ৫৫টি সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। সেতুসমূহ ১৩টি জেলা ও ৩৮টি উপজেলায় অবস্থিত। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম জোন তথা দেশের পূর্বাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

অগ্রগতিঃ

- বৈদেশিক সহায়তায় ৬৩টি সেতুর মধ্যে ৪৬টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।
- জিওবি অর্থায়নে ৫৫টি সেতুর মধ্যে ৩৩টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন।

ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় কিশোরগঞ্জ-ভৈরব মহাসড়কে নির্মাণাধীন সেতু

ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর মহাসড়কে নির্মিত সেতু

অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প

বিভিন্ন মহাসড়কের ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর (দৈর্ঘ্য ৫৮৫২.৪৫ মিটার) অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ৩০৬.৩৫ কোটি টাকায় অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।

অগ্রগতিঃ

- ৩২টি সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে
- চলমান অবশিষ্ট ১৬টি সেতুর মধ্যে-
  - ১১টি সেতুর ষ্ট্রাকচার সমাপ্ত, এ্যাপ্রোচের কাজ চলছে
  - ৫টি সেতুর ষ্ট্রাকচারসহ এপ্রোচের কাজ চলছে
- ভূমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ২২টি সেতুর মধ্যে-
  - ১৬টি সেতুর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
  - ৪টি সেতুর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ প্রক্রিয়াধীন
  - ২টি সেতুর ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না
- ২৬.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১.০১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬০%
- ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮০%

সমাপ্ত সেতুর বিবরণী

ক্রম	জেলার নাম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	মহাসড়কের নাম
১	নরসিংদী	আড়িয়ালখাঁ সেতু	২৬০.৫৯	একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক
২	মানিকগঞ্জ	সাহেলী সেতু	৩২.৭৫	আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক
৩	শেরপুর	পাপিয়াঝুরি সেতু	৩২.৭৫	নালিতাবাড়ী-পাপিয়া ঝুরি বেইলী সেতু পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক
৪	টাঙ্গাইল	ঝিনাই সেতু	৮৭.৮৪	ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল-ভূয়াপুর জেলা মহাসড়ক (ঘাটাইল-ভূয়াপুরঅংশ)
৫	নেত্রকোনা	কলাতলী সেতু	৩৬.৬০	সূসং-দূর্গাপুর-বিরিশিরি-পূর্বধলা-শ্যামগঞ্জ জেলা মহাসড়ক
৭	কুমিল্লা	টিক্কারচর সেতু	২১৮.০৬	কুমিল্লা-মাঝিগাচা-ফাকিরবাজার-শালদানদী সড়ক (LGED)
৮	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	স্বল্পা সেতু	৪২.৬৮	ইলিয়ট গঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাঞ্ছারামপুর জেলা মহাসড়ক
৯	নোয়াখালী	২য় বেগমগঞ্জ সেতু	৪২.৬৮	ফেনী- নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক
১০	সিলেট	সদাখাল সেতু	১৪৮.৬৮	রাজনগর-কূলাউড়া-জুড়ী -বড়লেখা-বিয়ানীবাজার -শেওলা-চারখাই আঞ্চলিক মহাসড়ক (চারখাই-শেওলা-বিয়ানীবাজার-বরইগ্রাম অংশ)
১১	সুনামগঞ্জ	সুনুই সেতু	১৮৬.০৬	ধর্মপাশা- মধ্যনগর জেলা মহাসড়ক
১২	হবিগঞ্জ	কাগাপাশা সেতু	৯৩.০২	বানিয়াচং-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক
১৩	হবিগঞ্জ	উজিরপুর সেতু	২৪.৪০	শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) আঞ্চলিক মহাসড়ক
১৪	হবিগঞ্জ	ডেবনা সেতু	২৪.৪০	শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) আঞ্চলিক মহাসড়ক
১৫	চট্টগ্রাম	শিলক সেতু	১১৮.৭৬	হাজী সৈয়দ আলী সরফ ভাটা সড়ক (LGED)
১৬	কক্সবাজার	চৌফলদন্ডী সেতু	৩৪৬.৭৬	খুরস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও জেলা মহাসড়ক
১৭	রাজশাহী	মুরগাদহ সেতু	৩৭.৮০	পুঠিয়া-বাগমারা জেলা মহাসড়ক
১৮	রাজশাহী	দূর্গাপুর সেতু	৪২.৬৮	শিবপুর-দূর্গাপুর-তাহেরপুর জেলা মহাসড়ক
১৯	নবাবগঞ্জ	মকরমপুর সেতু	৩৭২.৫৪	রহনপুর-ভোলাহাট-বিডিআর ক্যাম্প জেলা মহাসড়ক

ক্রম	জেলার নাম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	মহাসড়কের নাম
২০	পাবনা	বেইলী সেতু	১৩৪.১৮	বাঁধেরহাট-কাজিরহাট-নতিবপুর জাতীয় মহাসড়ক
২১	লালমনিরহাট	ভেটেশ্বর সেতু	৩৭.২৫	নামুরীরহাট-চরিতাবাড়ী-কুমড়ীরহাট জেলা মহাসড়ক
২২	লালমনিরহাট	স্বতী সেতু	৫৬.২১	নামুরীরহাট-চরিতাবাড়ী-কুমড়ীরহাট জেলা মহাসড়ক
২৩	কুড়িগ্রাম	যাদুরচর সেতু	২২.৫০	যাদুরচর-মাদারটিলা জেলা মহাসড়ক
২৪	গাইবান্ধা	খুলসী সেতু	৪০.৩৫	গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক
২৫	বাগেরহাট	রায়েন্দা সেতু	৯৩.০২	সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-সরণখোলা-বগি জেলা মহাসড়ক
২৬	বাগেরহাট	কচুয়া সেতু	১১১.৩২	নাজিরপুর -কচুয়া জেলা মহাসড়ক
২৭	বরিশাল	পয়সারহাট সেতু	২৬০.৪০	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট জেলা মহাসড়ক
২৮	বরিশাল	তালতলী সেতু	১৮২.৯৩	বরিশাল (তালতলী)-সায়েস্তাবাদ-ফকিরাবাড়ী জেলা মহাসড়ক
২৯	বরিশাল	রথখোলা সেতু	৩০.০০	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (বরিশাল অংশ)
৩০	বরিশাল	আগৈলঝাড়া সেতু	৩০.০০	গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (বরিশাল অংশ)
৩১	ঝালকাঠী	নবগ্রাম সেতু	৬২.৪১	ঝালকাঠি-নবগ্রাম-গাভা-একশারাপাড়া জেলা মহাসড়ক
৩২	মাদারীপুর	শেখপুর সেতু	১৬১.৬৪	পাঁচচর-শিবচর-মাদারীপুর জেলা মহাসড়ক

নির্মাণাধীন সেতুসমূহের অগ্রগতির বিবরণ

ক্রম	জেলার নাম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কের নাম
১	গাজীপুর	রাজাবাড়ী সেতু	৬২.৫০	সালনা-কাপাসিয়া-রাজেন্দ্রপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%
২	নরসিংদী	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	১৫৫.৪৩	একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৮০%
৩	মানিকগঞ্জ	নলাম-শিমুলিয়া	৯৩.৭৩	২২ মাইল ভায়া নলাম-শিমুলিয়া সড়ক (LGED)	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৯০%
৪	মুন্সীগঞ্জ	টঙ্গিবাড়ী সেতু	৭৪.৪৫	ফতুলা-মুন্সিগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক	মূলসেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৮০%
৫	সিলেট	২য় কুড়া সেতু	১১১.৩২	গোলাপগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-ভাদেশ্বর আঞ্চলিক মহাসড়ক	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৪৫%
৬	সিলেট	চন্দরপুর সেতু	২৪৭.৭৫	ঢাকা দক্ষিণ-চন্দরপুর-বিয়ানীবাজার জেলা মহাসড়ক	মূল সেতু এবং এপ্রোচের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৫০%
৭	দোহাজারী	খোদারহাট	৩৪৮.১২	ফুলতলী-কাঞ্চনা-খোদারহাট মহাসড়ক।	মূল সেতু ও এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৬৫%
৮	কক্সবাজার	বাটাখালী	১৭৩.৭২	চকরিয়া-বদরখালী আঞ্চলিক মহাসড়ক	পূর্বের দরপত্র বাতিল করে নতুনভাবে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।

ক্রম	জেলার নাম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কের নাম
৯	কক্সবাজার	কাটাফাঁড়ি সেতু	৭৫.৯৫	একতাবাজার-পহরবাঁদা-পেকুয়াবাজার- মগনামাঘাট জেলা মহাসড়ক	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৮০%
১০	নাটোর	চাঁচকৈড় সেতু	১২৪.২৮	আহম্মেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর জেলা মহাসড়ক	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%
১১	লালমনিরহাট	সাবরিখান সেতু	৯১.৯৫	ভাটীবাড়ী-বনগ্রাম সড়ক (LGED)	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৮০%
১২	গাইবান্ধা	মেলান্দহ সেতু	২৯২.৩৮	বোনারপাড়া-জুমারবাড়ী-সোনাতলা সড়ক (LGED)	মূল সেতু এবং এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৮০%
১৩	গাইবান্ধা	উলাসোনাতলা সেতু	৭৪.৭২	বোনারপাড়া-উলাসোনাতলা সড়ক (LGED)	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৭০%
১৪	গাইবান্ধা	ঘাঘট সেতু	৯৯.১০	সাদুল্ল্যাপুর-লক্ষীপুর সড়ক (LGED)	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৭০%
১৫	নীলফামারী	খোকশারহাট সেতু	১০৭.৫৬	বোড়াগাড়ী-খোকশারঘাট-ডিমলা জেলা মহাসড়ক	মূল সেতু এবং এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৬০%
১৬	খুলনা	শোলগাতী সেতু	৯০.০০	দৌলতপুর-শাহপুর-শোলগাতী-চুক নগর সড়ক (LGED)	মূল সেতু সমাপ্ত এপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%

অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায়
গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে নির্মিত খুলসী সেতু।

অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় নাজিরপুর-কচুয়া সড়কে নির্মিত কচুয়া সেতু

শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) নির্মাণ

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে ৯২.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মধুমতি নদীর উপর ৩৯১.৪৯১ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) নির্মাণ এবং পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ (ঘোনাপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। জানুয়ারি ২০১৫ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

অগ্রগতিঃ

- সেতুর মূল অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্ত
- ষ্টিল ট্রাস স্থাপনের কাজ চলমান
- এ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার সন্নিকটে মধুমতি নদীতে বর্তমানে ফেরী সার্ভিস চালু রয়েছে। সেতুটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলার সাথে সড়ক যোগাযোগ সহজ হবে।

শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু)

বিভাগীয় শহর রংপুর এর সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

সুষ্ঠু ও নিরাপদ যান চলাচলের জন্য রংপুর বিভাগীয় শহরের ৮.২৪ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ প্রধান সড়ক এবং ৮.০০ কিলোমিটার বাইপাস সড়ক ১২৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এছাড়া শহরের ভিতরে ৬.২৪ কিলোমিটার অংশে সড়কের উভয় পার্শ্বে ফুটপাথ কাম ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির কাজ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

অগ্রগতিঃ

- ৩.০৫ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ সম্পন্ন
- ৫.৪০ কিলোমিটার মহাসড়কের বিটুমিনাস বেইজ কোর্স সম্পন্ন
- ৪.১০ কিলোমিটার মহাসড়কের বেইজ কোর্স সম্পন্ন
- ৩.৬৯ কিলোমিটার মহাসড়কের সাব বেইজের কাজ চলমান
- ইউটিলিটি স্থানান্তর প্রায় সমাপ্ত
- আর্থিক অগ্রগতি ৬২.৬১% ও বাস্তব অগ্রগতি ৭২.৮০%

বিভাগীয় শহর রংপুরের সওজের রাস্তা প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মহাসড়ক

সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

সুনামগঞ্জ-কাচিরগাতি-বিশ্বম্ভরপুর জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে সুরমা নদীর উপর ৬৪.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০২.৬১ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। সেতুটির নির্মাণ সমাপ্ত হলে সুনামগঞ্জ জেলার সাথে বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা উপজেলা ও মধ্যনগর থানা এবং রাজধানী ঢাকার সাথে সড়ক যোগাযোগ সহজ হবে। আমদানীকৃত স্টীল ট্রাস সংযোজন করে জুন ২০১৫ এর মধ্যে সেতুটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

অগ্রগতিঃ

- সেতুর কনক্রীট অংশের অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন
- ষ্টিল ট্রাস স্পানের সাবস্ট্রাকচার সমাপ্ত
- ষ্টিল ট্রাস সংগ্রহের কাজ চলমান
- এ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ চলমান

সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর উপর নির্মিতব্য সেতু

কাজীর বাজার সেতু

সুরমা নদীর উপর কীণ সেতুর সন্নিকটে কাজীর বাজার নামক স্থানে জুলাই ২০০২ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ১৮৯.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯১.০০ মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এর আওতায় ৭৭৬.০০ মিটার এপ্রোচ সড়ক, এপ্রোচ সড়কের দুই পার্শ্বে ২টি সার্ভিস সড়ক ও ড্রেন, ১টি আন্ডারপাস ও ৩টি কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। সহসাই সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

অগ্রগতি

- সেতুর স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ ৯৮% সম্পন্ন
- সিলেট (কাজিরবাজার) প্রান্তের ১৪১.০০ মিটার দীর্ঘ এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন
- ঢাকা (দক্ষিণ সুরমা) প্রান্তের ৬৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ এপ্রোচ সড়কের সড়ক বাঁধ নির্মাণ কাজ ৭০% সম্পন্ন
- ১টি আন্ডারপাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ১টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ২টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ চলমান
- ফুটপাত নির্মাণ কাজ চলমান
- এপ্রোচ সড়কের দুই পার্শ্বে ২টি সার্ভিস সড়ক ও ড্রেনের কাজ চলমান

কাজীর বাজার সেতু

বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৯০.২৯ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯২.৩০ কিলোমিটার বিদ্যমান ২-লেন সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ২৩টি সেতু, ২৪৪টি কালভার্ট, ৩টি রেল ওভারপাস, ১৪টি সড়ক বাইপাস (৩২.১৩৭ কিলোমিটার), ৭ কিলোমিটার কনক্রিট পেভমেন্ট, ৩৩টি স্টীল ফুট ওভার ব্রীজ, ২টি আন্ডারপাস ও ৬১টি বাস-বে নির্মিত হচ্ছে।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

- মাটির কাজ ৯২.৩০% সম্পন্ন
- সাব-বেইস নির্মাণ কাজ ১০৫.৭ কিলোমিটার সম্পন্ন
- বেইস কোর্স ৯২.৫ কিলোমিটার সম্পন্ন
- বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস) ৭৫ কিলোমিটার সম্পন্ন
- ২৩টি সেতুর মধ্যে ১৭টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে
- ২৪৪টি কালভার্টের মধ্যে ২৩৫টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট কাজ চলমান
- ফেনী, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম রেল ওভারপাসের অগ্রগতি যথাক্রমে ৩২%, ৫২% ও ৫৪%
- সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৫৩.০৫%

উল্লেখ্য যে, মহাসড়ক সম্প্রসারণের প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকায় ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৬টি মসজিদ, ৪টি মন্দির ও ৫টি কবরস্থান স্থানান্তর করতে হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাথে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সড়ক পথে যোগাযোগ সহজ, দ্রুত, যানজটমুক্ত ও উন্নততর হবে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মহাসড়ক

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কুমিল্লা রেলওয়ে ওভারপাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন রিজিড পেভমেন্ট

জয়দেবপুর -ময়মনসিংহ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮১৫.১২ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৭.১৮ কিলোমিটার বিদ্যমান ২ লেন মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ৩.১০ কিলোমিটার কনক্রিট পেভমেন্ট, ১টি ফ্লাইওভার, ৫টি সেতু, ১৫০টি কালভার্ট, ১টি রেল ওভারপাস, ৪টি স্টীল ফুট ওভার ব্রীজ নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পটি ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্যাকেজ-১ (জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত ১২.৬৫ কিলোমিটার) ও প্যাকেজ-২ (রাজেন্দ্রপুর হতে নয়নপুর পর্যন্ত ১৭.৬০ কিলোমিটার) এর নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে বাস্তবায়ন করছে।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- মাটির কাজ- ৭০.০০% সম্পন্ন
- সাব-বেইস নির্মাণ কাজ ২৮.৪৭ কিলোমিটার সম্পন্ন
- বেইস কোর্স ২৭.৪৫ কিলোমিটার সম্পন্ন
- বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস) ২৫.১৩ কিলোমিটার (৪ লেন), ১২ কিলোমিটার (২ লেন) সম্পন্ন
- ৫টি সেতুর মধ্যে ৫টিরই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ১৫০টি কালভার্টের মধ্যে ১০৪টির কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট কালভার্ট এর কাজ চলমান রয়েছে
- ১টি ফ্লাইওভার (মাওনা বাজার) নির্মাণ কাজ ৫০% সম্পন্ন
- ১টি রেল ওভারপাসের (সালনা) নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন
- প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: ৪৭.৯৯%

প্রকল্পের কাজ জুন ২০১৫ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেট এর পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। এতে এতদঅঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মহাসড়ক

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত খিরু সেতু

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন মাওনা ফ্লাইওভার

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রিজিড পেভমেন্ট

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াত সহজ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ২০৩৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্দিষ্ট লেনে শুধু বিআরটি বাস চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ২০ কিলোমিটার বিআরটি লেন (১৫.৫০ কিলোমিটার এ্যাট গ্রেড এবং ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড), ৭টি ফ্লাইওভার, ৮ লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু, ১৪১ টি এক্সেস রোড, ২০ কিলোমিটার ফুটপাথ, গাজীপুরে ১টি ডিপো, বিমানবন্দর রেল স্টেশনে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ ভিত্তিতে ১টি মাল্টিমোডাল হাব এবং ১২ কিলোমিটার স্টর্ম ড্রেন নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এটি হবে ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে চলাচলকারী প্রথম গণপরিবহন ব্যবস্থা, যা প্রতিঘন্টায় উভয়দিকে ৩০ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। ফলে যাত্রী সাধারণ ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে কম সময়ে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবেন এবং ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসবে। যানজট নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- গাজীপুরে ডিপো নির্মাণের জন্য ৫ একর জমি বিটিসিএল থেকে পাওয়া গিয়েছে। ডিপো নির্মাণের উদ্দেশ্যে নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে
- ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে এবং মাঠ জরীপের কাজ শেষ হয়েছে
- বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা-বিআরটি কোম্পানী গঠন করা হয়েছে

বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত জরিপ কাজ

২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প

অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় পণ্য পরিবহনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে এ মহাসড়কে অবস্থিত কাঁচপুর সেতু দিয়ে দৈনিক গড়ে উভয়দিকে প্রায় ৩০,০০০ এবং মেঘনা ও গোমতি সেতুর প্রত্যেকটি দিয়ে প্রায় ২৫,০০০ যানবাহন চলাচল করছে, যা বিদ্যমান সেতুসমূহের ধারণক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা পূরণে উল্লেখিত ৩টি সেতুর পাশে ৪-লেন বিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের স্থায়ী পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে কাঁচপুর সেতুর দৈর্ঘ্য ৩৯৬.৫ মিটার, ২৫তম কিলোমিটারে মেঘনা সেতুর দৈর্ঘ্য ৯৩০.০ মিটার ও ৩৭তম কিলোমিটারে গোমতি সেতুর দৈর্ঘ্য ১৪১০.০ মিটার। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪৮৬.৯৩ কোটি টাকা এবং মেয়াদ এপ্রিল ২০১৩ থেকে অক্টোবর ২০২১।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- ৩টি সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন এবং তদারকি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নভেম্বর ২০১৩ মাসে নিয়োগ করা হয়েছে
- ডিটেইল্ড ডিজাইন, Soil Investigation ও Hydrological Study এর কাজ চলমান
- আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন

জয়দেবপুর- চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে সরাসরি সড়ক পথে যোগাযোগের প্রধান করিডোর। মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে-২, এশিয়ান হাইওয়ে-৪১ এবং সার্ক হাইওয়ে করিডোর-৪ এর অংশ। সড়ক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে মহাসড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের পাশাপাশি মূল সড়কের পার্শ্বে স্বল্প গতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটির দৈর্ঘ্য ৭০ কিলোমিটার। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটিতে নতুন করে ২৭টি সেতু, ৫টি ফ্লাইওভার, ৬০টি কালভার্ট, ১২টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পটির ব্যয় ৩০৬৬.৮০ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল এপ্রিল ২০১৩ হতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় সড়ক ভবন কমপ্লেক্সও নির্মাণ করা হবে।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- ভূমি অধিগ্রহনের কাজ চলমান
- ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন
- সুপারভিশন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে
- মূল কাজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
- সড়ক ভবন কমপেক্স নির্মাণের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল ও ভুটান এর উপ আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু)

ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের বরিশাল-পটুয়াখালী অংশের ২৬তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৩.২৮ কোটি টাকা এবং মেয়াদ এপ্রিল ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- ভূমি অধিগ্রহনের কাজ চলমান
- ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে
- ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলমান
- মূল কাজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন

সেতুটি নির্মিত হলে রাজধানী ঢাকার সাথে পটুয়াখালী ও কুয়াকাটার সড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াত সুগম হবে। সেতুটি পায়রা বন্দরে যাতায়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি

জাতীয় মহাসড়ক এবং উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক করিডোরসমূহ পর্যায়ক্রমে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ৮৬.৩৪ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পটির আওতায় ১৭৮৬ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক এবং উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক করিডোর ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়ন করা হবে।

সমীক্ষা এবং ডিটেইল্ড ডিজাইনে অন্তর্ভূক্ত মহাসড়কসমূহের বিবরণ:

- জয়দেবপুর- টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা- হাটিকুমরুল মহাসড়কাংশ -১১০ কিলোমিটার
- ফরিদপুর-বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কাংশ -২৩৬ কিলোমিটার
- ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা মহাসড়কাংশ -৬০ কিলোমিটার
- হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়কাংশ -১৫৭ কিলোমিটার
- খুলনা-মংলা মহাসড়কাংশ (দ্বিগরাজ-মংলা ফেরীঘাট সংযোগ সড়ক সহ)-৪৮ কিলোমিটার
- রংপুর-তিস্তা-বুড়িমারি মহাসড়কাংশ -১৩৮ কিলোমিটার
- সোনামসজিদ-রাজশাহী-হাটিকুমরুল মহাসড়কাংশ -২০৫ কিলোমিটার
- দরখার-আখাউড়া মহাসড়কাংশ -১৩ কিলোমিটার
- কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কাংশ -৮৫ কিলোমিটার
- দৌলতদিয়া-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা মহাসড়কাংশ -২২২ কিলোমিটার
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কাংশ -২২৫ কিলোমিটার
- ঢাকা(কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল মহাসড়কাংশ -২৮৬ কিলোমিটার
- খুলনা-মংলা মহাসড়কে মংলা নদীর উপর সেতু-১ কিলোমিটার

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- টপোগ্রাফিক্যাল সমীক্ষা সম্পন্ন
- জিওটেকনিক্যাল সমীক্ষা সম্পন্ন
- ১৭৮৬ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক এবং উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক করিডোরের সমীক্ষা সম্পন্ন
- ৫১২টি সেতু, ১৭১০টি কালভার্ট ও ৩৪টি ফ্লাইওভার এর ডিটেইল্ড ডিজাইন চলমান
- ১৫৬৪ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক এবং উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক করিডোরের ডিটেইল্ড ডিজাইন চূড়ান্ত

টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্স ফর ডিটেইল্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অব ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস শীর্ষক প্রকল্প

দেশের প্রধান অর্থনৈতিক করিডোরের ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক চাহিদা পূরণকল্পে উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study and Detailed Design of Dhaka-Chittagong Expressway on PPP Basis কারিগরী সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল মার্চ ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত।

এই প্রকল্পে প্রধান তিনটি পরামর্শ সেবা অন্তর্ভূক্ত রয়েছেঃ

(1) Consultancy Services for Feasibility Study and Detailed Design
(2) Consultancy Services for Transaction Advisory Services এবং
(3) Consultancy Services for Safeguard Implementation Support

Consultancy Services for Feasibility Study and Detailed Design এর আওতায় Feasibility Study পর্যায়ে পরামর্শক কর্তৃক ৫টি অপশন সমীক্ষা করা হবে। তন্মধ্যে সরকার কর্তৃক একটি অপশন চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত অপশন অনুসারে মূল প্রকল্পের ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণীত হবে।

ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান ফেরি ও পন্টুনগুলি অধিকাংশই পুরাতন ও জরাজীর্ণ। বর্তমানে ৪৯টি ফেরিঘাট (পরিশিষ্ট-ক) দিয়ে ১৩৩টি বিভিন্ন ধরনের ফেরি ও ১৬০টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরি সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। উন্নতমানের ফেরি সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে ১২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫১টি ফেরি ও ৩১টি পন্টুন পুনর্বাসন, ১০টি ফেরি ও ৬টি পন্টুন নতুন নির্মাণ, ১৫টি ইঞ্জিন ওভারহলিং, ১৭টি নতুন ইঞ্জিন, ৪টি রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট ও ২৭টি ইঞ্জিনসহ প্রপালশন ইউনিট সংগ্রহ করা হবে।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- ৫টি পন্টুনের পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন
- ৯টি ইঞ্জিনের মেজর ওভারহলিং কাজ সম্পন্ন
- ৪ সেট ইঞ্জিনসহ প্রপালশন ইউনিট সংগ্রহ করা হয়েছে
- নতুন ১০টি ফেরি ও ৬টি পন্টুন নির্মাণের কাজ চলমান
- ১০টি ফেরি ও ২টি পন্টুনের পুনর্বাসন কাজ চলমান
- অবশিষ্ট সংগ্রহ ও পুনর্বাসন কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পরিচালিত ফেরী ও পন্টুন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

পার্বত্য চট্রগ্রামে ৬টি মহাসড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পটির আওতায় ৩২৫.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২৭.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পার্বত্য চট্রগ্রামের ৬টি মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতোমধ্যে ৫টি মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১টি মহাসড়কের কাজ চলমান আছে ।

সমাপ্ত মহাসড়ক সমূহ হলঃ

- রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা- বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান মহাসড়ক প্রকল্প (৬৩ কিলোমিটার)
- বাঙ্গালহালিয়া-রাজসহলী মহাসড়ক প্রকল্প (২০.১০ কিলোমিটার)
- খাগড়াছড়ি-দিঘীনালা-বাঘাইহাট মহাসড়ক প্রকল্প (৩২ কিলোমিটার)
- চট্রগ্রাম-হাটহাজারী-রাংগামাটি মহাসড়ক প্রকল্প (৩৭ কিলোমিটার)
- দিঘীনালা-ছোটমরতং-চংড়াছড়ি-লংগদু মহাসড়ক প্রকল্প (৪০ কিলোমিটার)

নির্মান কাজ চলমানঃ

- থানচি-আলীকদম মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প (৩৫ কিলোমিটার)

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্রগ্রামে ৬টি মহাসড়ক নির্মাণ কাজ

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ মহাসড়ক প্রকল্প-২য় পর্যায়

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সুরক্ষা এবং সহজে সমুদ্রের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধার্থে ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ-২য় পর্যায় (ইনানি থেকে সিলখালী পর্যন্ত) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৪৯০.৩৭ কোটি টাকা এবং মেয়াদ কাল জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ২৪ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণ, ৯টি সেতু, ২৬টি কালভার্ট, ৩২টি পাইপ কালভার্ট এবং রক্ষাপ্রদ কাজ করা হবে। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ-৩য় পর্যায় (সিলখালী থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার) প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে কাজটি বাস্তবায়ন করছে।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- মাটির কাজ ৩.১৮৩ লক্ষ ঘনমিটারের মধ্যে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার সমাপ্ত
- ৬টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ১৯টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ৩টি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান
- ৬টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ চলমান

নির্মাণাধীন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ মহাসড়ক

Upcoming প্রকল্প

ইম্প্রুভমেন্ট অফ ব্লাক স্পট অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ

মহাসড়কে দূর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে ১৪৪টি দূর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ১৬৫ কোটি টাকা জিওবি অর্থায়নে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হচ্ছে। DPP টি সহসাই অনুমোদিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দূর্ঘটনাপ্রবণ স্থানসমূহের জোনভিত্তিক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রম	জেলার নাম	দূর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের সংখ্যা
১.	ঢাকা	৩৪
২.	গোপালগঞ্জ	০৬
৩.	কুমিল্লা	০৮
৪.	চট্টগ্রাম	০০
৫.	সিলেট	১৪
৬.	খুলনা	১১
৭.	বরিশাল	০২
৮.	রংপুর	৩৫
৯.	রাজশাহী	৩৪
১০.	ময়মনসিংহ	০০
	মোট	**১৪৪**

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ৬০টি সেতু ও নরসিংদী অর্থনৈতিক জোন সংযোগ সড়ক ও সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP) গ্রহণ করা হচ্ছে। জাইকা কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WBBIP প্রকল্পের Preparatory Survey সম্পন্ন করেছে। জাইকা'র প্রথম Fact Finding Mission বাংলাদেশ সফর করেছে। দ্বিতীয় Fact Finding Mission সহসাই সফর করবে। আশা করা যায় ৩৬তম ইয়েন লোন প্যাকেজে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী মার্চ ২০১৫-এ Loan Agreement হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণ

ভাটিয়াপাড়া-কালনা-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে মধুমতি নদীর উপর ৬৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের নিমিত্ত ২৪৪.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে কালনা সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সেতুর একটি প্রাথমিক নকশা বুয়েট কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। এই পর্যায়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা সেতুটি নির্মাণের অর্থায়নে আগ্রহ প্রকাশ করে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটির অর্থায়নের ধরণ জিওবি থেকে বৈদেশিক সহায়তা'য় পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাইকার সাথে Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরিত হয়েছে। আশা করা যায় ৩৭তম ইয়েন লোন প্যাকেজে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী মার্চ ২০১৫ মাস থেকে প্রাথমিক কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৫১টি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তম্মধ্যে ৫টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, ২৪টি বাস্তবায়নাধীন ও ১৮টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অবশিষ্ট ৪টি প্রতিশ্রুতির সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও অন্য প্রকল্পের সম্পৃক্ততা থাকায় সমন্বয়ের মাধ্যমে পরবর্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বিবরণী প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ পরিশিষ্ট-খ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অন্যান্য

এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশন

মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৫টি স্থায়ী এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন এবং ১১টি পোর্টেবল ওয়ে স্কেল স্টেশন চালু রয়েছে।

স্থায়ী এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশনসমূহ :

১. ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বাথুলী, মানিকগঞ্জ

২. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গোমতী সেতু, দাউদকান্দি

৩. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা সেতু, নারায়ণগঞ্জ

৪. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুন্ড, বড়দারোগার হাট, চট্টগ্রাম

৫. ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আউশকান্দি, হবিগঞ্জ

পোর্টেবল ওয়ে স্কেল ষ্টেশনসমূহ :

১. চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের কেরানীর হাট, চট্টগ্রাম

২. কুমিল্লার ময়নামতি-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহাসড়কের ময়নামতি

৩. ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের জগদীশপুর, হবিগঞ্জ

৪. ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের মাওনার সন্নিকটে

৫. দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-যশোর-খুলনা-মংলা মহাসড়কের নওয়াপাড়া

৬. পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়কের পঞ্চগড়

৭. বুড়িমারি-লালমনিরহাট জাতীয় মহাসড়কের বড়খাতা

৮. নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ-বালিয়াদীঘি মহাসড়কের কয়লাবাড়ি

৯. যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের বেনাপোল

১০. ঢাকা- উথুলি- কাশীনাথপুর- বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের মহাস্থানগড় এবং

১১. সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের খাগাইল।

যশোর - বেনাপোল জাতীয় মহাসড়কের ৩৫তম কিলোমিটারে স্থাপিত এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

সরকারি খাতের পাশপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় নিম্নবর্ণিত ১৩টি প্রকল্প পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ

1. Construction of Dhaka-Chittagong Expressway
2. Upgrading of Dhaka Bypass to 4-lane (Joydebpur-Debogram-Bhulta-Modanpur)
3. Upgrading of Hemayetpur-Singair-Manikganj Road to National Highway
4. Upgrading of Hatirjheel-Rampura-Banasri-Amulia-Demra-Sultana Kamal Bridge-Tarabo Road to 4-lane
5. Upgrading of Katchpur-Bhulta-Bhairab-Ashuganj-Sorail road to 4-Lane
6. Construction of Multi-Modal Hub at Airport Railway Station
7. Upgrading of Dhaka Eastern Bypass (Demra-Tongi) to 4-lane (Part of Dhaka Circular Road)
8. Upgrading of Sylhet- Bholagonj Road to National Highway
9. Upgrading of Mynamati-Brahmanbaria-Sarail Road and Sultanpur-Akhaura Road to 4-lane
10. Upgrading of Jhenaidah-Jessore-Khulna-Mongla Highway to 4-Lane
11. Upgrading of Bourvita-Fatullah-Madanpur Road to 4-lane
12. Construction of Dhaka Western Bypass (Kodda-Baliarpur-Ruhitpur-Bourvita-Mukterpur)
13. Elevated Expressway from Oxygen Morh to Hathazari, Chittagong

পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ

Construction of Dhaka-Chittagong Expressway

ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন করার নিমিত্ত একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ৯৭.৮৮ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল মার্চ ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত। পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

Upgrading of Dhaka Bypass to 4-lane (Joydebpur- Debogram- Bhulta- Modanpur)

অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য সেপ্টেম্বর ২০১২ মাসে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পিপিপি অফিস কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্র্যানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ট্র্যানজেকশন এডভাইজার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সমাপ্ত করেছে। Concessionare নিয়োগের কার্যক্রম চলছে।

Upgrading of Hemayetpur-Singair-Manikganj Road to National Highway

অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির বৈঠকে প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১২ মাসে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পিপিপি অফিস কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্র্যানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ট্র্যানজেকশন এডভাইজার সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। শীঘ্রই Concessionare নিয়োগ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

Upgrading of Hatirjheel-Rampura-Banasri-Amulia-Demra-Sultana Kamal Bridge-Tarabo Road to 4-lane

যাত্রাবাড়ী-সুলতানা কামাল সেতু-ডেমরা-তারাবো-কাঁচপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ শিরোনামে প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১২ মাসে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে অনুমোদন প্রদান করেছিল। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পটির নাম 'Upgrading of Hatirjheel-Rampura-Banasri-Amulia-Demra-Sultana Kamal Bridge-Tarabo Road to 4-lane' শিরোনামে পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত নামে পিপিপি ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

e-GP (ইলেকট্রনিক - গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনলাইনে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এর ধারা ৬৫ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে ই-জিপি পোর্টাল স্থাপন করেছে। নির্বাচিত ৪টি পাইলট এজেন্সির মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অন্যতম। সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের সকল দরপত্র ই-জিপিতে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন করা হচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১৬৭৩টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতির আওতায় প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সড়ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব এলাকায় ২ (দুই) কিলোমিটার করে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। একইসাথে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিদর্শন বাংলোগুলোর অব্যবহৃত জায়গায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোন, ২১টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ ও ১৩১টি উপ-বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য মৌসুমী ফুলের বাগান সৃজন করা হয়েছে। রোপিত বৃক্ষের ও মৌসুমী ফুল বাগানের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়।

টংগী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল সড়ক পার্শ্বে রোপিত তাল বীজের বর্তমান অবস্থা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত ৪৯টি ফেরীঘাটের বিবরণ

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	সড়কের নাম ও সড়ক নং	ফেরি ঘাটের নাম	ঘাটের উভয় প্রান্তের নাম
১.	বরিশাল	বরিশাল-ভোলা-লক্ষীপুর, N-809	কীর্তনখোলা	বরিশাল-কাওয়ারচর
২.	বরিশাল	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকি, Z-8044	গোমা	গোপালপুর-গোমা
৩.	বরিশাল	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকি, Z-8044	লক্ষীপাশা	লক্ষীপাশা-নলুয়া
৪.	বরিশাল	বৈরাগীরপুর-টুমচর-বাউফল, Z-8910	নেহালগঞ্জ	নেহালগঞ্জ-চন্দ্রমোহন
৫.	বরিশাল	হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-বেলতলা(বরিশাল), Z-8043	বেলতলা	বেলতলা-চরমনাই
৬.	বরিশাল	মীরগঞ্জ-রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা, Z-8034	মীরগঞ্জ	মীরগঞ্জ-মুলাদী
৭.	বরিশাল	বানারিপাড়া (ডাভুয়াট)-নাজিরপুর, Z-8913	বানারিপাড়া	বানারিপাড়া-ডাভুয়াট
৮.	ঝালকাঠি	ষাটপাকিয়া (ঝালকাঠি)-নলছিটি, Z-8709	ষাটপাকিয়া	ষাটপাকিয়া -নলছিটি
৯.	ঝালকাঠি	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া, Z-8708	আমুয়া	আমুয়া -বামনা
১০.	পিরোজপুর	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপর, Z-8702	বেকুটিয়া	বেকুটিয়া-কুমিরমারা
১১.	পিরোজপুর	বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর, R-870	চরখালী	চরখালী-টগরা
১২.	পিরোজপুর	গরিয়ারপাড়-বানরীপাড়া-শর্শীনা-স্বরূপকাঠি-কাউখালী-নৈকাঠি, Z-8033	আমরাঝুড়ি	কাউখালী-স্বরূপকাঠি
১৩.	পটুয়াখালী	ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী, N-8	লেবুখালী	বাকেরগঞ্জ-লেবুখালী
১৪.	পটুয়াখালী	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া, Z-8806	বগা	দুমকি-বগা
১৫.	পটুয়াখালী	কচুয়া-বেতাগী-মির্জাগঞ্জ-পটুয়াখালী, Z-8052	পায়রাকুঞ্জ	মির্জাগঞ্জ-পায়রাকুঞ্জ
১৬.	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী-আমরাগাতিয়া-গলাচিপা, Z-8806	গলাচিপা	গলাচিপা-হরিদেবপুর
১৭.	পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা, R-881	খেপুপাড়া	খেপুপাড়া-নীলগঞ্জ
১৮.	পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা, R-881	হাজিপুর	হাজিপুর-পুরাতন মহিপুর
১৯.	পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা, R-881	মহিপুর	মহিপুর-আলিপুর
২০.	পটুয়াখালী	বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকী, Z-8044	নলুয়া-বাহেরচর	নলুয়া-বাহেরচর
২১.	বরগুনা	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা, Z-8708	আমতলী	আমতলী-পুড়াকাটা
২২.	বরগুনা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাচিচিরা, R-880	বড়াইতলা	বড়ইতলা-বাইনচটকি
২৩.	খুলনা	রূপসা-শ্রীফলতলা-তেরখাদা-সেনেরবাজার, Z-7043	জেলখানা	খুলনা-তেরখাদা
২৪.	খুলনা	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা, Z-7040	আড়ুয়া	আড়ুয়া-আবালগাতি
২৫.	খুলনা	গলামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট, Z -7060	ঝপঝপিয়া	বটিয়াঘাটা-দাকোপ
২৬.	খুলনা	গলামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট, Z -7060	পোদ্দারগঞ্জ	দাকোপ-পোদ্দারগঞ্জ
২৭.	খুলনা	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা, Z-7040	নগরঘাটা	খুলনা-দিঘলিয়া
২৮.	বাগেরহাট	সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়ন্দা-শরণখোলা-বগি, Z -7702	মোড়লগঞ্জ	বাড়ইখালী-মোড়লগঞ্জ
২৯.	বাগেরহাট	দৌলতদিয়া/ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা(দ্বিগরাজ), N-7	মংলা	মংলাপোর্ট প্রান্ত-মংলা উপজেলা প্রান্ত

ক্রম	সড়ক বিভাগের নাম	সড়কের নাম ও সড়ক নং	ফেরি ঘাটের নাম	ঘাটের উভয় প্রান্তের নাম
৩০.	নড়াইল	নড়াইল-কালিয়া, Z -7502	কালিয়া	বারইপাড়া-কালিয়া সদর
৩১.	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-পাইকগাছা-গোয়ালডাঙ্গা, Z-7603	মানিকখালী	আশাশুনি-পাইকগাছা
৩২.	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুড়া ফেরীঘাট, R-711	জৌকুড়া	জৌকুড়া-হাজিরগঞ্জ
৩৩.	মাদারীপুর	মোস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরিয়তপুর, R-806	কাজিরটেক	বামনাতলা-মহিষেরচর
৩৪.	গোপালগঞ্জ	ভাটিয়াপাড়া-কালনা, N-806	কালনা	কালনা-শংকরপাশা
৩৫.	গোপালগঞ্জ	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ, Z-7704	পাটগাতি	পাটগাতি-মচন্দপুর
৩৬.	গোপালগঞ্জ	টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ-ঘোনাপাড়া, R-850	জলিরপাড়	জলিরপাড়-বানিয়ারচর
৩৭.	মাগুরা	শ্রীপুর-লাঙ্গলবাধ-ওয়াপদা মোড়, Z-7008	লাঙ্গলবাধ-নাদুরিয়া	লাঙ্গলবাধ-নাদুরিয়া
৩৮.	নারায়ণগঞ্জ	ভুলতা-রূপগঞ্জ, LGED	রূপগঞ্জ	ভূলতা-রূপগঞ্জ-বেরাইবান্ডা
৩৯.	নারায়ণগঞ্জ	ভবেরচর-গজারিয়া, LGED	রসুলপুর	ভবেরচর-গজারিয়া
৪০.	নারায়ণগঞ্জ	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর, R-114	বিষনন্দী	বিষনন্দী-বাঞ্ছারামপুর
৪১.	নরসিংদী	রায়পুর-জাঙ্গাশিবপুর-সায়দাবাদ-বাশগাড়ি LGED	পান্থশালা	পান্থশালা-সায়দাবাদ
৪২.	গাজীপুর	সালনা-রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা, R-312	বানারটোক	কাপাসিয়া-মঠখোলা
৪৩.	মানিকগঞ্জ	বেতিলা-বালিরটেক, LGED	বালিরটেক	বালিরটেক-বালিরটেক
৪৪.	নারায়ণগঞ্জ	ঢাকা-চট্টগ্রাম, N-1	মেঘনা	বাউশী-দাউদকান্দি
৪৫.	টাঙ্গাইল	আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল R-506	এলাসিন	দেলদুয়ার-নাগরপুর
৪৬.	সিলেট	গোলাপগঞ্জ-আমুরা-শিকপুর-বিয়ানীবাজার LGED	শিকপুর (আমুয়া)	আমুরা-শিকপুর
৪৭.	সিলেট	গোলাপগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-চন্দরপুর-বিয়ানীবাজার, LGED	চন্দরপুর	চন্দরপুর-সুনামপুর
৪৮.	সুনামগঞ্জ	গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দুয়ারাবাজার Z-2802	ছাতক	ছাতক-দুয়ারাবাজার
৪৯.	রাঙ্গামাটি	ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া, R-161	চন্দ্রঘোনা	চন্দ্রঘোনা-রায়খালী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত প্রকল্প

ক্রম	প্রতিশ্রুতির নাম	বর্তমান অবস্থা
১	নেত্রকোণা ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তা পুন:নির্মাণ।	প্রক্রিয়াধীন
২	মদন-নেত্রকোণা রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্তকরণ (আটপাড়া সংযোগসহ)	বাস্তবায়িত
৩	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার উচিতপুর হতে গোবিন্দশ্রী পর্যন্ত সাবমার্জিবল সড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৪	নেত্রকোণা দুর্গাপুর উপজেলার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি হয়ে বিজয়পুর স্থলবন্দর পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ (মাদুপাড়া সংযোগসহ)।	বাস্তবায়নাধীন
৫	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার বালাই নদীতে সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৬	ঢাকা বাইপাস ০২ (দুই) লেনের মহাসড়ককে ০৪ (চার) লেনে উন্নীতকরণ।	প্রক্রিয়াধীন
৭	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ০৪(চার) লেনে উন্নীতকরণ।	বাস্তবায়নাধীন
৮	গাজীপুরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।	বাস্তবায়িত
৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা পয়েন্টে দুটি ফুটওভার সেতু নির্মাণ করা হবে।	বাস্তবায়িত
১০	লক্ষীপুর-শরীয়তপুর মহাসড়ক নির্মাণ।	বাস্তবায়িত
১১	পটুয়াখালী-আমতলী-কুয়াকাটা মহাসড়ক সংস্কার।	বাস্তবায়নাধীন
১২	পায়রা নদীর লেবুখালী ও বিষখালীর আমুয়া সেতু নির্মাণ।	বাস্তবায়নাধীন
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যানজট কমানোর লক্ষ্য প্রধান রেলক্রসিং এ একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ ।	বাস্তবায়নাধীন
১৪	আশুগঞ্জ-নবীনগর মহাসড়ক পাঁকাকরণ।	প্রক্রিয়াধীন
১৫	বংশী নদীর উপর ধুনট নামক স্থানে সেতু নির্মাণ।	প্রক্রিয়াধীন
১৬	গৌরীপুর-হোমনা জিয়ারকান্দিতে গৌরীপুর বাজার সংলগ্ন স্থানে সেতু নির্মাণ।	প্রক্রিয়াধীন
১৭	গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক মহাসড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণ।	প্রক্রিয়াধীন
১৮	নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-সুনামগঞ্জ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ।	
	ক)নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়ক উন্নয়ন (নেত্রকোণা অংশ)	(ক) অংশ বাস্তবায়নাধীন
	খ) নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-সুনামগঞ্জ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (সুনামগঞ্জ অংশ)	এবং (খ)অংশ প্রক্রিয়াধীন
১৯	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ।	প্রক্রিয়াধীন
২০	সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ।	
	ক) সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ।	বাস্তবায়নাধীন
	খ) রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ।	
২১	সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলশুকা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ।	
	ক) সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা এবং জলশুকা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ অংশ।	ক) অংশ বাস্তবায়নাধীন
	খ) শাল্লা-জলশুকা অংশ।	এবং (খ) অংশ প্রক্রিয়াধীন

ক্রম	প্রতিশ্রুতির নাম	বর্তমান অবস্থা
২২	সীতাকুন্ড থেকে মহুরী সেচ প্রকল্প পর্যন্ত উপকুলীয় বেড়ী বাঁধের উপর বিকল্প মহাসড়ক নির্মাণ	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা ও অন্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত
২৩	ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই বাজারে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ।	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা ও অন্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত
২৪	যানজট নিরসনে মনিরামপুর শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ।	প্রক্রিয়াধীন
২৫	নওয়াপাড়া শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ।	প্রক্রিয়াধীন
২৬	বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়কের চার লেনে উন্নীতকরণ।	প্রক্রিয়াধীন
২৭	রুপসা-তেরখাদা রাস্তাটি আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ।	প্রক্রিয়াধীন
২৮	খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংস্কার।	বাস্তবায়িত
২৯	নারায়নগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা তৃতীয় সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩০	মদনগঞ্জ-মদনপুর মহাসড়ককে ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কে উন্নীতকরণ করা।	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা ও অন্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত
৩১	লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণ।	বাস্তবায়নাধীন
৩২	নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া-দূর্গাপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ।	বাস্তবায়নাধীন
৩৩	টাংগাব ডাকবাংলো এবং গাজীপুর টোক ইউনিয়নের মাঝে বানার নদীর উপর সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৩৪	চাপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও	প্রশস্তকরণ।
	ক) নবাবগঞ্জ-সিবগঞ্জ-সোনামসজিদ মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ।	বাস্তবায়নাধীন
	খ) কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন।	
৩৫	পত্নীতলা-সাপাহার-পোরশা-রহনপুর মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ।	বাস্তবায়নাধীন
৩৬	চাপাইনবাবগঞ্জ-আমনুরা-পার্বতীপুর আড্ডা মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ।	
	ক) নবাবগঞ্জ-আমনুরা মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ।	প্রক্রিয়াধীন
	খ) গোদাগাড়ী-আমনুরা-সকুনা-লক্ষীপুর-আড্ডা মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণ।	
৩৭	মংলা নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৩৮	গলামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান মহাসড়ক নির্মাণ এবং ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর সেতু নির্মাণ	
	ক) গলামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান মহাসড়ক নির্মাণ	ক) অংশ বাস্তবায়নাধীন
	খ) ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর সেতু নির্মাণ	এবং (খ) অংশ প্রক্রিয়াধীন
৩৯	হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণ।	প্রক্রিয়াধীন
৪০	জয়পুরহাট শহর-হিলি মহাসড়ক মেরামত	বাস্তবায়নাধীন

ক্রম	প্রতিশ্রুতির নাম	বর্তমান অবস্থা
৪১	ষ্টীমার ঘাট - গুপ্তছড়া মহাসড়ক এবং সরিকত - সন্তোসপুর মহাসড়ক পূনঃনির্মাণ, প্রসস্তকরন ও শক্তিশালী করন।	প্রক্রিয়াধীন
৪২	লেবুখালী - বাউফল - গলাচিপ - আমরাগাছিয়া মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে বগা সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৪৩	পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলায় লেবুখালী সেতু নির্মাণ।	বাস্তবায়নাধীন
৪৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণ (শহীদ শেখ কামাল সেতু)	বাস্তবায়নাধীন
৪৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় হাজীপুর নদীর উপর সেতু নির্মাণ (শহীদ শেখ জামাল সেতু)	বাস্তবায়নাধীন
৪৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণ (শহীদ শেখ রাসেল সেতু)	বাস্তবায়নাধীন
৪৭	ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৪৮	হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর মহাসড়কের বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৪৯	হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি-পাগলা-জগন্নাথপুর মহাসড়ক দ্রুত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নাধীন
৫০	দিনারেরপুল-দুমকী মহাসড়কের ২৮তম কিমিতে পান্ডব পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৫১	পীরগঞ্জ উপজেলার জয়ন্তীপুর ঘাটে করতোয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ।	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা ও অন্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত

বাংলাদেশ
সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

একটি আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগ অব্যাহত আছে। ২০০৯ থেকে পর্যায়ক্রমে ৫৭টি জেলায় এবং ৫টি মেট্রো এলাকায় সার্কেল অফিস চালু করার মাধ্যমে বিআরটিএ এর কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি জেলায় (মেহেরপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও বরগুনা) নতুন সার্কেল অফিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোটরযানের কর ও ফি আদায় বিবরণ

১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক সেবা জনসন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে ৬টি ব্যাংক (ব্রাক, ইউসিবিএল, ইবিএল, সিটি, ট্রাস্ট ও এনআরবি ব্যাংক) এর ১৪৫টি শাখা/বুথের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। এতে করে মোটরযানের কর ও ফি আদায় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ৩০ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩,০৪৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায়ের বিবরণী নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলঃ-

বছর	রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)					
	মোটরযান কর	রেজিস্ট্রেশন	ড্রাইভিং লাইসেন্স	নাম্বারপ্লেট	অন্যান্য	মোট
২০১৩-২০১৪	৪৩৫.৪৯	২৩৭.৫০	৪৩.২০	৯৩.২২	১৪১.৮৩	৯৫১.২৪

উল্লেখ্য যে, গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের (মোট রাজস্ব আয় ছিল ৭৬৯.৫০ কোটি টাকা) তুলনায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ ১৮১.৭৪ কোটি টাকা এবং বৃদ্ধির হার ২৩.৬২%। তন্মধ্যে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) ৫১৫.৭৫ কোটি টাকা এবং নন-এনবিআর ট্যাক্স ৪৩৫.৪৯ কোটি টাকা।

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন

গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে এবং সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃংখলা আনয়ণ সহজতর হয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হতে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭,২৬,৩৯২ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৩,৭৪,৪২৪ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে। প্রস্তুত ও সংযোজনের ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩,৫৯,৮৫৩টি নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত ও ২,৭০,৬৮৩টি গাড়ীতে সংযোজন করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১২ টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১)। আরএফআইডি স্টেশনগুলোর মাধ্যমে আরএফআইডি ট্যাগযুক্ত গাড়ীর গতিবিধি জানা সম্ভব।

গত ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ শুরু হয়েছে। জুন ২০১৪ মাস হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের কার্যক্রম চলছে। আগস্ট ২০১৪ মাস হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ শুরু হবে।

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট

RFID ট্যাগ

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন

গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ হতে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। এতে ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তনের পর ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৬,৯৬,৭২৭ টি ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রস্তুত ও বিতরণকৃত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিবরণ নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	পেশাদার			পেশাদার			সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
২০১৩-২০১৪	১,৩৮,৬০৯	৯৫	১,৩৮,৭০৪	১,১০,৭০৬	৩,০২০	১,১৩,৭২৬	২,৫২,৪৩০

স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

সিএনজি অটোরিক্সার ইকোনমিক লাইফ বৃদ্ধি

২৬ মে ২০১৪ তারিখ সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কতিপয় শর্তে সিএনজিচালিত ৪ স্ট্রোক অটোরিকশার ইকনোমিক লাইফ ১১ (এগার) বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১৫(পনের) বছরে উন্নীত করেছে (পরিশিষ্ট-২)।

ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস

ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন, ২০১০ এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়েছে। এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ও অটিস্টিক (autistic) শিশুদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশেষ পরিবহন সার্ভিস পরিচালনার জন্য আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলাচলের জন্য আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে ২৫০টি ও তমা ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিসকে ২৫০টি মোট ৫০০টি ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টকে চট্টগ্রাম মহানগরী ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ১৫০টি ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে গত ২২-০৪-২০১৪ তারিখ হতে ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আধুনিক ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালু হয়েছে। অনুমোদিত দু'টি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ১৬১টি ট্যাক্সিক্যাব ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চালু করেছে। অবশিষ্ট ট্যাক্সিক্যাব সহসাই চালু হবে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পরিবহন সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা বজায় রাখা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৪২,৫৭২টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে মোট ৩,৩৮,১৫,০২৫ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ৭৬৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হ'লঃ

অর্থবছর	মামলার সংখ্যা	জরিমানা আদায় (টাকা)	কারাদন্ড প্রদান	ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ
২০১৩-২০১৪	৮,৫৬১	৬৭,৫৬,৩৪২	১২৭	৩৫৬

নিরাপদ সড়ক

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে বিআরটিএ নিয়মিতভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করছে। সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত সেমিনার, পথসভা, র‍্যালী ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করছে। জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত এসকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোট ৩৩৭টি সেমিনার, সমাবেশ, র‍্যালী ইত্যাদি করা হয়েছে এবং এতে মোট ৪,৪৫,২৬১ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া মোট ১,০৭,৪০৫ জন পেশাদার ড্রাইভারকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী চ্যানেলের এফএম ব্যান্ডে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হ'লঃ

অর্থবছর	চালক প্রশিক্ষণ		সেমিনার/সমাবেশ/র‍্যালী		প্রচার			
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন	লিফলেট বিতরণ	পোষ্টার/ষ্টিকার লাগানো	স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন
২০১৩-২০১৪	২১৫	২৩,৫৮৫	৫৪	১৯,২৬১	৫১২	১,০০,০০০	২,০০,০০০	১

নিরাপদ সড়ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৮-২০১৩ সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হ'ল-

বছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	মারাত্মক আহতের সংখ্যা	সামান্য আহতের সংখ্যা	আহত ও নিহতের মোট সংখ্যা
২০০৮	৪৪২৭	৩৭৬৫	২৭২০	৫৬৪	৭০৪৯
২০০৯	৩৩৮১	২৯৫৮	২২২৩	৪৬৩	৫৬৪৪
২০১০	২৮২৭	২৬৪৬	১৩৮৯	৪১৪	৪৪৪৯
২০১১	২৬৬৭	২৫৪৬	১৪৪৮	১৯৩	৪১৮৭
২০১২	২৬৩৬	২৫৩৮	১৭৮৭	৩৪৭	৪৬৭২
২০১৩	২০২৯	১৯৫৭	১২৫৯	১৩৭	৩৩৫৩

সূত্রঃ পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা বাংলাদেশ

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

দেশে পর্যাপ্ত ড্রাইভিং স্কুল ও ইনস্ট্রাক্টর না থাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গাড়িচালক তৈরি হচ্ছে না। বিআরটিএ নিয়মিতভাবে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন প্রদান করছে। এ পর্যন্ত ৯৮টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং ১৩৬ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং ৫ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স দেয়া হয়েছে।

বিআরটিএ'র ডাটা সেন্টার স্থাপন

Korean International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার ও ওয়েব পোর্টাল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেন্টারের মাধ্যমে বিআরটিএ'র অনলাইন ব্যাংকিং

পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়, ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সার্ভিস ইত্যাদি'র ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে।

মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি)

গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে অকার্যকর ৫টি (ঢাকার মিরপুরে ১টি, ঢাকার ইকুরিয়ায় ১টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে KOICA এর সহযোগিতায় ঢাকার মিরপুরে ১টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক টিপিপি গত ১২ জুন ২০১৩ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। আগামী মার্চ ২০১৫ মাসের মধ্যে উক্ত ভিআইসি চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ঢাকাস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতার আলোকে অপর ৪টি ভিআইসি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সদর কার্যালয় ভবন না থাকায় সেতু ভবন সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খালি জায়গায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি বেজমেন্টসহ ১৫ তলা বিশিষ্ট বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভবন নির্মাণের কাজটি অর্পিত ক্রয়কার্য হিসেবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে প্রদান করা হয়েছে। গত ৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন। আগামী অক্টোবর ২০১৬ মাসের মধ্যে ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

জনবল

বিআরটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোতে পদসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৮২৩-এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে ৫০৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। ৩১৭টি পদ শূন্য রয়েছে। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এর সংশোধন চূড়ান্ত না হওয়ায় নব সৃষ্ট পদে নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এর সংশোধন প্রস্তাব গত ২৯.০৭.২০১২ তারিখ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত কমিটি

সড়কপথে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল ও সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদ দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকার ও সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম সভা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া মহাসড়ক সংলগ্ন বাজারসমূহ নিরাপদ দুরত্বে স্থানান্তর এবং মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার স্থাপন প্রতিরোধ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে গত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। একই তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর অবস্থিত অবৈধ হাট-বাজার অপসারণ এবং নসিমন, করিমন, ইজিবাইক ও অনুরূপ যানবাহন চলাচল বন্ধের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দকে উপদেষ্টা এবং জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটিসমূহ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

আরএফআইডি স্টেশন স্থাপনকৃত ঢাকা মহানগরীর ১২ টি স্থান

১. এয়ারপোর্ট

২. ফার্মগেইট

৩. পোস্তগোলা সেতু

৪. বুড়িগঙ্গা সেতু

৫. গাবতলী মাজার সড়ক

৬. সাইন্স ল্যাবরেটরী

৭. শাহবাগ গোলচত্বর

৮. মহাখালী

৯. কুড়িল বিশ্বরোড

১০. গুলশান-২

১১. কাকরাইল

১২. জিরো পয়েন্ট

সিএনজিচালিত ৪-স্ট্রোক অটোরিকশার ইকনোমিক লাইফ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ৪, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সড়ক বিভাগ

বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৬ মে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৫.০২০.০২২.০০.০০.০০৬.২০০৭ (অংশ-২)-১৯৯**—বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের স্মারক নম্বর-BUET/ME/2013/1190 তারিখ ঃ ০৯-১০-২০১৩ মূলে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে সিএনজিচালিত ৪-স্ট্রোক অটোরিকশার ইকোনমিক লাইফ ১১ (এগার) বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ (পনের) বছরে উন্নীত করার সুপারিশ করেছে।

১। শর্ত ঃ

সিএনজি অটোরিকশার কার্যকারিতা গ্রহণযোগ্য মানে রাখার জন্য ১২ (বার)তম বছরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে ঃ

(ক) সম্পূর্ণ ইঞ্জিন Overhauling করা ;

(খ) অটোরিকশার হুড কভার ও সিট প্রতিস্থাপন করা এবং বডি রং করা;

(গ) বডি, সাসপেনশন, ব্রেক, ট্রান্সমিশন ইত্যাদি অংশে প্রয়োজনীয় মেরামত করা;

(ঘ) সরকার অনুমোদিত ওয়ার্কশপ থেকে হাই প্রেসার সিএনজি সিলিন্ডারের হাইড্রলিক প্রেসার টেস্ট করা;

(ঙ) সিএনজি ফুয়েল সিস্টেমের অন্যান্য অংশগুলিও পরীক্ষা করে কার্যকরিতা নিশ্চিত করা; এবং

(চ) Overhauling ও মেরামতের Log বই সংরক্ষণ করা ।

(১৪১১৫)

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। এ প্রেক্ষাপটে উপরোল্লিখিত ৬ (ছয়) ধরনের কাজ ১২তম বছরের মধ্যে সম্পন্ন করে কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাইপূর্বক ঢাকা মহানগরীতে চলাচলরত সিএনজিচালিত ৪-স্ট্রোক অটোরিকশার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলরত সিএনজিচালিত ৪-স্ট্রোক অটোরিকশার ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) সঠিকতা প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে। প্রত্যায়ন পত্র প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) অটোরিকশা ভিত্তিক সিএনজিচালিত ৪-স্ট্রোক অটোরিকশার ইকোনমিক লাইফ ১১(এগার) বছর থেকে ১৫ (পনের) বছরে উন্নীত করার আদেশ জারী করবে।

৩। প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তের অধীনে বর্ণিত কাজগুলোর সঠিকতা যাচাইয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার অটোরিকশার মালিককে বহন করতে হবে।

৪। ১২ (বার)তম বছরের মধ্যে প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৬ (ছয়)টি কাজের কোন একটি কাজ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সিএনজিচালিত ৪-স্ট্রোক অটোরিকশার ইকোনমিক লাইফ বৃদ্ধি করার আদেশ জারী করা যাবে না এবং এ বিষয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী বিআরটিএ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫।"সিএনজি/ পেট্রোলচালিত ৪- স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭" অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকবে।

৬। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মেহেদী হাসান
উপসচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

ঢাকা
পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা এর আওতাধীন। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

১৯.০৬.২০১৪ তারিখ মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিটিসিএ পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর, ২০১২ মাসে উত্তরা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড MRT Line-6 (মেট্রোরেল) নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এটি হবে বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা। এ গণপরিবহনে প্রতি ঘন্টায় উভয়দিকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) যাত্রী পরিবহন করা যাবে। শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) মেট্রোরেল পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ২০১৯ সালে মেট্রোরেল চালু করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অগ্রগতিঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১-১০-২০১৩ তারিখ Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা মেট্রোরেল এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

- মেট্রোরেল এর Detailed Engineering Design, Construction Supervision I Procurement Support and Management Works এর জন্য গত ১৯-১১-২০১৩ তারিখ General Consultant (GC) নিয়োগ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে Route Alignment-Gi Topographic Survey, Traffic Survey Ges Geotechnical Survey শুরু হয়েছে।
- Institutional Development Consultant (IDC) নিয়োগের ক্রয় প্রস্তাব গত ১৫-০৬-২০১৪ তারিখ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে Resettlement Assistance Consultant (RAC) নিয়োগের নিমিত্ত সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে।
- মেট্রোরেলের মূল নকশা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে General Consultant Gi Counter Part হিসেবে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ৬টি Working Group এপ্রিল ২০১৪ থেকে কাজ করছে।
- মেট্রোরেলের ডিপো নির্মাণের জন্য সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্বে প্রয়োজনীয় ২২ (বাইশ) হেক্টর ভূমি ইতোমধ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
- মেট্রোরেল আইন, ২০১৪ এর খসড়া ২৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয় এবং ০৫ মে, ২০১৪ তারিখ ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের মেট্রোরেল এর ডিপো এলাকা পরিদর্শন করছেন

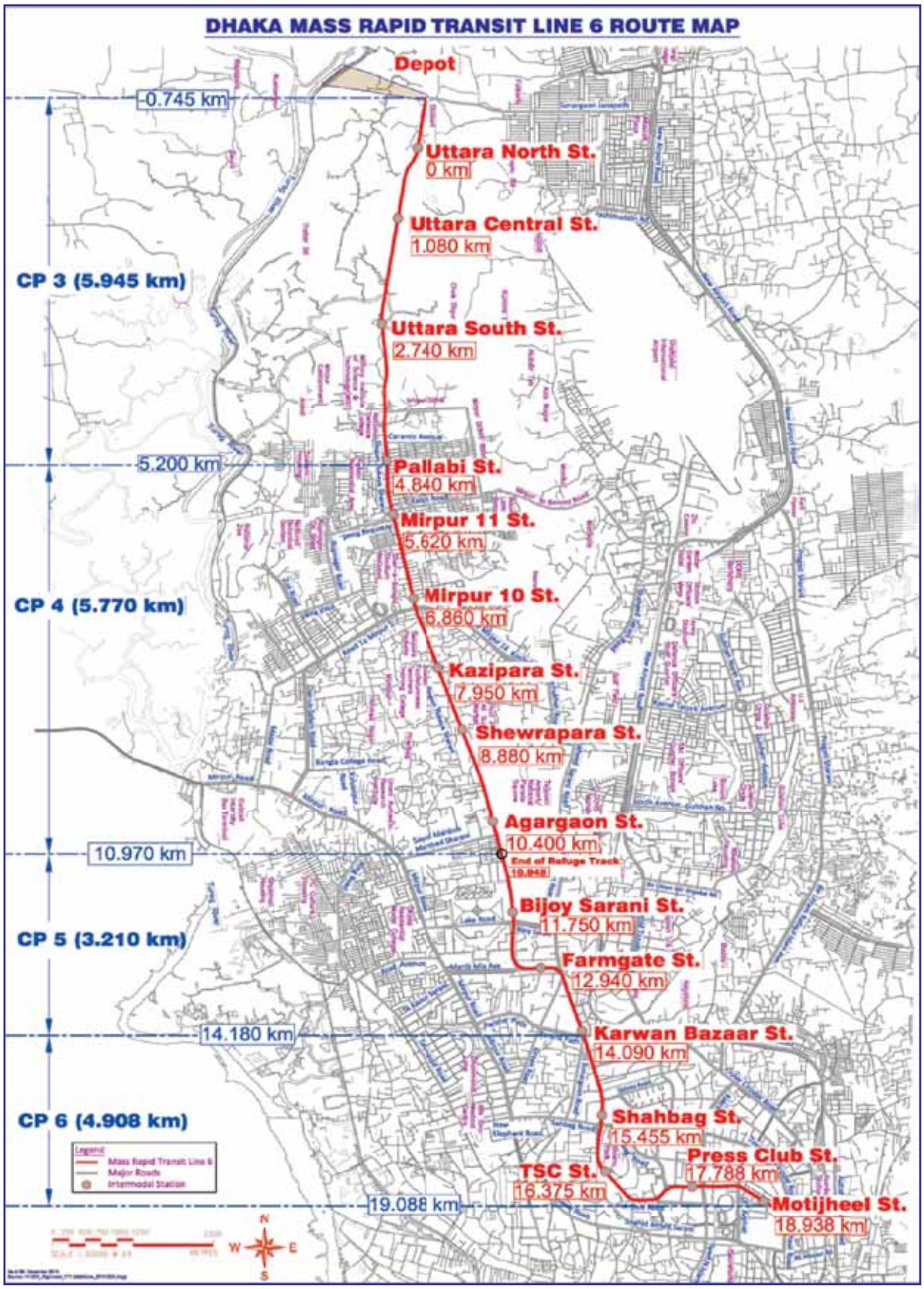

MRT Line-6 এর প্রস্তাবিত রুট এলাইনমেন্ট

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের কথা বিবেচনা করে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (STP) এর সুপারিশের আলোকে ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT Line-3 নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত বিস্তৃত এ গণপরিবহনে উভয়দিকে প্রতিঘন্টায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) যাত্রী পরিবহন করা যাবে। এর প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। BRT Line-3 এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত BRT রুটের আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গাজীপুর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত BRT System ব্যবহার করে যাতায়াত করা যাবে।

অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের রুট সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- প্রকল্পের Detailed Engineering Design প্রণয়নের লক্ষ্যে নভেম্বর, ২০১৩ মাসে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বিআরটি অপারেশনাল প্যান এবং সার্ভে রির্পোট জমা দিয়েছে।
- BRT Line-3 নির্মাণের অর্থায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার Pre-Identification Mission মার্চ, ২০১৪ মাসে ঢাকা সফর করে।

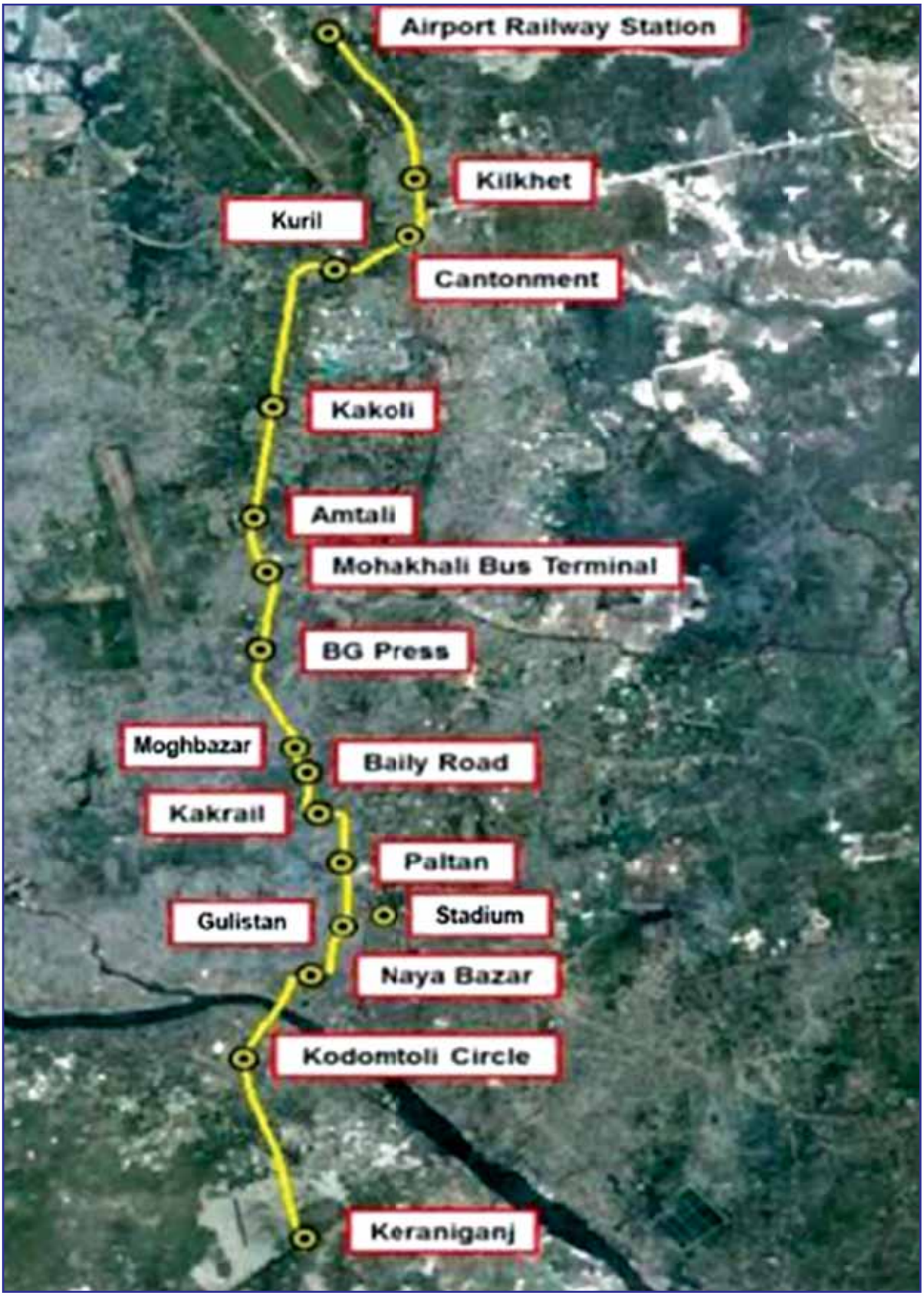

BRT Line-3 এর রুট এলাইনমেন্ট

Strategic Transport Plan (STP)

২০০৫ সালে ২০ (বিশ) বৎসর মেয়াদী Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে Strategic Transport Plan (STP) Revision এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, STP তে বর্ণিত ও সুপারিশকৃত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ও বাস্তবায়নাধীন আছে। উন্নয়ন সহযোগীর কারিগরী সহায়তায় STP সংশোধনের কাজ মে, ২০১৪ মাসে শুরু করা হয়েছে। আগামি সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসে STP Revision এর কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

Clearing House

SMART Card নির্ভর একই e-Ticket ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারী বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম মে, ২০১৪ মাস থেকে শুরু হয়েছে।

প্রস্তাবিত SMART Card এর ডিজাইন

Traffic Management

ঢাকা শহরের ৪টি স্থানের ইন্টারসেকশন উন্নয়ন এবং ITS (Intelligent Transport System) ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারি অর্থায়নে একটি পাইলট প্রকল্প এপ্রিল, ২০১৪ মাসে শুরু করা হয়েছে। ইন্টারসেকশন গুলো হলো: পল্টন মোড়, গুলশান-১, গুলিস্তান মোড় ও মহাখালী রেল ক্রসিং।

ডিটিসিএ অফিস ভবন

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর তেজগাঁওস্থ সড়ক ভবন কমপ্লেক্স হতে ০২ (দুই) বিঘা জমি জানুয়ারি, ২০১৪ মাসে পাওয়া গিয়েছে। উক্ত জমিতে ডিটিসিএ'র নিজস্ব ভবনের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ তত্ত্বাবধানের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলছে।

বাংলাদেশ
সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং দক্ষ চালক তৈরীতে এ সংস্থাটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাস বহর

৩০ জুন ২০১৪ তারিখ বিআরটিসি'র বাস বহরে বিদ্যমান ১৫৩৩টি বাসের মধ্যে ১১৮৭টি বাস চলমান রয়েছে। তম্মধ্যে ২০০৯-২০১৪ সময়ে সরকার বিআরটিসির বাস বহরে বিভিন্ন ধরনের মোট ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৩ জুলাই ২০১৩ তারিখ ৮৮টি এসি বাস সমন্বয়ে আন্তঃজেলা এসি বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৩ জুলাই ২০১৩ তারিখ আন্তঃজেলা এসি বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন।

গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে আরো ৩০০টি দ্বিতল বাস ও ১০০টি আর্টিকুলেটেড বাস সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ট্রাক বহর

৩০ জুন ২০১৪ তারিখ বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে বিদ্যমান ১৩৮টি ট্রাকের মধ্যে ১৩২টি ট্রাক চলমান রয়েছে। বর্তমান বহরে ট্রাকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আরো ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ট্রাক সার্ভিস

প্রশিক্ষণ

দক্ষ গাড়ীচালক সৃষ্টি এবং দেশের যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিআরটিসি'র ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় আরও একটি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। ডিসেম্বর, ২০১৪ মাসে এ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৪ সময়ে মোট ৩২,৬৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৪,৬৮৯ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে ৫৪১ জন মহিলা।

বিআরটিসি'র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক মটর ড্রাইভিং ও মটর মেকানিক প্রশিক্ষণ

চালকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে জুন, ২০১৪ মাসে বিআরটিসি'র ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অটো-ট্রান্সমিশন সিস্টেম সম্বলিত ০৪টি ট্রেনিং কার সংযোজন করা হয়েছে। এ সকল কার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ আধুনিক পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অটো ট্রান্সমিশন সিস্টেম সম্বলিত ট্রেনিং কার

গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় নির্মিতব্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ

বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক সার্ভিসের দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় কর্মশালারও আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৮ জুন ২০১৪ তারিখ চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ সড়ক সম্পর্কিত দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

০৮ জুন ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত কর্মশালা

মহিলা বাস সার্ভিস

ঢাকা শহরের বিভিন্ন রুটে মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র মহিলা বাস সার্ভিস রয়েছে। বর্তমানে ১৫টি বাস ১৩টি রুটে চলাচল করছে। ক্রমান্বয়ে মহিলা বাস সার্ভিসের রুট ও বাস সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা হবে। রুটগুলোর বিবরণ পরিশিষ্ট-A দ্রষ্টব্য।

মহিলা বাস সার্ভিস

স্কুল বাস সার্ভিস

মিরপুর-১২ থেকে আজিমপুর গার্লস স্কুল পর্যন্ত রুটে অবস্থিত ২৬টি স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ৪টি স্কুল বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। শিক্ষা ও বিনোদনমূলক ভিডিও স্থাপন করে বাসগুলোকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পর্যন্ত ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৮টি বাস অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন।

স্কুল বাস সার্ভিস

স্টাফ বাস সার্ভিস

সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১৭৪টি রুটে ২৩৫টি বাস স্টাফ বাস হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ২০১৪ সালে ষ্টাফ বাসের সংখ্যা ২১৬ হতে ২৩৫ এ উন্নীত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এ সার্ভিসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতে বাসের সংখ্যা আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।

ক্রমিক	*প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা*	*বাসের সংখ্যা*
২০০৯	১৯	১২২
২০১০	২৬	১৪০
২০১১	২৮	১৪৫
২০১২	৩৫	২১২
২০১৩	৪৫	২১৬
২০১৪	৪৬	২৩৫

সিটি বাস সার্ভিস

বিআরটিসি'র যানবাহনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সেবার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। ঢাকা শহরে বর্তমানে ২৩২টি রুটে ১৮০টি একতলা, ৩০০টি দ্বিতল, ৪৮টি আর্টিকুলেটেড এবং ৫০টি একতলা এসি বাস মোট ৫৭৮টি বাস সিটি সার্ভিসে নিয়োজিত আছে। প্রতিদিন গড়ে ১,৮৬,২২০ জন যাত্রী সিটি সার্ভিসের সেবা গ্রহন করে থাকেন। এছাড়া ঢাকার বাইরে বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ২৩৭টি বাস সিটি সার্ভিসে নিয়োজিত আছে।

সিটি বাস সার্ভিস

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

সিটি সার্ভিস ছাড়াও দেশব্যাপী বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা সার্ভিস নেটওয়ার্ক রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭৮টি রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচল করছে। এর মধ্যে ৩৭টি রুটে ৮৮টি নতুন এসি বাস এবং ১৪১টি রুটে ৬১০টি বাস দেশের প্রধান প্রধান শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চলাচল করছে।

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ সুলভ ও সহজ করার নিমিত্ত বিআরটিসি'র ব্যবস্থাপনায় ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা রুটে বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে। বিআরটিসি'র বহরে আরো নতুন বাস সংযোজিত হলে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে আরো অধিক সংখ্যক বাস পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা বাস সার্ভিস

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

Wi-Fi Internet সমৃদ্ধ বাস সার্ভিস

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল এবং বালুঘাট-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র ১৫টি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হতে Wi-Fi Internet সমৃদ্ধ বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এ সকল বাসে যাতায়াতকারী যাত্রীগণ বাসে বসেই বিনামূল্যে ইন্টারনেটের যাবতীয় সুবিধা ব্যবহার করতে পারেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ সার্ভিস আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

Vehicle Tracking System

ঢাকা মহানগরীতে চলাচলরত ১৫টি বিআরটিসি বাসে Vehicle Tracking System স্থাপন করা হয়েছে। এ সুবিধা ব্যবহার করে একজন যাত্রী খুব সহজেই বাসগুলোর অবস্থান ও গতিপথ জানতে পারেন। বিআরটিসি'র কর্মকর্তাগণও যে কোন জায়গা থেকে বাসগুলোর সর্বশেষ অবস্থান ও গতিপথ জেনে প্রয়োজন অনুযায়ী চালককে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন।

বিআরটিসি'র বাসে Wifi Internet সার্ভিস এবং Vehicle Tracking System চালুকরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

ই-টিকেটিং

বিআরটিসি'র ০৩টি রুটে ৯৮টি বাসে ৫৮টি টিকিট কাউন্টারের মাধ্যমে ই-টিকেটিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবার মান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকার সকল রুট ই-টিকেটিং সিস্টেমের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

S-Pass কার্ড

প্রতিবার ভ্রমণের সময় যাত্রীসাধারণের টিকেট সংগ্রহের ভোগান্তি লাঘবে বিআরটিসি'র ২টি রুটে ১১৬টি বাসে ICT Reader Device সহ S-Pass কার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে ২টি রুটের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৭টি S-Pass Ticket Shop থেকে কার্ডটি রিচার্জ করে নেয়া যায়। বর্তমানে ৩০ হাজার ৩০৩ জন যাত্রী S-Pass কার্ড ব্যবহার করে বিআরটিসি'র যাত্রী সেবা গ্রহণ করছেন। এতে যাত্রী সেবার মান ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

S-Pass কার্ড কাউন্টার

বাস ও ট্রাক ডিপো

যানবাহনের স্বল্পতার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিআরটিসি কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি ডিপো সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকারের সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে বন্ধ থাকা ডিপোগুলো পুনরায় চালু করা হয়েছে। বিবেচনাধীন অর্থবছরে গাবতলীতে ১টি এবং মোহাম্মদপুরে ১টি বাস ডিপো নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র বাস ডিপোর সংখ্যা ১৯টি ও ট্রাক ডিপোর সংখ্যা ২টি।

মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের আসন সংরক্ষণ

মহিলাদের জন্য পৃথক বিআরটিসি'র বাস সার্ভিস থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রতিটি বাসে পূর্বের ৯টি আসন থেকে বাড়িয়ে ১৩টি আসন আলাদাভাবে মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ডিএসএল ও ঋণ পরিশোধ

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত Debt Service Liability (DSL) পরিশোধে বিআরটিসি অত্যন্ত আন্তরিক। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১০-২০১১ থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বমোট ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ডিএসএল পরিশোধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা DSL পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রীজ লিঃ এর বকেয়া পাওনা বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা একই অর্থবছরে পরিশোধ করা হয়েছে।

জনবল নিয়োগ

বাস বহরে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ সময়ে বিআরটিসিতে চালকসহ বিভিন্ন পদে মোট ১৫৭৯ জন লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১৩১ জন নিয়োগ পেয়েছেন।

আপদকালীন যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন

বিভিন্ন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে অধিকাংশ বেসরকারি পরিবহন সংস্থার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।এ ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা এবং পণ্য পরিবহন কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এ সময়ে গাড়ি চালনার সাথে সম্পৃক্ত বিআরটিসি'র কর্মচারীগণ অনেকক্ষেত্রে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। অনেকসময় বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রায়শঃই ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ সময়ে ২৮৮টি বাস ভাংচুর ও ৪৬টি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৮৩টি বাস ভাংচুর ও ২৩টি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ভাংচুরকৃত ও পোড়ানো বিআরটিসি'র বাস

বিশেষ সেবা

নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে জনসাধারণের প্রয়োজনে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকেঃ

- ঈদ, হজ্জ ও বিশ্ব ইজতেমা চলাকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস পরিচালনা
- দূর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ বাস সার্ভিস পরিচালনা
- মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি-তে বিআরটিসি'র ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্কুল, কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সফর, আনন্দ ভ্রমণ, বনভোজন ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সুলভ মূল্যে বাস প্রদান
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ পরিচয় পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারেন।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় জানুয়ারি ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে ৯.৪৩ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ০.৬৩৭৬ একর জায়গায় গাবতলী বাস ডিপো ১.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মিরপুর দ্বিতল বাস ডিপোতে ১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ইয়ার্ড নির্মাণ ও কুমিল্লা বাস ডিপোতে ০.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গাজীপুরস্থ বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে মহিলাদের প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে ছাত্রীনিবাস চালু করা হয়েছে।

আয়-ব্যয়

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিআরটিসি অপারেটিং লাভে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অপারেটিং আয় ২৪২.২২ কোটি টাকা এবং অপারেটিং ব্যয় ২৩২.৬৮ কোটি টাকা। এতে অপারেটিং লাভের পরিমাণ ৯.৫৪ কোটি টাকা।

বিআরটিসি'র মহিলা বাস সার্ভিসের রুটসমূহ

ক্রম	ডিপোর নাম	বাস সংখ্যা	রুটের নাম	বাস ছাড়ার সময় স্থান	বাসের স্টপেজ সমূহ
০১	মতিঝিল বাস ডিপো	০২	তালতলা-মতিঝিল	তালতলা হতে সকাল ৮.৫০ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৬:০৫ টা	তালতলা, জোড়াপুকুর, রেলগেইট, মুগদা, বিশ্বরোড, মায়াকানন ও মতিঝিল
			তালতলা-মতিঝিল	তালতলা হতে সকাল ৯.১০ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৬:১০ টা	তালতলা, জোড়াপুকুর, রেলগেইট, মুগদা, বিশ্বরোড, মায়াকানন ও মতিঝিল
		০১	নতুন বাজার-মতিঝিল	নতুন বাজার হতে সকাল ৮.৩০ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৬:১০ টা	নতুন বাজার, মধ্যবাড্ডা, মেরিল রামপুরা টিভি সেন্টার, রামপুরা বাজার, মালিবাগ ও মতিঝিল
		০১	নতুন বাজার-মতিঝিল	নতুন বাজার হতে সকাল ৮.৩০ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৬:১০ টা	নতুন বাজার, গুলশান-২, গুলশান-১, ওয়ারলেস গেট, মহাখালী, ফার্মগেট, শাহবাগ, প্রেসক্লাব, গুলিস্তান ও মতিঝিল।
০২	কল্যানপুর বাস ডিপো	০২	মিরপুর-১০-মতিঝিল	মিরপুর-১০ হতে সকাল ৭.৪৫ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৫:১৫ টা	মিরপুর-১০, মিরপুর-২, মিরপুর-১, টেকনিক্যাল, কল্যাণপুর, শ্যামলী, কলেজগেট, কলাবাগান, নিউমার্কেট, কাটাবন, শাহবাগ, গুলিস্তান ও মতিঝিল।
		০২	মোঃপুর-১০-মতিঝিল	মোহাম্মদপুর-১০ হতে সকাল ৭.৪৫ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৫:১৫ টা	মোহাম্মদপুর (জাপান গার্টেন সিটি), আদাবর, শ্যামলী, কলেজগেট, আসাদগেট, ফার্মগেট, শাহবাগ, প্রেসক্লাব, দৈনিক বাংলা ও মতিঝিল।
		০১	চিড়িয়াখানা-মতিঝিল	চিড়িয়াখানা হতে সকাল ৭.৪৫ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৫:১৫ টা	চিড়িয়াখানা, রাইনখোলা, সনি হল, মিরপুর-১, আনসার ক্যাম্প, টেকনিক্যাল, কল্যাণপুর, কলেজগেট, ফার্মগেট, শাহবাগ, প্রেসক্লাব, গুলিস্তান ও মতিঝিল।
		০১	মিরপুর-১৪-মতিঝিল	মিরপুর-১৪ হতে সকাল ৭.৪৫ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৫:১৫ টা	মিরপুর-১৪, মিরপুর-১৩, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, ফার্মগেট, শাহবাগ, প্রেসক্লাব, গুলিস্তান ও মতিঝিল।
০৩	জোয়ারসাহারা বাস ডিপো	০২	আব্দুল্লাপুর-মতিঝিল	আব্দুল্লাহপুর হতে সকাল ০৭.১৫ টা ও ০৭.৪৫ টা, মতিঝিল হতে বিকাল ০৫.১৫ টা ও ০৬.১৫ টা।	আব্দুল্লাহপুর, হাউজ বিল্ডিং, আজমপুর, এয়ারপোর্ট, খিলক্ষেত, বিশ্বরোড, বনানী, ফার্মগেট, শাহবাগ, প্রেসক্লাব, গুলিস্তান এবং মতিঝিল।
০৪	দ্বিতল বাস ডিপো	০১	দ্বিতল-মতিঝিল	দ্বিতল ডিপো হতে ৭:৩০ টা এবং মতিঝিল হতে বিকাল ৬:১৫ টা	মিরপুর-১২, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, তালতলা, আগারগাঁও, ফার্মগেট, শাহবাগ, প্রেসক্লাব, গুলিস্তান এবং মতিঝিল।
০৫	নারায়নগঞ্জ বাস ডিপো	০২	নারায়নগঞ্জ-মতিঝিল	নারায়ণগঞ্জ হতে সকাল ০৭:৪৫ টা ও ৮:১৫ এবং মতিঝিল হতে বিকাল ০৫:১৫ টা ও ৬:১০ টা	নারায়ণগঞ্জ, ইপিজেড, চিটাগাং রোড, সাইনবোর্ড, রায়েরবাজার, শনির আখড়া, যাত্রাবাড়ী ও মতিঝিল।
০৬	উথলী বাস ডিপো	০১	সাভার-মতিঝিল	সাভার হতে সকাল ০৭:৪৫ টা ও মতিঝিল হতে বিকাল ০৫:১৫ টা	সাভার বাজার, গাবতলী, টেকনিক্যাল, কল্যাণপুর, আসাদগেট, ফার্মগেট, শাহবাগ, প্রেসক্লাব, গুলিস্তান ও মতিঝিল।
০৭	গাজীপুর বাস ডিপো	০১	শিববাড়ী-মতিঝিল	শিববাড়ী হতে সকাল ০৭:০০ টা ও মতিঝিল হতে বিকাল ০৫:১৫ টা	শিববাড়ী, গাজীপুর চৌরাস্তা, বড়বাড়ী, হোসেন মার্কেট, বোর্ড বাজার, চেরাগআলী মার্কেট, টঙ্গী ষ্টেশন রোড, আব্দুল্লাহপুর, আজমপুর, এয়ারপোর্ট, খিলক্ষেত, শেওড়া, এমইএস, বনানী, মহাখালী, ফার্মগেট, শাহবাগ, প্রেসক্লাব, গুলিস্তান ও মতিঝিল।

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের যশোর-খুলনা মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেন উন্নতীকরণের কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬টি মহাসড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের সিলেট-ভোলাগঞ্জ সড়ক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে গাবতলী বাস টার্মিনাল পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে মহাখালী বাস টার্মিনাল পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কক্সবাজারে নির্মাণাধীন মেরিন ড্রাইভ সড়ক পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের মিরপুরস্থ বিআরটিএ অফিস আকস্মিক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের মিরপুরস্থ বিআরটিএ অফিস আকস্মিক পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের গুলিস্তান বাস টার্মিনাল আকস্মিক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের সোয়ারীঘাট-গাবতলী সড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের মেঘনা টোল প্লাজা পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের নবীনগর ১০-লেন বিশিষ্ট ইন্টারসেকশন পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের আশুলিয়ার সড়ক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের জয়দেবপুরে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট স্টেশনের সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকায় ফার্মগেট এলাকায় যানজট পরিস্থিতি পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকায় মানিক মিয়া এভিনিউ সড়কে যানবাহন চলাচল পরিস্থিতি এবং চলমান বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে সড়ক সংস্কার কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের বিআরটিএ কার্যালয়ে নতুন সংগৃহীত ট্যাক্সিক্যাব পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের হেমায়েতপুর-সিংগাইর সড়কের শহীদ রফিক সেতু পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুতের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের সিলেটে কাজীরবাজার সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের চট্টগ্রাম বিআরটিসি বাস ডিপো পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের বিআরটিএ'র অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক নির্মাণাধীন ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু) এর কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য স্থানীয় প্রকৌশলী ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় জনগণকে নিয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

*সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত **The Asia Leadership Program on Sustainable Development and Climate Change** এ বাংলাদেশ দলের প্রধান হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন*

ভাটিয়াপাড়া-কালনা-নড়াইল মহাসড়কের চতুর্থ কিলোমিটারে মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

দেশব্যাপী মহাসড়কের পাশে বনায়ন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক ফরিদপুর বাইপাস সড়কে তাল বীজ রোপণ করছেন।

জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন।

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ২৬ তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক পরিদর্শন করছেন

জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) এবং মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (মেট্রোরেল) লাইন-৬ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ফলক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের প্রাক্কালে যাচাই করছেন।

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর বাসভবনের সামনে বিপন্ন বিরল প্রজাতির কালোমুখ হনুমানকে খাবার দিচ্ছেন

সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু পরিদর্শন শেষে স্থানীয় প্রকৌশলী ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক মতবিনিময় করছেন।

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নির্মাণাধীন রামপুরা-আমুলিয়া-শেখেরজায়গা-ডেমরা মহাসড়ক পরিদর্শন করছেন

স্পেনের বার্সেলোনায় পরিবহন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে পরিবহন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছেন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সচিব মহোদয়ের সাথে সিলেটে কাজীর বাজার সেতুর এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী বিআরটি (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) এর সাইট পরিদর্শন করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী হোটেল রূপসী বাংলায় অনুষ্ঠিত বিআরটি (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) সম্পর্কিত ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সচিব মহোদয়ের সাথে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর সড়ক পরিদর্শন করছেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কের মেরামত কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক মহাসড়ক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১ কর্তৃক সোয়ারীঘাট-গাবতলী মহাসড়কের মেরামত কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২ কর্তৃক নরসিংদী সড়ক বিভাগে অসমাপ্ত সেতু সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মানাধীণ একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থিত পুরাতন বক্ষপুত্র সেতু এবং সেতুর অসম্পূণ এপ্রোচ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৩ কর্তৃক সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের মেরামত কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৫ কর্তৃক কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-মিঠামইন সড়কের হাওড় এলাকায় সাবমার্জিবল সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৬ কর্তৃক চাঁদপুর-লক্ষীপুর মহাসড়কে ডিবিএসটি কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৭ কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের (ফেনী অংশ) নতুন নির্মিত ও পুরাতন সড়কের সংযোগস্থলে জমে থাকা বৃষ্টির পানি অপসারণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৮ কর্তৃক সিলেট-সুনামগঞ্জে আঞ্চলিক মহাসড়কের পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৯ কর্তৃক মহাসড়ক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১০ কর্তৃক কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কে গত বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১১ কর্তৃক খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১২ কর্তৃক নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-কানসাট-সোনামসজিদ-বালিয়াদিঘী চেকপোস্ট সড়কে ডিবিএসটি ওভারলে কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৩ কর্তৃক নাটোর-বগুড়া মহাসড়ক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৪ কর্তৃক ঢাকা-টাঙ্গাইল-হাটিকুমরুল-বগুরা-রংপুর মহাসড়কে রংপুর অংশের কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৫ কর্তৃক গাইবান্ধা সড়ক বিভাগে মেলান্দহ সেতুর এপ্রোচে মাটির কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৬ কর্তৃক দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় মহাসড়কের ঠাকুরগাঁও অংশে (চেইনেজ ৪৩০) স্পীডব্রেকার অপসারণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৭ কর্তৃক খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়কের নির্মাণাধীন কালভার্ট পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৮ কর্তৃক কুষ্টিয়া - ভেড়ামারা সড়কে পিএমপি (সড়ক) কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৯ কর্তৃক ঝিনাইদহ-মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের বেইস-টাইপ-১ এর চলমান কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২০ কর্তৃক গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২১ কর্তৃক পিরোজপুর জেলার চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পাথরঘাটা মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২২ কর্তৃক নবাবগঞ্জ-উত্তরামলিক-গোমস্তাপুর জেলা মহাসড়কে হোগলা সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২৩ কর্তৃক ভাঙ্গা-ফরিদপুর জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে জমে থাকা বৃষ্টির পানি অপসারন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২৪ কর্তৃক তালমা-নগরকান্দা মহাসড়কের তালমা সেতু পুনঃনির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুসৃত উত্তম চর্চা ও অন্যান্য কর্মকান্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুষ্ঠিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন শীর্ষক সোশ্যাল মিডিয়া আড্ডা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুসৃত উত্তম চর্চা ও অন্যান্য কর্মকান্ড

*সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক এর সভাপতিত্বে জাইকার প্রতিনিধিদের সাথে অনুষ্ঠিত **Dhaka Integrated Traffic Management Project** সংক্রান্ত সভা*

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুসৃত উত্তম চর্চা ও অন্যান্য কর্মকান্ড

গুগল ম্যাপমেকার, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি দলের সাথে মহাসড়ক ও মহাসড়কের উপরের ব্রীজ গুগল ম্যাপে নিখুঁতভাবে চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত সভা

Design & Printing : Preview